উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

হার্দিককে ডেপুটি, গম্ভীরের দাবিতে 'না' রোহিতের ›› ১১

৫০০ কোটির প্রকল্পের উদ্বোধন আজ

সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন লালবাগের নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনের মাঠে প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ›› ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	২৩°	১২°	২৪°	১২°	২৩°	১১°	২৬°	১২°

এমন প্রচার দেখেনি দিল্লি : কেজরিওয়াল ›› ১০

৬ মাঘ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 20 January 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 242

পাঞ্জিপাড়ার এনকাউন্টারে হত সাজ্জাকের প্রথম স্ত্রীকে জেরা

দ্বিতীয় বৌকেও খুনের হুমকি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে খুনের হুমকি দিয়েছিল সাজ্জাক। তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীকে খুন করার উদ্দেশ্যেই পুলিশকে গুলি করে চম্পট দিয়েছিল নিহত দুষ্কৃতী। সাজ্জাকের দ্বিতীয় স্ত্রীর চাঞ্চল্যকর বক্তব্যে উঠে আসল তার একাধিক অপরাধমূলক ঘটনার খবর। একেবারে উলটো প্রকৃতির নিহত সাজ্জাকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী আফরোজা খাতুনকে জেরা করছে সিআইডি।

এপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মা সাবাতুন খাতুন জানান, 'আমার মেয়ের সঙ্গে সাজ্জাকের বিয়ের পর তার এই সমস্ত অপরাধমূলক ঘটনা দেখে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য হুমকি দেয় মেয়ে। তারপরে একটি খুনের ঘটনায় জেলে চলে যায় সাজ্জাক। জেল থেকেই হুমকি দিয়েছিল জেল থেকে বেরিয়ে আমার মেয়েকে খুন করবে তাই আমরা সব সময় ভীতসন্তস্ত্র থাকতাম।' সাবাতুনের আরও অভিযোগ, 'যেদিন পুলিশকে গুলি করে সেই রাতে আমরা খবর পেয়ে গোয়ালপোখর থানায় আইসির দ্বারস্থ হই। আমরা ভেবেছিলাম, এবার আমাদের খুন করবে সাজ্জাক।' দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বাড়ি গোয়ালপোখর থানার খামারপোখর গ্রামে।

এপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় স্ত্রী মুসকান বেগমের বক্তব্য, 'আমার স্বামী একাধিক খুন, ডাকাতি ও পাচারকারীদের সঙ্গে যুক্ত। সেই বিষয়টি জানতে পেরেই আমি আমার স্বামীকে ডিভোর্সের কথা বলি। তার ঠিক কয়েকদিনের মাথায় এক ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।' তাঁর অভিযোগ, 'জেলে যাওয়ার পর জেলের ভেতর থেকে ফোন করে আমাকে হুমকি দিয়েছিল গুলি করে খুন করবে। এধরনের দুষ্কৃতী পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হওয়ার ঘটনায় আমি খুশি।' অন্যদিকে, সাজ্জাকের ভগ্নীপতির দাবি, 'পুলিশকে গুলি করে অপরাধ করেছে, তাই পুলিশ গুলি করে ঠিক করেছে বলে মনে করি।'

সাজ্জাকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী আফরোজা খাতুনকে একসময় মক্ষীরানি কেউ আবার ডাকাত রানি হিসেবে চিনত। রাস্তায় লিফট দেওয়ার নাম করে কোনও ব্যবসায়ীর মোটরবাইকে চড়ে কিছুদূর যাওয়ার পরেই তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে সর্বস্ব লুট করত। রবিবার বিকেলে সিআইডি দপ্তর থেকে অফিসাররা এসে প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তবে কি জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তা নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ সিআইডি দপ্তরের আধিকারিকরা।

২০১৯ সালে করণদিঘির পোল্ট্রি ব্যবসায়ীকে খুন করার ঘটনায় তার নাম উঠে আসে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কাছ থেকে একাধিক মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছিল জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পাশাপাশি দুই মহিলা সহ ডাকাত রানিকে গ্রেপ্তারও করেছিল পুলিশ। তবে ডাকাত রানিদের মূল পান্ডা ছিল মর্জিনা খাতুন। মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে একাধিক জায়গায় ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়েছে মর্জিনা।

কে এই মর্জিনা খাতুন? পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত সাজ্জাকের দিদির নাম মর্জিনা খাতুন। মর্জিনা খাতুনের বিরুদ্ধে উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ ভিনরাজ্যে ১৬টি খুনের অভিযোগ রয়েছে। প্রতিটি অপারেশনে সাজ্জাকের প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে যেত বলে গোয়েন্দা পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। কোথায় রয়েছে এখন মর্জিনা? তা এখন পুলিশের অজানা। দীর্ঘ দুবছর যাবৎ মর্জিনা গা ঢাকা দিয়েছে বিহারে। যদিও সাজ্জাকের প্রথম স্ত্রীর বক্তব্য, স্বামী ও পরিবারের সদস্যরা একাধিক ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সে ছিল না। স্বামীর সঙ্গে তার দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ কোনও যোগাযোগ নেই। যদিও তার এই সাফাই মানতে নারাজ গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা।

কোর্টে আগ্নেয়াস্ত্র জোগানে অভিযুক্ত হজরত ধৃত

অরুণ ঝা ও শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৯ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় নতুন মোড়। ইতিমধ্যে এনকাউন্টারে নিহত সাজ্জাককে আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান দিয়ে সহায়তা করায় উঠে এল আরেকটি নাম। পাঞ্জিপাড়া এলাকা বলদিয়াপোখর গ্রামের বাসিন্দা সেই দুষ্কৃতী শেখ হজরত এখন পুলিশি হেপাজতে। প্রিজন ভ্যান থেকে সাজ্জাকের পালানোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিল অবশ্য আবদুল হোসেনই। যে বাংলাদেশি নাগরিককে এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ।

ইতিমধ্যে একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে, যাতে আবদুলের সঙ্গে হজরতের যোগাযোগ স্পষ্ট। ওই ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, দাঁড় করানো একটি মোটরবাইকে বসে আছে হজরত। পাশে মুখ মাফলার দিয়ে ঢেকে, লাল জ্যাকেট গায়ে দাঁড়িয়ে আছে আবদুল। ফুটেজটি ইসলামপুর মহকুমা আদালত চত্বরের বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের ওপর হামলার দিনই দুষ্কৃতীদের বাইকের অস্তিত্ব তুলে ধরেছিল 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। হজরতের গ্রেপ্তারে তাতে সিলমোহর পড়ল।

পুলিশসূত্রে খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে অতীতে চুরি, ছিনতাই জাতীয় দুষ্কর্মের রেকর্ড আছে। সেই সূত্রে আবদুলের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল। শনিবারই হজরতকে ইসলামপুর আদালতে পেশ করেছিল পুলিশ। বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল। তিনি জানান, পুলিশের ধারণা, যে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে পুলিশকর্মীদের ওপর সাজ্জাক গুলি চালিয়েছিল, সেটি আদালত চত্বরে হজরতই তার হাতে তুলে দিয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তারের দিন ভোরেই শনিবার কিচকটোলা বাংলাদেশ সীমান্তে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে সাজ্জাকের মৃত্যু হয়। কিন্তু রবিবারও এই ঘটনায় আরেক অভিযুক্ত আবদুলের হদিস করতে পারেনি পুলিশ। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস শুধু জানিয়েছেন, 'তল্লাশি ও তদন্ত চলছে।' বাংলাদেশি হলেও কয়েক বছর আগে আবদুল গোয়ালপোখর এলাকার এক তরুণীকে বিয়ে করেছিল। নাগরিকত্বের নানা নথিও জোগাড় করে ফেলেছিল। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। ২০১৯ সালে সে বিদেশি নিয়ন্ত্রণ আইনে গ্রেপ্তার হয়। তিন বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল তখন। সেই সাজা খাটার পর তাকে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করেছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সে যে আবার ফিরে এসে দুষ্কর্ম শুরু করেছিল, পাঞ্জিপাড়ায় শুটআউটের পর তা স্পষ্ট হল।

নন্দুর পরিবারকে বয়কটের ডাক

বাবলা খুন কাণ্ডে বিহার থেকে ধৃত

অরিন্দম বাগ ও জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : বাবলা সরকারকে গুলি করে চম্পট দেওয়া দুষ্কৃতীদের মধ্যে পলাতক ছিল এক বাইকচালক। রবিবার অভিযান চালিয়ে বিহার থেকে ওই দুষ্কৃতীকে আটক করেছে পুলিশ। আটক তরুণের নাম মহম্মদ আসরার। বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কানহারিয়া মীনাপুরে। একইদিনে বাবলা সরকার খুনে ধৃত নন্দু ও তার পরিবারকে সামাজিক বয়কটের ডাক দেওয়া হল প্রয়াত তৃণমূল নেতার স্মরণসভায়।

পুলিশের আরও দাবি, খুনের দিন ঘটনাস্থলে আসার জন্য যে মোটরবাইক ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটি চালাচ্ছিল আসরার। ঘটনার দিন বাকিদের সঙ্গে সেও গুলি চালিয়েছিল বলেও ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে। সোমবার মালদায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে এক দুষ্কৃতীকে আটক করা হল। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সহযোগিতায় বিহার থেকে ওই দুষ্কৃতীকে ইংরেজবাজারে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলা পুলিশের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বাবলা খুনের ঘটনায় জড়িত চারজন দুষ্কৃতীর মধ্যে একজনকে বিহার থেকে আটক করা হয়েছে।

এদিকে রবিবার ইংরেজবাজারের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে সুকান্ত স্মৃতি সংঘের ময়দানে প্রয়াত তৃণমূল নেতার স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই ওঠে বাবলা সরকার খুনে ধৃত নন্দু ও তার পরিবারকে সামাজিক বয়কটের প্রসঙ্গ। ওই সভায় তৃণমূল কাউন্সিলার গৌতম দাস বলেন, 'যে ক্যাম্প অফিসে রাতের অন্ধকারে বাবলা সরকারের খুনের চক্রান্ত করা হয়েছে, তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। যিনি এই এলাকার মানুষকে প্রতিশোধ চরিতার্থ করতে ভাড়াটে খুনি দিয়ে দিবালোকে হত্যা করানো হয়েছে। যে এই চক্রান্তে যুক্ত তার প্রতি আমাদের একরাশ ঘৃণা। দিন যত বাড়ছে আমাদের ঘৃণা ততই বাড়ছে।' সভায় বাবলা সরকারকে স্মরণ করার পাশাপাশি এই খুন কাণ্ডের মূলচক্রীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি

পুলিশের জালে মহম্মদ আসরার। রবিবার। - সংবাদচিত্র

অভিভাবকহীন করেছেন তার পরিবারকে সামাজিক বয়কট করতে হবে। পুলিশি তদন্তে ও বিচার ব্যবস্থায় আমাদের আস্থা আছে।'

রবিবার সুকান্তপল্লি ক্লাব সংগঠনের ওই সভায় হাজির ছিলেন বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার, সুজাপুরের বিধায়ক আবদুল গনি সহ বাবলা সরকারের সহকর্মীরা। আর সেই সভায় কাউন্সিলার গৌতম দাসের সংযোজন, 'রাজনৈতিক উঠেছে।

উল্লেখ্য, খুন কাণ্ডের পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর জেলা সফরের আগে আরও এক দুষ্কৃতী ধরা পড়ায় কিছুটা স্বস্তি পুলিশমহলে। যদিও এই ঘটনায় আরও দুই অভিযুক্ত এখনও ফেরার। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কী প্রতিক্রিয়া থাকবে, আপাতত সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

প্রয়াগে মহাকুম্ভে অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে ছাই বেশ কিছু শিবির। রবিবার। - পিটিআই

এডিশন স্পেশাল

অবহেলায় পড়ে কন্যাশ্রী পার্ক

›› বিস্তারিত নয়ের পাতায়

কর্মীর জায়গা দখল উপপ্রধানের

›› বিস্তারিত চারের পাতায়

সুকদেবপুরে লাগাম পরেনি ফসল চুরিতে

›› বিস্তারিত তিনের পাতায়

পিছিয়েই থাকা নাকি উন্নয়ন ?

কোন পথে হবে উত্তরের উত্তরণ

বলবেন আপনারাই

লিখব আমরা

আপনাদের মনের কথা

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সইফকে আঘাতে ধৃত 'বাংলাদেশি'

সইফ আলি খানকে ছুরিকাঘাতে অভিযুক্ত মহম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদকে বাংলাদেশের নাগরিক বলছে পুলিশ। শেহজাদের আইনজীবীর দাবি, সে বাংলাদেশি নয়। অনেক রাজ্যেই বাংলাদেশিদের উপস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি উঠছে প্রশ্ন। সমস্যায় পড়ছেন পশ্চিমবঙ্গের অনেকে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা তুলে ধরল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

অনুপ্রবেশ বিতর্ক

মহারাষ্ট্র

- থানের কাভেসারে লেবার ক্যাম্প থেকে গ্রেপ্তার করা হয় শেহজাদকে। বিজেপি নেতা কিরিত সোমাইয়া সেই ক্যাম্প ঘুরে এসে দাবি করেছেন, সেখানে নয়জন বাংলাদেশি নিজেদের মালদার বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন
- ৩৮ বছর ধরে ভুয়ো পরিচয়পত্র দেখিয়ে বসবাসের অভিযোগে মুম্বইয়ে এক বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

কেরল

- জানুয়ারিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের আস্তানা হিসেবে পরিচিত কেরলের পেরুম্বাভুরে এক বাংলাদেশি মহিলাকে চিহ্নিত করে আটক করে পুলিশ

বাংলাদেশি বলে হেনস্তা

- হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গীতা উৎসবে এক কাশ্মীরি ফেরিওয়ালাকে 'বাংলাদেশি' বলে হেনস্তা করে গেরুয়া ধ্বজাধারীরা
- নয়াদিল্লির রাস্তায় কয়েকজন নিরস্ত্র মানুষকে বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে তাঁদের ওপর লাঠি হাতে চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী
- বাংলাদেশি সন্দেহে পুনেতে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা তিনজনকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে শিবসেনার বিরুদ্ধে
- গাজিয়াবাদে গুলধর রেলস্টেশনের পাশে বস্তিতে বাংলাদেশি সন্দেহে কয়েকজনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়

নয়াদিল্লি

- নয়াদিল্লির উত্তমনগরে পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় জানুয়ারিতে

তামিলনাড়ু

- তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর থেকে অনুপ্রবেশের দায়ে ৩১ জন বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

ওড়িশা

- সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় পাকড়াও ৭৮ জন বাংলাদেশি জেলে

উত্তরপ্রদেশ

- উত্তরপ্রদেশের বরেলি থেকে ১২ জন বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

কর্ণাটক

- কর্ণাটকে ১১৫ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আটক

পশ্চিমবঙ্গ

- পশ্চিমবঙ্গে সোনারপুরে পাঁচ
- বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার

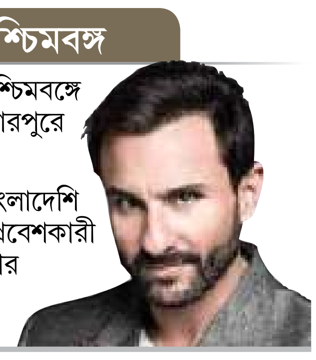

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি : সইফ আলি খানের ওপর হামলাকারী তরুণ আদতে বাংলাদেশের নাগরিক! নাম মহম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ। ৫-৬ মাস আগে বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকে ছিল সে। ধৃতের কাছ থেকে কোনও ভারতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। রবিবার এই কথা জানিয়েছেন মুম্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার গেদম দীক্ষিত। তিনি বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত ধৃত মহম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ (৩০) বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছে। ওর কাছে কোনও ভারতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। আমাদের মনে হচ্ছে, শেহজাদ বাংলাদেশের নাগরিক। বুধবার রাতে সম্ভবত চুরির উদ্দেশ্যেই সে সইফ আলি খানের ফ্ল্যাটে ঢুকে ছিল। বাধা পেয়ে সইফের ওপর হামলা চালায়।' খুনের চেষ্টা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে ভারতীয় পাসপোর্ট আইনের আওতায় মামলা দায়ের হয়েছে।

এদিন বান্দ্রা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তার ৫ দিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেন। শেহজাদের আইনজীবী সন্দীপ সেখানে যদিও মক্কেলের বাংলাদেশ যোগের কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সপরিবার মুম্বইয়েই রয়েছেন শেহজাদ। তিনি যে বাংলাদেশের নাগরিক, এমন কোনও প্রমাণ নেই। শেহজাদের অপর আইনজীবী দীনেশ প্রজাপতির বক্তব্য, 'আমার মক্কেলের কাছে কিছুই পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশি প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্য আদালতে পেশ করতে পারেনি পুলিশ।' পরস্পর বিরোধী দাবির ফলে ধৃতের নাগরিকত্ব নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

ডেপুটি কমিশনার দীক্ষিত জানিয়েছেন, ধৃতের কাছ থেকে একটি ধারালো অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এমন কিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে যা দেখে তার বাংলাদেশ যোগের জোরাল ইঙ্গিত মিলেছে। পুলিশ কর্তা জানান, ভারতে ঢোকার পর একাধিকবার নাম বদলেছে শেহজাদ। কখনও বিজয় রায়, কখনও ভিজয়, আবার কখনও মহম্মদ সাজ্জাদ বলে পরিচয় দিয়েছে। কাজ করত একটি হাউস কিপিং সংস্থায়।

শেহজাদকে গ্রেপ্তার করা দলের সদস্য এক পুলিশকর্মী জানিয়েছেন, রবিবার সকালে থানের হিরানন্দানি এস্টেট এলাকায় মেট্রো রেলের শ্রমিক বসতির কাছে অভিযুক্তকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা হয়েছে। একটি ঝোপের আড়ালে শুকনো ঘাসের ওপর অঘোরে ঘুমাচ্ছিল শেহজাদ। মুম্বই পুলিশের একটি সূত্র আবার দাবি করেছে, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি সংলগ্ন কোনও সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে ছিল বলে জেরায় স্বীকার করেছে শেহজাদ। কলকাতাতেও কিছুদিন কাটিয়েছে সে। বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ বান্দ্রায় সৎগুরু শরণ সিং অ্যাপার্টমেন্টের *এরপর আটের পাতায়*

'ভালো হিন্দু হোন, অস্ত্র রাখুন'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানানোর আগে কট্টর হিন্দু বানাতে হবে। আর ধর্মরক্ষায় বাড়িতে রাখতে হবে ধারালো অস্ত্র! হুগলির কুন্তীঘাটে রাম মন্দির উদ্বোধনে গিয়ে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির হিন্দুত্বের অস্ত্রে শান দিতে এমনই মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

'২৬-এর ভোটে বাংলায় মেরুকরণই অস্ত্র বিজেপির। রাম মন্দিরের বর্ষপূর্তিকে ঘিরে বাংলাতেও এই নিয়ে হাওয়া তুলতে চাইছে বিজেপি। বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এরাজ্যে হিন্দু ঐক্য তৈরিতে নেমে পড়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদাররা। রবিবার হুগলির কুন্তীঘাটে রাম মন্দিরের উদ্বোধনে গিয়ে সুকান্ত বলেন, 'ধর্মরক্ষা করতে না পারলে ডাক্তার, ব্যারিস্টার হয়ে কোনও লাভ নেই। উদ্বাস্তু হয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে। তাই ধর্মরক্ষায় একজোট হতে হবে। এলাকায় যেখানে সম্ভব ছোট হলেও রাম মন্দির, বজরঙ্গবলীর মন্দির বানান।' সুকান্ত বলেন, 'ছেলেদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যা বানানোর তা বানান। কিন্তু তার আগে হিন্দু বানান। আর বাড়িতে একটা ধারালো অস্ত্র রাখুন।'

তাঁর কথায় বিতর্ক তৈরি হবে বুঝে অস্ত্র রাখার ব্যাপারে সাফাই দিয়েছেন সুকান্ত। তিনি বলেন, 'আমরা কাউকে আক্রমণের কথা বলছি না। কিন্তু আত্মরক্ষা করার

সুকান্তর পরামর্শ

অধিকার সকলের আছে। তাই বাড়িতে অস্ত্র রাখতে অসুবিধে কোথায়?' যদিও সুকান্তর এই সাফাইয়ের পরেও সমালোচনা করতে ছাড়েনি তৃণমূল। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সন্ত্রাসবাদীরা যে ভাষায় কথা বলে, ভারত সরকারের একজন মন্ত্রী সেই ভাষায় কথা বলছেন। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নয়। একজনকে আগে ভারতীয় বানান, মানুষ বানান। যাতে সে দেশকে নিয়ে গর্ব করে।' সিপিএমের কলকাতা জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার বলেন, 'রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে খতম করার জন্য রাজ্যে তৃণমূল আর কেন্দ্রে মোদি সরকারের ভূমিকা একই। তাই নতুন প্রজন্মকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে ওরা হিন্দুত্বের পাঠ দিতে চান। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে ওঁর এই মন্তব্যের জন্য হিংসায় উসকানি দেওয়া ও রাজ্যে অশান্তি তৈরির অভিযোগে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।'

www.tigps.in
TECHNO INDIA GROUP
PUBLIC SCHOOL
A Satyam Roychowdhury Initiative
40 YEARS OF CULTIVATING MINDS
ADMISSION NOTICE 2025-2026
*At Select Schools
• Sprawling Green Campuses
• Safe & Hygienic School Infrastructure
• Remedial Class Support
• Superior Academics as per NEP 2020 Guidelines
• Hostel & Day Boarding Facilities*
Art & Craft
Music
Yoga
Taekwondo
Karate
Robotics Lab
Global Classroom
Nature Club
Literary Club
Photography Club
Adventure Sports Club
International Language Classes*
International Students Exchange
+91 70293 81692
40 Years of Legacy
World-class Education
CBSE Curriculum
TIG PUBLIC SCHOOLS:
ALIPURDUAR 9564172473 | BOLPUR 9830050303 / 7029194976
COOCH BEHAR 7063787447 | DURGAPUR 7029274898 / 7029275770
FALAKATA 8250520716 / 7365801010 | GANGARAMPUR (Dakshin Dinajpur) 9144400108 | HOOGHLY 9903504753
JALPAIGURI 9635731184 | KANCHRAPARA 8013191616
KOLAGHAT 7047839368 | KRISHNANAGAR 8373052382
MIDNAPORE 7029997007 / 7029149567 | NABADWIP 8101786779
RAIGANJ 9083277096 / 98 | RANIGANJ 9647937367 / 9933138264
SILIGURI 8597285542 | SODEPUR 8961331559 / 7687942227
TIG WORLD SCHOOLS:
SILIGURI 9733018000 | MALDA 8967826765
Franchise / JV Enquiry
solicited for unrepresented areas
(Existing schools may also apply)
Scan here to apply

আজ মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী

মুর্শিদাবাদ, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাল দুপুর ১টা নাগাদ লালবাগের নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনের মাঠে প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মমতা। পাশাপাশি আরও ১৫০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি।

প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নির্মিত আরও একাধিক রাস্তার উদ্বোধন করবেন তিনি। প্রায় ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষ্ণনগর থেকে দেবীপুর হয়ে জলঙ্গি পর্যন্ত নির্মিত একটি রাস্তার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও প্রায় ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে

৫০০ কোটির প্রকল্প উদ্বোধন

বহরমপুর থেকে হরিহরপাড়া-আমতলা রাজ্য সড়কেরও উদ্বোধন করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দারা বেশ কয়েকটি জলপ্রকল্পও পেতে চলেছেন বলে খবর। প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জেলার কয়েকটি ব্লকে জলপ্রকল্প এবং পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া সহ বিভিন্ন কৃষি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে কান্দি মহকুমা হাসপাতাল এবং সামশেরগঞ্জের অনুপনগর ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে দুটি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট কোভিড হাসপাতালের কাজের শিলান্যাস করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। মমতার সফরের আগে মাঠ পরিদর্শন করছেন আধিকারিকরা। কড়া নিরাপত্তার চাদরে মোড়া হয়েছে লালবাগকে।

সোমবার রাতেই মালদার উদ্দেশে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর শুরু হওয়ার কথা ছিল আলিপুরদুয়ার থেকে। হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদলে মালদা থেকে সফর শুরু করছেন তিনি। আচমকা এই পরিবর্তনে ঘুম উড়েছে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের।

আপাতত বিশ্রামে...। *রবিবার মালদার ভাটরা বিলে স্বরূপ সাহার ক্যামেরায়।*

শ্যালিকাকে উত্ত্যক্ত করায় শিক্ষককে মার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : স্কুলের ভেতরে ঢুকে শিক্ষককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে এলাকার প্রভাবশালী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার পাঁচভায়া লাগোয়া শরীরাবাদ মোহনা এলাকায়। আক্রান্তের বিরুদ্ধে ধৃতের স্ত্রীর অভিযোগে ফোনে তার বোনকে উত্ত্যক্ত করতেন ওই শিক্ষক।

পুলিশ জানিয়েছে, রায়গঞ্জে ভাটোল ফাঁড়ির পাঁচভায়া গ্রামে মুলাইচণ্ডী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত গোবিন্দ বালো। শনিবার ক্লাস চলাকালীন আচমকাই স্কুলের ভেতরে ঢুকে সহকারী শিক্ষককে বেধড়ক মারধর করে মুখ, চোখ ফাটিয়ে দেয় আনিকুল হক। এই ঘটনায় স্কুলের অভিভাবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্ত প্রভাবশালীকে আটকে রাখে। খবর যায় ভাটোল ফাঁড়িতে। পুলিশ অভিযুক্ত প্রভাবশালী আনিকুল হককে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে আসে।

রক্তাক্ত গুরুতর জখম শিক্ষককে মহারাজা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। যদিও শিক্ষকের বক্তব্য, 'কি কারণে আমাকে মারধর করল তা বুঝে উঠতে পারছি না।' অপরদিকে ধৃতের স্ত্রীর অভিযোগ, 'আমার বোনের বয়স ১৯ বছর। বোনকে ফোন করে বিরক্ত করত ওই শিক্ষক। রাস্তাঘাটে গেলে কুনজরে দেখত ও কু-প্রস্তাব দিত।

> আমার বোনকে ফোন করে বিরক্ত করত ওই শিক্ষক। রাস্তাঘাটে গেলে কুনজরে দেখত ও কু-প্রস্তাব দিত। প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ভয় দেখাত।
>
> **ধৃতের স্ত্রী**

প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ভয় দেখাত। চলতি মাসের ১৭ তারিখে ফোনে বোনকে নোংরা মন্তব্য করে, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে।'

ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন অর্থাৎ রবিবার দুপুরে ধৃতকে রায়গঞ্জ সিজেএম আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'অভিযোগ ও পালটা অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ।'

ফাঁকা বাড়িতে চুরি মানিকচকে

মানিকচক, ১৯ জানুয়ারি : মানিকচকে ফের চুরির ঘটনা ঘটল। আবারও বাড়িতে লোক না থাকার সুযোগে তালা ভেঙে সর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। এবার চুরির ঘটনা ঘটল মানিকচকের কামালপুর এলাকায়। শনিবার রাতে রাজ্য সড়ক লাগোয়া একটি বাড়িতে। ওই এলাকায় রয়েছে পেট্রোল পাম্প, সোনার গয়নার দোকান, পরপর তিনটি মোটরবাইকের শোরুম। এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকায় নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ এড়িয়ে কীভাবে চুরির কাণ্ড ঘটল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। মানিকচকজুড়ে একের পর এক চুরির ঘটনায় বাড়ছে আতঙ্ক।

মানিকচকের কামালপুরের বঙ্কিম মণ্ডল বর্তমানে কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে রয়েছেন। ঘটনার দিন রাতে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রী চুমকি মণ্ডল সহ পরিবারের অন্যান্যরা আত্মীয়ের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে চোরেরা বাড়ির মূল দরজার তালা ভেঙে ঘরের সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড করে নগদ টাকা, অলংকার সহ বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে এসে চুরির বিষয়টি বুঝতে পারেন। তাঁদের দাবি, সোনা ও রুপো মিলিয়ে প্রায় দশ ভরি গয়না, নগদ দুই হাজার টাকা ও কিছু বাসন গায়েব হয়ে গিয়েছে।

সুব্রত বক্সীর সই জাল করে নিয়োগে গ্রেপ্তার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সই জাল করে নিয়োগপত্র দেওয়ার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সইফুর রহমান (৫০)। বাড়ি কর্ণজোড়ার ফাঁড়ির অন্তর্গত কোকরা গ্রামে। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশসূত্রে খবর, সাংগঠনিক পদে রদবদল না হলেও হেমতাবাদ এবং রায়গঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের একটি ভুয়ো নিয়োগপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে (ভাইরাল হওয়া নিয়োগপত্রের সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ হয় জেলা তৃণমূল। দু'টি অভিযোগও দায়ের হয়েছে। একটি ইসলামপুরে এবং অপরটি হেমতাবাদ থানায়।

> নিয়োগপত্রটি ভুয়ো। আমরা ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। এর পিছনে যারাই থাকুক, তাদের খুঁজে বের করে পুলিশ ব্যবস্থা নিক।
>
> **কানাইয়ালাল আগরওয়াল**
> জেলা তৃণমূল সভাপতি

সূত্রের খবর, ওই ভুয়ো নিয়োগপত্রে উল্লেখ রয়েছে রায়গঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের সভাপতি হয়েছেন উত্তম চট্টোপাধ্যায় এবং হেমতাবাদ ব্লকের সভাপতি হয়েছেন প্রফুল্লচন্দ্র বর্মন। সেই নিয়োগপত্রে সইতে রয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি সুব্রত বক্সীর নাম।

বিষয়টি লিখিতভাবে হেমতাবাদ থানায় জানিয়েছেন তিনি। হেমতাবাদ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি আশরাফুল বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া নিয়োগপত্রটি নকল। কেউ ষড়যন্ত্র করে কর্মীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।' হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কোথা থেকে ভুয়ো নিয়োগপত্রটি ভাইরাল হল তা জানার চেষ্টা চলছে।'

বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং সীমান্তে

সুকদেবপুরে লাগাম পরেনি ফসল, পাম্প চুরিতে

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৯ জানুয়ারি : ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত। তবুও ছবিটা বদলায়নি। রবিবার সকালেও বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে ফসল কেটে নিয়ে গিয়েছে। পাম্প মেশিন চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। উত্তপ্ত সুকদেবপুর নিয়ে বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে চলছে ফ্ল্যাগ মিটিং। সেই মিটিংয়ের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন বৈষ্ণবনগর সীমান্তের বাসিন্দারা।

এদিন বৈষ্ণবনগরে সুকদেবপুর শব্দলপুর সীমান্তে গিয়ে দেখা গেল, নিত্যবাজার বসেছে। কেনাবেচাও করছে এলাকার মানুষ। চায়ের দোকানে জটলা চলছিল। তাঁদের আলোচনার বিষয় হাসিনা ও ইউনূস সরকার। চা খাচ্ছিলেন সুরেশ মণ্ডল, পাঁচু মণ্ডল, অজয় মণ্ডলরা। অজয়বাবুর কথায়, 'মহবতপুর থেকে দৌলতপুর পর্যন্ত সীমান্তে কোনও জনবসতি নাই। জিরো পয়েন্টে অনেকের জমি রয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলিয়ে জীবন-জীবিকা চালায়। কিন্তু বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা বিজিবির মদতে ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে।'

সীমান্তে কাঁটাতারহীন এলাকা। - সংবাদচিত্র

কাঁটাতার নিয়ে সুরেশ মণ্ডলের মত, 'মরাগঙ্গার উপর ও ওপারে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে সীমান্তে জিরো পয়েন্টে ১৫০ গজের মধ্যে কোনও দেশে কোনও নির্মাণ করতে পারবে না। কিন্তু বিএসএফ ৫০ গজের মধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া বারবার দিচ্ছিল বলেই অশান্ত হচ্ছে এবার।'

বিএসএফ-এর একটি সূত্র জানাচ্ছে, যেসব এলাকায় বেড়া দেওয়া নিয়ে সমস্যা ছিল সেসব নিয়ে হাসিনা সরকারের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এখনকার বাংলাদেশ সরকার।

স্বামীকে বাঁচিয়ে হাঁসুয়ার কোপে মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ, ১৯ জানুয়ারি : পানীয় জলের পাইপলাইন অন্য এক ব্যক্তির বাড়ির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা নিয়ে শুরু হয় বিবাদ। আর তার জেরে খুন হতে হল এক মহিলাকে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাইশপল্লি-ঘোষপাড়ায়। মৃতার নাম সীতা জমাদার (৩৫)। তিনি বেলডাঙা পুরসভার অস্থায়ী কর্মী ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, বছর তিনেক আগে জয়া ঘোষ নামে এক ব্যক্তি বাইশপল্লি-ঘোষপাড়ায় একটি সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে দখল করে বাড়ি করেন। জয়া গায়ের জোরে কমিউনিটি টয়লেটটি দখল করে নিকাশিনালার উপর বাড়ি করেন। প্রতিবেশী বুবাই ঘোষ এবং বরুণ ঘোষের বাড়ি থেকে নিকাশির জল বের হওয়ার পথ একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। রবিবার পুরসভার একটি ট্যাপকল থেকে জয়া রবারের পাইপ ব্যবহার করে নিজের বাড়িতে জল নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় নতুন করে বিবাদ শুরু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এরপরে একপক্ষ সীতা ঘোষ জমাদার ও অন্যরা দুই ভাইকে থামাতে যায়। অভিযোগ, সেই সময়ে কয়েকজন জয়ার স্ত্রী সীতাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকেন। মাকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন মেয়ে রুপালি। বর্তমানে তিনি মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। রক্তাক্ত অবস্থায় সীতাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পাওয়ার পর বেলডাঙা থানার পুলিশ বরুণ ও বুবাইকে আটক করেছে।

বাইকচালককে পিষে দিল লরি

গাজোল, ১৯ জানুয়ারি : একটি পণ্যবাহী গাড়ির ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকচালক ছিটকে পড়েন রাস্তায়। পিছনদিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি লরি তাঁকে পিষে দেয়। মৃতের নাম মনোজকুমার দাস। বাড়ি মালদা শহরের দক্ষিণ সর্বমঙ্গলাপল্লিতে। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘাকশোলে। মৃতপ্রায় অবস্থায় বাইকচালককে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিকেলে। চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অটোচালকেরা ধাওয়া করে ঘাতক ট্রাক ও ছোট গাড়িটিকে আটক করেন। ঘটনায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি সরিয়ে নেওয়ার পর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বালুরঘাট জেলা গার্লস হাইস্কুলের শতবর্ষ পূর্তিতে প্রভাতফেরি। রবিবার। - মাজিদুর সরদার

খড়ের গাদায় আগুন, ঘর ভাঙার অভিযোগ

কর্মীর জায়গা দখল উপপ্রধানের

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ১৯ জানুয়ারি : দলের কর্মীর জায়গা দখল করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল উপপ্রধানের বিরুদ্ধে। ওই তৃণমূল কর্মীর খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে, টিনের ঘর ভেঙে, গাছ কেটে, জায়গা দখলের অভিযোগ। বাড়ির মালিক নিজেই নিজের খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে কবরস্থান দখলের চেষ্টা করছে বলে পালটা অভিযোগ উপপ্রধানের। রবিবার সকাল নটায় ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল হরিরামপুর ব্লকের গৌরদিঘির পূর্বপাড়ে এসএসকে স্কুলের কাছে।

হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার জানান, 'ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকলেও কোনও পক্ষই অভিযোগ করেনি। তাই পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করেছে।'

বৈরহাট্টা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনসার আলি ঘটনার সময় উপস্থিত না থাকলেও বাড়ি পুড়িয়ে ঘর ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বলে জানিয়েছেন গৃহকর্তা মতিয়ার রহমান। মতিয়ার রহমানের বক্তব্য, 'যে জায়গা নিয়ে মতবিরোধ সেটা উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। আজ সকাল ন'টা নাগাদ পরিকল্পনা করে ১৪ থেকে ১৫ জন আনসার আলির অনুগামী লাঠি, বর্শা, কোদাল, শাবল নিয়ে আমার বাড়িতে চড়াও হয়। সেই সময় দুই ছেলে, স্ত্রী, নাতি-নাতনিদের নিয়ে বাড়িতে ছিলাম। কিছু বোঝার আগেই খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে, টিন দিয়ে ঘেরা একটি ঘর ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা।'

তিনি আরও জানান, 'খড়ের গাদার পাশে শোয়ার ঘর থাকায় আমি জীবন বাঁচাতে থানায় এবং দমকলে ফোন করি। ততক্ষণে তাণ্ডব চালিয়ে কেটে পড়ে দুষ্কৃতীরা। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।'

আগুন নেভানোর চেষ্টা দমকল বাহিনীর। রবিবার হরিরামপুরে। - সংবাদচিত্র

> মতবিরোধের বিষয়টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। আজ সকাল ন'টা নাগাদ আনসার আলির ১৪ থেকে ১৫ জন অনুগামী লাঠি, বর্শা, কোদাল, শাবল নিয়ে আমার বাড়িতে চড়াও হয়। কিছু বোঝার আগেই খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে, টিন দিয়ে ঘেরা একটি ঘর ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা।
>
> **মতিয়ার রহমান, গৃহকর্তা**

আগুন লাগানোর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'একটি খাস জমিতে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে পরিবার নিয়ে বসবাস করি। সেই জায়গা জবরদখল করতে চাইছেন উপপ্রধান ও তার দলবল। বিষয়টি জানার পরে ঘটনাস্থলে হরিরামপুর থানার পুলিশ এলেও আমি প্রাণহানির আশঙ্কা করছি। বিষয়টি আমি দলের নেতাদেরও জানাব।'

এদিকে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সাফাই দিয়ে উপপ্রধান আনসার আলি বলেন, 'আজ সকালে মতিয়ার রহমান নিজেই খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়েছে। সেটার প্রত্যক্ষদর্শী দিঘিপাড়ের বাসিন্দা মধু হেমব্রম সহ বেশ কয়েকজন। গ্রামের মানুষের সঙ্গে না পেরে নিজের খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে কবরস্থানের জায়গা জবরদখল করতে চাইছে মতিয়ার।'

হরিরামপুর ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি মনজিত দাস জানান, 'আইন আইনের পথে চলবে। দলীয় পর্যায়েও আলোচনা করা হবে। তবে এমন ঘটনা অনভিপ্রেত।'

দুই রুটে নিগমের গাড়ি বাতিলে বিতর্ক

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার রায়গঞ্জ ডিপোর রবিবার সকালে হিলি ও বালুরঘাটগামী দুটি গাড়ি বাতিল হওয়ায় বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ডিপোর একাংশ কর্মীর অভিযোগ, এদিন সকালে বেশ কিছু কর্মী পিকনিকে চলে যাওয়ায় কর্মীর অভাবে দুটি গাড়ি ছাড়েনি। যদিও দপ্তরের ডিভিশনাল আধিকারিক সুমিতকুমার ভৌমিক এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, আজ ছুটির দিন, সেভাবে যাত্রী নেই। তাই গাড়িগুলি মেনটেন্যান্সের জন্য আজ যায়নি।

এবিষয়ে রায়গঞ্জ ডিপোতে কর্মরত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী জানান, এদিন ৩০ থেকে ৩৫ জন কর্মী দুটি বাস নিয়ে পিকনিক

রায়গঞ্জ ডিপো

করতে গেছেন। এর মধ্যে ড্রাইভার, কনডাক্টর, মেকানিক ও অফিস স্টাফ আছেন। রানিং স্টাফ না থাকায় গাড়ি দুটি বাতিল করা হয়েছে। তবে রবিবারের জন্যে আজ সেভাবে যাত্রীদের ভিড় হয়নি। কর্মীরা পিকনিক করতে যাচ্ছেন এমন একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতে দেখা যায়। যদিও দপ্তরের আইএনটিটিইউসি নেতা প্রণব বসাকের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম পাল বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। যদিও গাড়ি বাতিল হওয়ায় তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

সংস্থার ডিভিশনাল ম্যানেজার সুমিতকুমার ভৌমিক জানান, 'এমন কোনও ব্যাপার নেই। ছুটির দিনে আমরা গাড়ি বাতিল রাখি গাড়ি মেনটেন্যান্সের জন্যে। তার জন্যে যাত্রী পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়ে না।'

গঙ্গারামপুরে ধিক্কার মিছিল

গঙ্গারামপুর, ১৯ জানুয়ারি : মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতি মহিলার দেহে মেয়াদ উত্তীর্ণ জাল ওষুধ ও বিষ স্যালাইন প্রদান করার ফলে মহিলার মৃত্যুর ঘটনার বিরুদ্ধে, আরজি কর কাণ্ডে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং তৃণমূল-বিজেপির সেটিং এর প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুর শহরে সিপিআইএমের ছাত্র-যুবক ও মহিলা সংগঠনের তরফে একটি বিক্ষোভ মিছিল ও পথ অবরোধ সংগঠিত হল।

উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের মহিলা সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদিকা সমাপ্তি পণ্ডিত, লোকাল সম্পাদিকা আশা হালদার, যুব সম্পাদক সনাতন বর্মন, সভাপতি অভিজিৎ পাল, ছাত্র সংগঠনের লোকাল সম্পাদক সৈকত সরকার, সভাপতি মধুসূদন সরকার প্রমুখ।

সচেতনতা শিবির

সামসী, ১৯ জানুয়ারি : চাঁচল মহকুমা আইনি পরিষেবা কমিটির উদ্যোগে রবিবার গোবিন্দপাড়া হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল এক আইনি সচেতনতা ও সহায়তা শিবির। অর্থের অভাবে সমাজের যে'সকল মানুষ আইনি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা করা হবে এমনটাই জানালেন চাঁচল মহকুমা আইনি পরিষেবা কমিটি।

এদিনের আইনি সচেতনতা ও সহায়তা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজ সুরজিৎ দে, সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন সুদীপ্ত সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গোবিন্দপাড়া হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রামরঞ্জন সরকার।

পুলিশের ভূমিকায় খুশি দুই আহতের পরিবার

পাঞ্জিপাড়া শুটআউট

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : দাদাকে নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ থাকলেও সাজ্জাকের মৃত্যুতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট আহত এএসআই নীলকান্ত রায়ের ভাই কমলকান্ত। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসারত অবস্থায় রয়েছেন কালিয়াগঞ্জের দুই বাসিন্দা তথা সাব-ইনস্পেকটর নীলকান্ত রায় এবং কনস্টেবল দেবেন বৈশ্য। গত বুধবার রায়গঞ্জের পথে পুলিশের গাড়িতে আসার সময় পাঞ্জিপাড়া এলাকায় সাজ্জাক আলমের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন পুলিশে কর্তব্যরত কালিয়াগঞ্জের দুই বাসিন্দা।

নীলকান্ত রায়ের বাড়ি অনন্তপুর অঞ্চলের জরং এলাকায় এবং দেবেন বৈশ্য দাশিয়া এলাকার বাসিন্দা। কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায় তৃণমূলে থাকাকালীন দেবেন বৈশ্য বেশ কিছুদিন বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কাজ করেছিলেন।

কমলকান্তকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার দাদা নীলকান্ত রায় এবং দেবেন বৈশ্যকে গুলি করে পালিয়ে যাওয়া খুনের আসামি সাজ্জাক আলম শনিবার ভোরে পুলিশের গুলির লড়াইয়ে মারা গিয়েছে। এই ঘটনায় আপনারা পরিবারগতভাবে খুশি তো? নীলকান্ত রায়ের ভাই উদ্বেগের সুরে জানালেন, 'দাদা এখন শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। আমরা পুলিশের ভূমিকায় খুবই খুশি।'

দেবেন বৈশ্যের পরিবারে স্ত্রী ও অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া এক মেয়ে রয়েছে। প্রত্যেকে পরিবারের মাথা দেবেনের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত। দেবেনের ভাই প্রবীরের কথায়, 'দাদা এখনও শিলিগুড়িতে একটি নার্সিংহোমে আইসিইউতে ভর্তি আছেন। খুব চিন্তায় আছি।'

> বুধবারের পর থেকেই নীলকান্ত এবং দেবেনের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরাও বেশ চিন্তিত। নীলকান্ত আরেকটু সুস্থ হলে তবেই ওর শরীর থেকে গুলি বের করা হবে বলে শুনেছি। ওরা দু'জনই একই নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন। আমরা ওদের পরিবারের পাশে আছি।
>
> **উত্তম সরকার,** বাসিন্দা

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানালেন, 'এখনও পর্যন্ত নীলকান্ত রায় এবং দেবেন বৈশ্যের বাড়ির সামনে পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়নি। নির্দেশ আসলে অবশ্যই তা পালন করা হবে।'

বন্ধ ঘরে গৃহবধূর অর্ধনগ্ন ঝুলন্ত দেহ

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : ভরসন্ধ্যায় গৃহবধূর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বালুরঘাট শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তমাশা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ অন্য পুলিশকর্মীরা। এদিকে, ঘটনার পর থেকে ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত ছিল স্বামী সন্দীপন মহন্ত। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে রবিবার তা ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি কীভাবে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। এনিয়ে লিখিত অভিযোগ হলে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে।'

মৃতা গৃহবধূর নাম সোমা দাস (২৬)। ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ি হিলিতে। প্রায় ১১ বছর আগে তপনের করদহ এলাকার সন্দীপের সঙ্গে বিয়ে হয়। প্রেম করেই বিয়ে করেন তাঁরা। এদিকে বিয়ের পর থেকেই তাঁরা বালুরঘাটে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। বর্তমানে তাঁরা উত্তমাশা এলাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। স্বামী পেশায় টোটোচালক।

অভিযোগ, প্রেম করে বিয়ে করার পর থেকে তাদের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। পণের জন্য স্ত্রীর উপর লাগাতার অত্যাচার চালাত স্বামী। টাকা না নিয়ে আসতে পারলেই অত্যাচার দ্বিগুণ হত। গতকালও মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালায় স্বামী। গৃহবধূর পরিবারের দাবি, খুন অথবা আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে সোমাকে। যদিও এইসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্বামী সন্দীপন মহন্ত। এদিকে, গৃহবধূর পরনে প্রায় কাপড় না থাকার বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

যদিও অভিযুক্ত সন্দীপন মহন্তের যুক্তি, 'গতকাল দেরি করে বাড়ি আসার কারণে আমার সঙ্গে বচসা হয়। আমি আটকাতে গেলে ওর পরনের নাইটি ছিঁড়ে যায়। আমিও তারপর কাজে বেরিয়ে যাই। পরে এসে দেখি মূল দরজা বন্ধ। ভেতরে স্ত্রীর দেহ ঝুলছে। তাকে অত্যাচার করার কোনও ঘটনা ঘটেনি।'

দুটি পৃথক ঘটনায় মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১৯ জানুয়ারি : দুটি পৃথক ঘটনায় মৃত্যু হল এক নাবালিকা ও এক গৃহবধূর। মৃতরা হল জেমি ইয়াসমিন (১৩) ও সুরুজ সোরেন (২০)। বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার টোলাহার ও রামকৃষ্ণপুর গ্রামে।

নাবালিকা জেমির বাবা-মা পরিযায়ী। জেমি টোলাহারের দাদুর বাড়িতে থাকত। পরিবারের দাবি, শনিবার বিকেলে বাড়িতে কেউ ছিল না। এই সুযোগে নাবালিকা গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ বাদে নাতনির ঝুলন্ত দেহ দেখেন দাদু। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় ঘটনায় মৃত একজন গৃহবধূ, নাম সুরুজ সোরেন। পাঁচ বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর দেড় বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে। কয়েক মাস ধরে রামকৃষ্ণপুরে বাপের বাড়ি আসেন। পরিবারের দাবি, ঘরে কেউ না থাকায় সুরুজ বিষপান করেন। বিষয়টি নজরে আসতে পরিবারের লোকজন তাঁকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। গতকল রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ দুটি দেহ উদ্ধার করে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের পর ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জৈব সার তৈরি শুরু

কুমারগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জ ব্লকের ধাদলপাড়ায় রবিবার থেকে শুরু হল জৈব সার তৈরির কাজ। জৈব সার তৈরির জন্য এসডব্লিউএম ইউনিট ২৩টি গ্রাম সংসদ এবং ছটি বাজার থেকে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করে সার তৈরি করবে। বর্তমানে দশটি ই কার্ট গাড়ি এবং ২০ জন কর্মী এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন। প্রকল্পের জন্য রামকৃষ্ণপুর পঞ্চায়েত তিন বছরের জন্য মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সঙ্গে চুক্তি করেছে। এসডব্লিউএম ইউনিটের কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান। বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'পরিবেশ সুরক্ষায় এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জৈব সার উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয় আংশিকভাবে পূরণ সম্ভব হবে। আগামীতে মডেল পঞ্চায়েত এবং মডেল ব্লক গড়াই আমাদের লক্ষ্য।'

তরুণীর সঙ্গে অভব্য আচরণে ধৃত

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : এক তরুণী গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে রাস্তায় অভব্য আচরণের অভিযোগে পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম প্রকাশ বিশ্বাস (৩০)।

ঘটনা শনিবার রাতে, উকিলপাড়ায়। তরুণী টিউশনি পড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলেন।

অভিযুক্ত প্রকাশ বাইক থামিয়ে ওই তরুণীকে চুম্বন করার পাশাপাশি আপত্তিকর জায়গা স্পর্শ করে। তরুণী রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

তরুণী শিক্ষিকা বলেন, 'উকিলপাড়া থেকে টিউশনি পড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় এক মোটর সাইকেল আরোহী পথ আগলে ধরে আমাকে চুম্বন করার পাশাপাশি শরীরের আপত্তিকর জায়গা স্পর্শ করে। আমি অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।' ধৃতের স্ত্রী লক্ষ্মী বিশ্বাস বলেন, 'স্বামী মদ খেলে এই ধরনের কর্মকাণ্ড করে। উকিলবাবুর কাছে শুনলাম, স্বামীর জেল হয়েছে। দেখা যাক ওর আচার আচরণে কোনও পরিবর্তন হয় কি না। নিজেকে শুধরাতে পারে কি না।'

সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

ভস্মীভূত মানিকচক ফেরিঘাটের টিকিট কাউন্টার

মানিকচক, ১৯ জানুয়ারি : মানিকচক ঘাটের ফেরি পারাপারের টিকিট কাউন্টারে শনিবার গভীর রাতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটল। ফেরি পারাপারের স্থান পরিবর্তন হতেই এমন কাণ্ড বলে অভিযোগ। তবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কে বা কারা যুক্ত তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। স্থানীয় মানুষজন ও লরিচালকদের তৎপরতায় বড়সড়ো ঘটনা ঘটেনি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ঘাট কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের তরফে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছে ঘাট কর্তৃপক্ষ। রবিবার অস্থায়ীভাবে একটি দোকান থেকে যাত্রীদের টিকিট সরবরাহ করা হয়।

মানিকচক ব্লকের মানিকচক ঘাট, বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের আন্তঃরাজ্য সীমান্ত। যার মধ্যে দিয়ে গঙ্গা নদী বয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন গঙ্গাবক্ষে লঞ্চের মাধ্যমে হাজার হাজার যাত্রী এবং যানবাহন পারাপার হয়। একমাস আগে হঠাৎ গভীর রাতে গঙ্গা ভাঙনে বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। প্রায় ২২টি দোকান সহ লঞ্চ পারাপারের স্থানটিও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বেশ কিছুদিন লঞ্চ পরিষেবা বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে প্রশাসন এবং ঘাট কর্তৃপক্ষ অন্য স্থানে অস্থায়ীভাবে যাত্রী ও যানবাহন পারাপারের পরিষেবা শুরু করে।

পাশাপাশি মানিকচক ঘাট থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে নতুন স্থায়ী যাত্রী পারাপারের ঘাট করা হয়েছে। এরই মধ্যে শনিবার গভীর রাতে টিকিট ঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছে সম্পূর্ণ টিকিট ঘর সহ নথিপত্র।

ঘাটের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ভানু সিং বলেন, 'সন্ধ্যায় শেষ লঞ্চ আসার পর আমরা টিকিট ঘর বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই। আর রাতে খবর পাই আগুন লেগেছে। টিকিট ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ছিল। তাই শর্টসার্কিট হতে পারে না। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। রাতেই মানিকচক থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।'

অন্যদিকে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর মানিকচক ঘাটের আন্তঃরাজ্য সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কর্মী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা তথা মানিকচক ঘাট ম্যানেজার অভিষেক সিং।

তাঁর বক্তব্য, 'এটি একটি আন্তঃরাজ্য সীমান্ত। সবসময় নিরাপত্তার জন্য পুলিশ থাকা প্রয়োজন। এমনকি রাতেও। শনিবার রাতে পুলিশ ছিল কিনা জানি না। তবে এই ঘটনার পর কর্মীরা ভয়ে রয়েছে। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়েছে। নতুন ঘাট হওয়ায় সিসিটিভি বসানো হয়নি। তবে শীঘ্রই বসানো হবে। কিন্তু পুলিশি নিরাপত্তা আরও কড়া হওয়া প্রয়োজন।'

জাতীয় স্তরে পদক পেল নয় খুদে

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৯ জানুয়ারি : ২২তম সর্বভারতীয় আন্তঃস্কুল এবং সিনিয়ার ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ফেডারেশন কাপ ২০২৪-এ পদক পেল গঙ্গারামপুরের ৯ ছাত্রছাত্রী। উত্তরপ্রদেশের বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত জাতীয় স্তরে পদক পেয়ে খুশি ছাত্রছাত্রী সহ প্রশিক্ষক।

চার খুদে বিজয়ী। - সংবাদচিত্র

গত বছরের ডিসেম্বর মাসের ২৮ ও ২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। দেশের মোট ১৮টি রাজ্যের প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের 'রঘু সেই সেন কাই শিত-রিও ক্যারাটে ডু অ্যাকাডেমি'র ৯ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। তারা প্রত্যেকেই জাতীয়স্তরে পদক পেয়েছে। অংশগ্রহণকারী ঐন্দ্রিলা সরকার স্বর্ণপদক, সাতভিক চৌধুরী ও সমৃদ্ধ সাহা রৌপ্য পদক, ভাস্বতী ঘোষ, শ্রাবণী মাঝি, তামান্না ছেত্রী, লাবণি সাহা, নবমণি চক্রবর্তী ও উৎস বিশ্বাস ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে।

প্রশিক্ষক রঘুনাথ পালের বক্তব্য, 'আমি সকলকে সেলফ ডিফেন্স শেখাই। আমার ৯ জন ছাত্রছাত্রী জাতীয়স্তরে পদক জিতেছে যেটা ভীষণ গর্বের বিষয়।'

বইমেলা পিছোল একদিন

কালিয়াচক, ১৯ জানুয়ারি : একদিন পিছোল কালিয়াচক ব্লক গ্রামীণ বইমেলা। ২১ জানুয়ারির পরিবর্তে মেলা উদ্বোধন হবে ২২ জানুয়ারি। মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফর ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। ২১ তারিখ মালদায় মুখ্যমন্ত্রী একটি সভা করবেন। সভা মঞ্চে বেশ কিছু পরিষেবাও দেওয়া হবে। ফলে বইমেলা কমিটির পক্ষে সেই দিন বইমেলা উদ্বোধন করা সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে।

এবছর কালিয়াচক-১ ব্লক গ্রামীণ বইমেলা হবে সুজাপুর হাতিমারি ময়দানে। অপরদিকে, মালদা জেলা বইমেলা শেষ হচ্ছে ২০ জানুয়ারি। মালদা বইমেলা থেকে বেশ কিছু বইয়ের স্টল কালিয়াচকে আসবে। ফলে ২১ তারিখে তাদের আসা সম্ভব নয় বলে বেশ কিছু বইয়ের স্টল থেকে জানানো হয়েছে। বাধ্য হয়েই একদিন পিছানো হয়েছে কালিয়াচক বইমেলা।

গাছ কাটা নিয়ে বিবাদে নালিশ বধূর

পতিরাম, ১৯ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুরের খোরনা এলাকায় গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে এক গৃহবধূর উপর নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনায় পতিরাম থানায় ছয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত মাছুনা বিবি। পুলিশি হস্তক্ষেপে অভিযুক্তদের আটক করা হলেও কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে যান তাঁরা। যদিও জামিন পাওয়ার পর নানা বিষয় নিয়ে মাছুনাকে অভিযুক্তরা লাগাতার হুমকি দিচ্ছেন, দাবি গৃহবধূর।

মাছুনা বিবির অভিযোগ, 'মামলা তুলে নেওয়ার জন্য অভিযুক্তরা লাগাতার হুমকি দিচ্ছে। জমিতে সেচের জল দেওয়া এবং চাষের জন্য ট্রাক্টর নামাতেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি বাড়ির সামনে ঘিরে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'পঞ্চায়েত ও স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কাছে সাহায্য চাইলেও কোনও সুরাহা মেলেনি। বাধ্য হয়ে পতিরাম থানার শরণাপন্ন হয়েছি।'

মাছুনা বিবির স্বামী নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের দাবি, 'গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে অভিযোগ করেছিল আমার স্ত্রী। ওরা জামিন নিয়ে আসার পর থেকেই হুমকি দিচ্ছে। মার্শালের জল দিচ্ছে না। জমিতে ট্রাক্টর নামাতে দিচ্ছে না। প্রশাসন পাশে না দাঁড়ালে আমরা কোথায় যাব?'

বিজেপি নেতা প্রবীর মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমরা আক্রান্ত পরিবারের পাশে আছি।'

জখম দুই

গঙ্গারামপুর, ১৯ জানুয়ারি : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন বাইকচালক ও আরোহী। আহতরা হলেন হীরান পাল (৫৬), রতন সরকার (৫২)। এদিন দুপুরে ঠ্যাঙাপাড়ার বাসিন্দা হীরান পাল ও রতন সরকার একটি বাইকে চেপে কার্গিল মোড়ে যাচ্ছিলেন। সেসময় কার্গিল মোড় এলাকায় রাস্তার ধারে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন দুইজনই। গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁরা চিকিৎসাধীন।

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
BALURGHAT, DAKSHIN DINAJPUR NOTICE FOR AUCTION

An auction of old and unusable materials such as bedding items, utensils, computer parts, machineries, furniture items, lab equipments etc. will be held on 29th January, 2025 in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Dakshin Dinajpur as per schedule below:

11:00 A.M Inspection of materials for auction.
12.30 P.M Submission of bid of materials in a sealed envelope addressed to Principal, JNV Dakshin Dinajpur.

Interested person may contact to office of JNV Balurghat for further information.

Principal

কর্মখালি

Required Assistant Beautician & Housekeeping Staff Siliguri Salon 9832036768. (C/114362)

All Rounder & Tandoor Cook Required for Hotel. (M) 9434301993. (C/114516)

Require Manager with Tally Experience. Contact : 9679495146. (C/114361)

Wanted Security Guard. Call : T G Guards Pvt. Ltd. 9907716099/ 9382982327. (C/114361)

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য 10 জন গার্ড চাই। বেতন 12,000+ (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। 9091512583. (C/114365)

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির জন্য 30 জন সিকিউরিটি গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। ডাইরেক্ট জয়েন। PF, ESI+ বেতন 12,000/-। M : 75840 60990. (C/114365)

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-। থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114363)

শিলিগুড়ি (পেট্রোল পাম্প), কোচবিহার, উঃ দিনাজপুর বিভিন্ন কোম্পানিতে ডাইরেক্ট সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M : 9933119446. (C/114511)

বিক্রয়
বাস্তু জমি বিক্রয়

কোচবিহার শহরের অমরতলা বিবেকানন্দ ক্লাবের পূর্বদিকের প্রথম গলির পাশে ছয় (৬) কাঠা খালি বাস্তুজমি বিক্রি হবে। ৯৮৫৯৫২৯২২৯ নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/114510)

অ্যাফিডেভিট

আমি Debeswari Adhikary, স্বামী অবিনাশ অধিকারী, উত্তর ডাঙ্গাপাড়া, উল্লাডাবরী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, গত 16.1.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে Debeswari Adhikary, Debeswary Adhikary এবং Tapashi Adhikary একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB7320000294777-এ আমার Date of birth (10/10/1974) এবং বাবার নাম ভুল থাকায় 17/01/2025-এ শিলিগুড়ি LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে 18/12/1974 এবং বাবার নাম অজিত কুমার রায় করা হল। (C/113391)

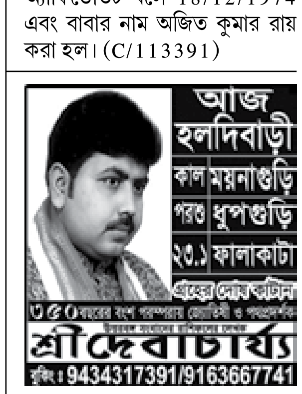

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

‘ওরা মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে...’ রবিবার বালুরঘাটে। -মাজিদুর সরদার

পেটের দায়ে স্কুলছুট কিশোরদের রোজগারে ভিন্ন পথ

বই নয়, হাতে টোটোর স্টিয়ারিং

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৯ জানুয়ারি : নীল হুডি। টুপি দিয়ে ঢাকা মাথা-কান। এখনও গোঁফের রেখা ওঠেনি। চোখেমুখে সারল্য। পড়াশোনা আর খেলাধুলোর বয়স। অথচ বুনিয়াদপুরের নবমের কৃষ্ণ এখন টোটোচালক।

ড্রাইভারের আসনে বসে দাপিয়ে বেরায় শহরের অলিগলি। আবার ৫১২ জাতীয় সড়কেও টোটো চালায় সে। শুধু কৃষ্ণ না, প্রশাসনের চোখের সামনে দিয়ে এরকম বেশ কিছু পড়ুয়া টোটো চালাচ্ছে। এই শিশুশ্রম বাড়ার কারণ কি অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব? নাকি প্রশাসনের গা-ছাড়া মনোভাব? দিন-দিন বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। সবথেকে বড় কথা, তারা বেশিরভাগই অপ্রশিক্ষিত। ফলে বংশীহারী ও বুনিয়াদপুর শহরে প্রতিনিয়ত টোটোর সঙ্গে অন্য যানবাহনের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন টোটোচালক ও যাত্রীরা। টোটোর সঙ্গে ধাক্কায় মৃত্যুর মতো ঘটনাও নেহাত কম নয়।

৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পিরতলা ট্রাফিক মোড়ের পাশে টোটো চালাতে ব্যস্ত সে। কোনওরকমে নাম জানাল, কৃষ্ণ মিস্ত্রি। বাড়ি, বাবার নাম, স্কুল কিছু নিয়েই কোনও উত্তর দেয়নি সে। তার পড়াশোনা ছেড়ে টোটো চালানোর কারণ কী জিজ্ঞাসা করলে, চোখেমুখে ফুটে ওঠে আতঙ্কের ছাপ। প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই ধাঁ।

প্রত্যক্ষদর্শী বিধান তরফদারের বক্তব্য, ‘এভাবে জাতীয় সড়কে অপ্রাপ্তবয়স্ক টোটোচালকদের দেখে অবাক লাগছে। অভিভাবক বা প্রশাসন কোথায়? অবিলম্বে অপ্রাপ্তবয়সিদের টোটো চালানো বন্ধ করা প্রয়োজন।’

অতিমাত্রায় শহর ও গ্রামের টোটো বুনিয়াদপুর শহরে চলাচল করায় রাজ্য, জাতীয় রাস্তা ও ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করা দায়। যার অধিকাংশ টোটোচালক অপ্রশিক্ষিত ও ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন। নিয়ম মেনে রাজ্য ও জাতীয় সড়কে টোটোগুলি চলাচল না করায় প্রতিনিয়ত পথ দুর্ঘটনা ঘটছে।

স্থানীয় শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অখিলচন্দ্র বর্মনের কথায়, ‘অপ্রাপ্ত বয়সে, প্রশিক্ষণ ছাড়া টোটো চালানোর জন্য অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। ছাত্র অবস্থায় বইয়ের পরিবর্তে অর্থের লোভ হলেই পড়াশোনা ব্যাহত হবে। স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়বে।’

পুর প্রশাসক কমল সরকারের আশ্বাস, ‘অবিলম্বে পুলিশকে বলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের দিয়ে টোটো চালানো বন্ধ করা হবে। খুব শীঘ্রই শহরের টোটোগুলি শনাক্ত করা হবে।’

জেলা শিক্ষা দপ্তরের ডিআই দেবাশিস সমাদ্দারের কথায়, ‘ইদানীং স্কুল ছাত্রদের কিছু অংশের ইনকামের প্রবণতা থেকে স্কুলছুট হচ্ছে। যেসব স্কুলে ছাত্ররা স্কুলছুট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে শিক্ষাবন্ধুরা ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের সচেতন করছে। যাতে করে ছাত্ররা অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্কুলে যায়। স্কুলছুট স্কুলগুলির প্রতি আমাদের প্রতিনিয়ত নজরদারি চলছে।’

যাত্রী তুলতে ব্যস্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক চালক। -সংবাদচিত্র

তৃণমূল ব্লক সভাপতির ভুয়ো নিয়োগপত্র, গ্রেপ্তার ১

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : জাল শিক্ষক এবং জাল চিকিৎসকের পর এবার উত্তর দিনাজপুর জেলায় তৃণমূলের ভুয়ো ব্লক সভাপতির নিয়োগপত্রের অভিযোগ উঠল। দলীয় ভুয়ো নিয়োগপত্র সামাজিক মাধ্যমে দেওয়ার অভিযোগে হেমতাবাদ থানার পুলিশ শনিবার সাইফুর রহমান নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। সে ভুয়ো ব্লক সভাপতির নিয়োগপত্র ছাপানোর বিষয়টি স্বীকার করেছে। রায়গঞ্জ ব্লক-২ সভাপতি উত্তম চ্যাটার্জি ও হেমতাবাদ ব্লক সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র বর্মনের নামে দুটি নিয়োগপত্র দুই দিন আগে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এমন নিয়োগপত্র নিয়ে দলের অভ্যন্তরে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

জেলা তৃণমূলের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালার নজরে নিয়োগপত্রগুলি আসতেই তিনি বুঝতে পারেন এগুলো ভুয়ো নিয়োগপত্র। তিনি ইসলামপুর থানায় অভিযোগ করেন। অন্যদিকে, হেমতাবাদ থানায় অভিযোগ করেন হেমতাবাদ ব্লক সভাপতি আশরাফুল আলি। অভিযোগের ভিত্তিতে হেমতাবাদ থানার পুলিশ সাইফুর রহমান নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে, রায়গঞ্জ ব্লক-২ এর মহারাজাহাটের বাসিন্দা উত্তম চট্টোপাধ্যায় এদিন রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ করেছেন। তিনি জানান, ‘গত ১৫ জানুয়ারি আমাকে সাইফুর রহমান নামে একজন ফোন করে জানান আপনাকে ব্লক-২ তৃণমূল সভাপতি করা হয়েছে। রাজ্য সভাপতি ফোন করবেন। ১৬ জানুয়ারি আমাকে অচেনা নম্বর থেকে একটি ফোন আসে, আমি ফোনটি রিসিভ করতে পারিনি। পরে মেসেজ করে জানিয়ে দিই, আমি ব্যস্ত ছিলাম তাই রিসিভ করতে পারিনি। আমার সন্দেহ হয়। জেলা সভাপতিকে জানাই। উনি আমাকে একটা লিখিত অভিযোগ জানাতে বলেন, সেইমতো জানিয়েছি।’ তাঁর কথায়, ‘এটা একটা চক্র আছে। তবে কোনও টাকাপয়সা দাবি করেনি।’ এদিকে, অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী সাইফুর রহমান জানান, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের কর্মী। নেতারা আমার একটা সমস্যা মেটাচ্ছে না তাই ভুয়ো নিয়োগপত্র বানিয়েছি। পিএইচই নিয়ে একটা সমস্যা আছে। এমন হতে পারে আমার জানা ছিল না।’ অন্যদিকে, হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল সভাপতি হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্র বর্মনের নাম সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়েছে। বর্তমানে প্রফুল্লবাবু বিজেপির কর্মী। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সস্ত্রীক বিজেপিতে যোগ দেন। এই ঘটনায় হতবাক প্রফুল্লবাবু। অন্যদিকে, বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএম নেতৃত্ব একসুরে জানান, ‘তৃণমূল মানেই ভুয়ো। সব ভুয়ো কাজ এরাই করে। রাজ্যটাকে শেষ করে দিল।’ যদিও তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা বলেন, ‘ভুয়ো লোকের জায়গা তৃণমূল কংগ্রেসে নেই। এই ঘটনা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।’

বাঁশের বর্শায় মহড়া সোনাজয়ী অনুপ্রিয়ার

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৯ জানুয়ারি : অনুপ্রিয়া রায়। তিনি জ্যাভলিন থ্রোয়ার। জাতীয় পর্যায়ের অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাজয়ী। কিন্তু তাঁর অনুশীলন এমনকি স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে বাঁশের সরঞ্জাম দিয়ে! তাতেও তাঁর সোনাপ্রাপ্তি নিশ্চিত থাকে। কিন্তু আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নটা ফিকে হতে থাকে।

অনুপ্রিয়া মানিকোর হাইস্কুলের ছাত্রী। রাজ্যস্তর সহ ইস্ট জোনাল জাতীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিন অর্থাৎ বর্ষা নিক্ষেপ করে সোনার পদক পেয়েছেন। সম্প্রতি মহাসাড়ম্বরে মানিকোর ও খাগাইল টঙ্কনাথ সরকার হাইস্কুলের মাঠে শেষ হল কুশমণ্ডির ৩১তম জোনাল স্পোর্টস। সেখানেই অনুপ্রিয়া বাঁশের বর্শা দিয়েই বিজয়ী হন। কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান তাঁর কোচ থেকে শুরু করে ক্রীড়া শিক্ষক সকলেই।

অ্যাথলিটদের প্রয়োজনীয় ক্রীড়া সরঞ্জামের অভাব নিয়ে মুখ খুলেছেন স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক শ্যামলেশ সরকার ও অনুপ্রিয়ার কোচ কিরণপ্রকাশ মাহাতো। শ্যামলেশের বক্তব্য, ‘রাজ্য বা জাতীয় পর্যায়ে বাঁশের বর্শা দিয়ে প্রতিযোগিতা হয় না। সেখানে ন্যালকো জ্যাভলিন অর্থাৎ উন্নত ফাইবার কিংবা অ্যালুমিনিয়াম স্টিক দিয়ে তৈরি রেঞ্জার জ্যাভলিন ব্যবহার হয়। জোনাল পর্যায়ে অনুপ্রিয়াদের প্রতিযোগিতায় নামতে হয় বাঁশের বর্শা হাতে। একটা উন্নত ফাইবার কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের জ্যাভলিনের দাম ২০ থেকে ৪০ হাজার টাকা।’

মানিকোর হাইস্কুলের শিক্ষকরা ও কোচ কিরণপ্রকাশ বহু কষ্টে অনুপ্রিয়াকে উন্নতমানের জ্যাভলিন কিনে দিয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ের জন্য অনুশীলন করলেও জোনাল পর্যায়ে বাঁশের জ্যাভলিন ৪০ মিটার দূরে পাঠিয়েছে অনুপ্রিয়া। প্রতিযোগিতায় ধারে কাছে আসতে পারেনি কেউ।

অনুপ্রিয়ার কথায়, ‘স্যররা একটা ভালো জ্যাভলিন কিনে দিয়েছেন। কিন্তু সেটা তো আমি বড় খেলায় ব্যবহার করি। জোনাল পর্যায়ে খেলতে গেলে বাঁশের বর্শা ব্যবহার করতে হয়। আমার অনেক দূরে যাওয়ার ইচ্ছে। এভাবে চললে আমি কীভাবে অনেক দূরে এগোব?’

পড়ুয়াদের জন্য স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় ক্রীড়া সরঞ্জাম কেনার ফান্ড থাকে না। এবারের জোনাল স্পোর্টসের সম্পাদক গৌতম দাসের কথায়, ‘২০১৬ সালের পর থেকে স্কুলগুলো ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা করার জন্য কোনও অর্থ পায়নি। জোনাল বা মহকুমা পর্যায়ে বাঁশের তৈরি জ্যাভলিন নিক্ষেপ করে রাজ্য বা জাতীয় পর্যায়ে হঠাৎ করে সেই প্রতিযোগীর হাতে উন্নতমানের জ্যাভলিন এলে প্রতিযোগীরা বিভ্রান্ত হবে, সেনিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।’

ফুটবল, ভলিবল থেকে শুরু করে সমস্ত খেলার সরঞ্জাম স্কুলগুলো নিজস্ব ফান্ড থেকে যতটা সম্ভব উৎসাহীদের জন্য খরচ করে বলে জানান কুশমণ্ডি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ফিরোজ আলম। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস দক্ষিণ দিনাজপুরের সাধারণ সম্পাদক শুভ্রজিৎ মিশ্রের বক্তব্য, ‘আমি এই পদে নতুন এসেছি। আগামী বছর যাতে এই অসুবিধে না থাকে সেই চেষ্টা করব।’ কবে হাইস্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীরা রাজ্য বা জাতীয় পর্যায়ে খেলার সরঞ্জাম পাবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে প্রতিটি হাইস্কুল।

অনুশীলনে ব্যস্ত অনুপ্রিয়া রায়। - সংবাদচিত্র

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সজাগ।। ধূপগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দেবাঞ্জন রায়।

বেদখল কমিউনিটি শৌচালয়

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : আড়াই লক্ষ টাকার বেশি খরচ করে ৮ নম্বর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান বাহিন জমিদার বাড়ির সামনে তৈরি করা হয় কমিউনিটি শৌচালয়। অভিযোগ উঠেছে, শৌচালয় দখল নিয়েছে বাহিন রাজবাড়ির আশ্রম। পর্যটকদের থেকে ৩০০ টাকা, ৪০০ টাকা নিয়ে তারা ওই শৌচালয় ব্যবহার করতে দিচ্ছে। সমস্যায় পড়ছেন পর্যটকেরা।

> **সকালে দেখি ওই কমিউনিটি টয়লেট বন্ধ। বিকেলেও বন্ধ ছিল। ছেলেরা ঝোপঝাড়, জঙ্গল ব্যবহার করে শৌচ করছেন। মহিলাদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে।**
>
> **নীতীশ দাস**
> **পর্যটক, রায়গঞ্জ**

জমিদার বাড়ির সামনে বিকেলে দেখা হল পম্পা রায়ের সঙ্গে। তিনি বলেন, বাচ্চা ও বড়দের নিয়ে এসে খুব বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছি।’

বাহিন পঞ্চায়েতের প্রধান আনিসুল আলি বলেন, ‘দুই লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার বেশি খরচ করে পর্যটকদের জন্য ওই কমিউনিটি টয়লেট তৈরি করা হয়েছিল। ওটার দখল নিয়েছে বাহিন রাজবাড়ির আশ্রম। ওরা পর্যটকদের থেকে ৩০০/ ৪০০ টাকা নিয়ে ওই শৌচালয় ব্যবহার করতে দিচ্ছে বলে অভিযোগ পেয়েছি। আশ্রম কমিটির সঙ্গে আমরা আবারও বসব। দখলদারি না ছাড়ে, বিকল্প ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।

চুরির অভিযোগে ধৃত

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : চোর সন্দেহে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম দিপু রবিদাস। রবিবার তাকে বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়।

গত ২৭ ডিসেম্বর বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু চকচন্দন গ্রামের সুফল টুডুর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ওইদিন সুফল টুডু পরিবারের সকলকে নিয়ে তপনের আজমতপুরে তাদের পৈতৃক বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে চকচন্দনের ওই বাড়ি থেকে চোরেরা নগদ টাকা ও সোনার অলংকার নিয়ে পালায়। এনিয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ বালুরঘাট শহর লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে।

বুথ গঠনে সভা বিজেপির

পতিরাম, ১৯ জানুয়ারি : সংগঠনের শক্তি বাড়াতে পতিরাম তালতলা মোড়, নাজিরপুরের খোড়না সহ চারটি স্থানে বিজেপি বুথ সভাপতি গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হল। সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু, বিশ্বনাথ সরকার, প্রবীর মণ্ডল, বিশ্বনাথ সাহা প্রমুখ। নেতৃত্ব বুথস্তরে দলকে আরও মজবুত করার আহ্বান জানান এবং আসন্ন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সামলানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

গ্রেপ্তার বাসচালক

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : একটি বাসচালককে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। গত ৬ জানুয়ারি এক টোটোতে ওই বাসটি ধাক্কা দেওয়ায় টোটোচালক ও যাত্রী আহত হয়েছিলেন। ওই মামলাতেই আটক হয়েছেন ওই বাসচালক। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম হাবিবুর মণ্ডল (৫৩)। বাড়ি তপন ব্লকের রামপুর এলাকায়। রবিবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে পাঠানো হয়।

শিবির বদলানোর পর থমকে উন্নয়নের চাকা

উন্নয়নের জন্য ২০১৭ সালে রায়গঞ্জ পুরসভার নির্বাচনের মুহূর্তে কংগ্রেস ছেড়ে ঘাসফুলের পতাকা নেন দলের দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার অসীম অধিকারী । দীর্ঘ ৮ বছরে ওয়ার্ডে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা এবং সরকারি আবাস ছাড়া সেভাবে উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারেননি। উন্নয়ন যা কিছু হয়েছে কংগ্রেস বোর্ডের আমলে।

দলবদলু নেতা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পরিচিত। একসময় কাজের মানুষ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল অসীম অধিকারী ওরফে নদোর। ২০০৬ সালে রায়গঞ্জ পুরনির্বাচনে সিপিএমের লালদুর্গ বলে পরিচিত ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি প্রথম কংগ্রেস কাউন্সিলার হিসেবে নির্বাচিত হন। মাঝে স্ত্রী অনামিকা অধিকারী কাউন্সিলার হয়েছিলেন। এরপর ২০১৭ সাল থেকে টানা ওই ওয়ার্ডে পাঁচবছর কাউন্সিলার এবং পরে ২০২২ সাল থেকে কোঅর্ডিনেটর। ২০১৭-এর রায়গঞ্জ পুরনির্বাচনের আগে ওয়ার্ডে আমূল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জার্সি বদল করে তৃণমূলে নাম লেখান। ভোটে জিতেও যান। যদিও এই ভোট নিয়ে বিরোধীদের যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে গেরুয়া শিবিরে পা রেখেছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে আবার বিধায়কের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন। প্রশ্ন উঠেছে, তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর ওয়ার্ডে কী উন্নয়ন হয়েছে?

বাসিন্দাদের দাবি, ২০১৭ সালের আগে কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডের আমলে যেসব উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন তার বেশি কিছু করতে পারেননি। রাস্তাঘাট, নিকাশিনালা, পানীয় জলের অবস্থা যেমন ছিল, সেইরকমই রয়েছে। দুই একটি নতুন রাস্তা ও ড্রেন ছাড়া আর কিছুই হয়নি। তবে ওয়ার্ডে দেবপুরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটা জনপ্রিয়তা গড়ে তুলেছেন অসীমবাবু। কংগ্রেস বোর্ডের আমলে রাস্তাঘাট, আলোকসজ্জার কাজ যথেষ্ট হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে রাস্তাঘাট, ড্রেনগুলির পরিস্থিতি বেহাল। আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার হয় না বলে অভিযোগ। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল এখনও পৌঁছায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা নিমাই সিংহ রায় বলেন, ‘এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন হয়নি। দেবপুরীর আশেপাশে কিছু কাজ হয়েছে,বাকি কোনও জায়গায় কাজ হয়নি। রাস্তাঘাট ও ড্রেনগুলির অবস্থা বেহাল। আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার হয় না।’

সেভাবে উন্নয়ন করতে না পারলেও ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করেছেন অসীমবাবু । ওয়ার্ডে ১১০০ জন মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা পান। বার্ধক্য ভাতা পান ৭৫০ জন। ৭০০ জন পেয়েছেন আবাসের ঘর। ১০০০ বাড়িতে পাকা পায়খানা দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৩০০ হোল্ডিং রয়েছে ওয়ার্ডে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে অসীম অধিকারী বলেন, ‘২০০৬ সাল থেকে উন্নয়ন যজ্ঞ শুরু করি ওয়ার্ডে।সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আছে। অনেক টাকা আসছে। আমি ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।’ তাঁর দাবি, ‘উন্নয়নের জন্যই তৃণমূলে যোগ দিয়েছি। আগামীতে ওয়ার্ডে নতুন নতুন রাস্তা ও ড্রেন তৈরি হবে। রাস্তা চওড়া হয়েছে, বাতি লাগানো হয়েছে।’ অসীম অধিকারীর আশ্বাস, ভবিষ্যতে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হবে।

অসীম অধিকারী

অসীম যাত্রা

- **কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী, কাজের মানুষ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল**
- **২০০৬-এ রায়গঞ্জ পুর নির্বাচনে ‘লালদুর্গ’ ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি প্রথম কংগ্রেস কাউন্সিলার**
- **২০১৭ থেকে কাউন্সিলার। ২০২২ থেকে কোঅর্ডিনেটর**
- **২০১৭-এর পুর নির্বাচনে তৃণমূলে নাম লেখান।**
- **২০২১-এর বিধানসভার আগে গেরুয়া শিবিরে পা রেখেছিলেন**
- **পরবর্তীতে বিধায়কের হাত ধরে আবার তৃণমূলে যোগ দেন**

গলায় ফাঁস দশমের ছাত্রীর

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শোরগোল পড়ল পুরাতন মালদায়। মৃত ছাত্রীর নাম অপরাজিতা মণ্ডল (১৬)। বাড়ি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি নলডুবি এলাকায়।

পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে পড়াশোনায় মন না দেওয়ায় অপরাজিতাকে বকাবকি করেন তার অভিভাবকরা। তাতেই অভিমান হয় অপরাজিতার। কিছু সময় পরেই ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দেয় সে। পরে বিষয়টি পরিবারের লোকেদের নজরে এলে তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পরীক্ষার পর অপরাজিতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জোনাল ক্রীড়ার প্রস্তুতি সভা

হবিবপুর, ১৯ জানুয়ারি : বামনগোলা ও হবিবপুরের প্রাইমারি স্কুলে তিনশোর বেশি পড়ুয়াদের নিয়ে জোনাল কমিটির ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সভা হল হবিবপুরে। সভায় ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বামনগোলা চক্র, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বামনগোলা পূর্ব চক্র, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক হবিবপুর চক্র এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আইহো চক্র। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি বুলবুলচণ্ডী গিরিজা সুন্দরী হাইস্কুল ময়দানে এই জোনাল স্তরের প্রতিযোগিতা হবে।

বিশেষভাবে সক্ষম ২১০ জনকে সাহায্য

কুমারগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : বিশেষভাবে সক্ষমদের সহায়তায় জেলা প্রশাসন ও জয়পুরের একটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে কুমারগঞ্জ ব্লকে শুরু হয়েছে বিশেষ কর্মসূচি। ৮টি পঞ্চায়েত থেকে বাছাই করা ২১০ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি পেয়েছেন কৃত্রিম হাত-পা, হুইলচেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ওয়াকার, এবং হেয়ারিং এইড সহ একাধিক প্রয়োজনীয় জিনিস।

কুমারগঞ্জ ব্লকের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাসের বক্তব্য, ‘পঞ্চায়েত সদস্য ও সমিতির সহযোগিতায় তালিকা তৈরি করে প্রতিটি প্রাপকের হাতে সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি বিশেষভাবে সক্ষমদের জীবনযাত্রা সহজ করতে বড় ভূমিকা রাখবে।’

পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র
- আপনার সেবা, দেশের সেবা

আমরা কি প্রদান করি :
- পাসপোর্ট সেবা
- সহজ আবেদন প্রক্রিয়া
- সুরক্ষা
- অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম

কেন আমাদের বেছে নেবেন?
- দ্রুত এবং সহজ প্রক্রিয়া
- সুলভ মূল্যের শুল্ক
- সুগম অবস্থান

পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের তালিকা :
- আলিপুরদুয়ার কোর্ট সাব পোস্ট অফিস
- কোচবিহার হেড পোস্ট অফিস
- জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিস
- রায়গঞ্জ হেড পোস্ট অফিস
- বালুরঘাট হেড পোস্ট অফিস
- মুকদুমপুর সাব পোস্ট অফিস
- সামসি সাব পোস্ট অফিস
- দার্জীলিং হেড পোস্ট অফিস

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য উপরের যেকোনো পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন এবং আপনার বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন এখনই পূরণ করুন!!

পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি - 734 001 এর উদ্যোগে প্রসারিত।
ফোন নম্বর : 0353 - 2436 550 / 2436 530 ইমেইল আইডি : bdntnb@gmail.com

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৪২ সংখ্যা, সোমবার, ৬ মাঘ ১৪৩১

রায়ে বিতর্ক

অবশেষে ঘটনার ১৬৫ দিনের মাথায় আরজি কর মেডিকেলের চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় দোষীর শাস্তি ঘোষণা হতে চলেছে। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দু'দিন আগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস। সঞ্জয়ের বক্তব্য শোনার পর বিচারক সাজা ঘোষণা করবেন বলে সেদিন জানিয়েছিলেন। শোনা হবে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কথাও।

শুধু সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা আলোচনা হচ্ছে জনপরিসরে। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে, অপরাধের সঙ্গে এক না একাধিক অপরাধীর জড়িত থাকার প্রশ্নটি। অনেকের প্রশ্ন, মেডিকেলের ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের চারতলায় চিকিৎসককে যেরকম নৃশংসভাবে ধর্ষণ-খুন করা হয়েছিল, সেটা কি একা কারও পক্ষে সম্ভব?

ঘটনাটির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল সঞ্জয়কে। ওই ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের আন্দোলন অচিরে কার্যত গণ আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল বাংলায়। যদিও পরে শুধু রাজ্য নয়, এমনকি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশেও। পাঁচদিন পর হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। সিবিআই অবশ্য আর কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। বরং গণধর্ষণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে।

সিবিআইয়ের এই বক্তব্যে আস্থা নেই অনেকের। নির্যাতিতার বাবা-মা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট, বিশিষ্টজন, আমজনতার একাংশ মাত্র একজন অপরাধীর জড়িত থাকার তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। যদিও দোষী সাব্যস্ত করার সময় নির্যাতিতার বাবা বিচারককে বলেছিলেন, 'আপনার ওপর যে ভরসা আমি রেখেছিলাম, আপনি তার পূর্ণমর্যাদা দিয়েছেন।'

কিন্তু অপরাধী একাধিক বলে আগাগোড়াই সওয়াল করছে নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের বক্তব্য, ঘটনার কয়েকদিনের মাথায় আরজি করের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের টয়লেট ভেঙে ফেলায় ৩০ জুনিয়ার ডাক্তার সম্মতিসূচক সই দিয়েছিলেন। বিচারক দোষী সাব্যস্ত ঘোষণা করার সময় অভিযুক্ত সঞ্জয় বারবারই দাবি করে, সে নির্দোষ, বাকিদের ছেড়ে তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা। ফলে এই অপরাধ করলে মালা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত ইত্যাদি ইত্যাদি দাবি শোনা গিয়েছে তার মুখে।

বিচারক জানান, খুন, ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময় মৃত্যু হতে পারে এমন আঘাত করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সঞ্জয়কে। এই অপরাধে দোষীর শাস্তি কী হতে পারে, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ ও ১০৩ (১) ধারায় এরকম অপরাধে দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। এখন দেখা যাক, বিচারক সঞ্জয়ের বক্তব্য শোনার পর কী সাজা ঘোষণা করেন।

তবে সঞ্জয়ের শাস্তি ঘোষণা হয়ে গেলেও আরজি কর মেডিকেলে ওই ঘটনাটির মামলা চলতেই থাকবে। কারণ, ওই ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মামলা চলছে মেডিকেলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। ওই দুজনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করতে পারে সিবিআই। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টেও মামলা চলছে।

নির্যাতিতার বাবা-মা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত চেয়ে শীর্ষ আদালতে যে আবেদন করেছেন, সাজা ঘোষণার দিন সেটিরও শুনানির সম্ভাবনা। অপরাধটির পিছনে জড়িত সব মাথাকে গ্রেপ্তারে যতদূর যেতে হয়, তারা যাবে বলে এখনও অনড় নির্যাতিতার পরিবার।

যদিও সঞ্জয়ের আইনজীবী বিশ্বাস করেন, ফরেন্সিক ল্যাবের রিপোর্ট আদালতে জমা পড়লে মামলা অন্য দিকে মোড় নিতে পারে। বহু বছর আগে নিউ আলিপুরের অভিজাত আবাসনে কিশোরী হেতাল পারেখকে ধর্ষণ-খুনে কেয়ারটেকার ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে ফাঁসিতে ঝোলানো ভুল হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। তেমনই আরজি কর কাণ্ডে সঞ্জয় সত্যিই একা দোষী নাকি আরও অনেক মাথা জড়িত, তার ওপরেই নির্ভর করছে ধনঞ্জয়ের পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে কি না।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক।

-ভগবান

ট্রুডোহীন কানাডা, ট্রাম্প ও ভারত

ট্রাম্প যখন আমেরিকার সিংহাসনে, তখন প্রতিবেশী কানাডা ভয়ংকর টলমল। ভারত-কানাডা সম্পর্ক কী দাঁড়াবে?

শর্মিষ্ঠা গোস্বামী নিধারিয়া

দ্বিতীয়বারের জন্য স্বমহিমায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসতে চলেছেন রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিন্দুকেরা বলছে, ট্রাম্পের এই ফিরে আসাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বুক দুরুদুরু শুরু হয়ে গিয়েছে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের। ইতিমধ্যেই আমেরিকার প্রতিবেশী দেশ কানাডার প্রধানমন্ত্রী ও লিবারেল পার্টির নেতা জাস্টিন ট্রুডো পদত্যাগ করেছেন। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রুডোর ভ্রান্ত অভিবাসন নীতি ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণেই আজকের কানাডার এই বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

ট্রুডো কিন্তু এখন ভারতেও বেশ চর্চিত নাম। চিরকালীন বন্ধু দেশ ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তিনি, বলা চলে, দায়িত্ব নিয়ে খারাপ করেছেন গত দেড় বছর ধরে। বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তিনি খোলাখুলি খালিস্তানপন্থীদের সমর্থন করে এসেছেন। তাঁর সেইসব মতামত ও বক্তব্য ভারত ভালোভাবে নেয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যেও তার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

খালিস্তানিদের প্রতি ট্রুডোর প্রচ্ছন্ন সমর্থন নতুন কথা অবশ্য নয়। ২০২৩-এর জুন মাসে খালিস্তানি নেতা ও ভারতে ওয়ান্টেড উগ্রপন্থী হরদীপ সিং নিজ্জর কানাডায় আততায়ীদের হানায় নিহত হওয়ার পর থেকে ট্রুডো ভারতকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। কার্যত কোনও প্রমাণ না দেখিয়েই তিনি এই ঘটনায় ভারতের হাত রয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ করেন। ভারতের কূটনীতিকদের বহিষ্কারও করেন। এর পরে দুই দেশ বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে ও সম্পর্কের অবনতি হতেই থাকে। ফলে, এখন প্রশ্ন, ট্রুডোর পতনের পর কি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ফের স্বাভাবিক হবে কানাডার?

ট্রুডো আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে কী করবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেননি বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। কানাডার পার্লামেন্ট আপাতত মুলতুবি বা সাসপেন্ড রাখা হয়েছে। মার্চের ২৪ তারিখ ফের বসবে পার্লামেন্ট। মাঝের এই দুই মাস সময়টা চাওয়ার কারণ, নতুন কাউকে লিবারেল পার্টির নেতা নির্বাচিত করা। এর মধ্যেই তিন-চারটি নাম নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হয়েছে, যদিও কারও নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই নামগুলির মধ্যে সর্বশেষ নাম হল ব্যাংক অফ কানাডার প্রাক্তন গভর্নর মার্ক কার্নি। আর যে কয়েকটি নাম নিয়ে আগে থেকেই আলোচনা চলছে সেগুলি হল, প্রাক্তন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ক্রিসথিয়া ফ্রিম্যান, ট্রুডোর মন্ত্রীসভার সদস্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনীতা আনন্দ, ডমিনিক লুব্ল্যাঁ প্রমুখ।

আগামী ৯ মার্চ দলের নতুন নেতা নির্বাচন করবেন লিবারেলরা। ধরা যাক, এই চারজনের মধ্যে কেউ একজন নেতা নির্বাচিত হবেন। আর তার পরেই পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোট হবে এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে কানাডার সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে আসবে। এখনও পর্যন্ত প্রতিটি জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, লিবারেলদের প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভরা অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। কনজারভেটিভদের নেতা পিয়ার পলিয়েভার জিতে প্রধানমন্ত্রী হবেন বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। তার মানে, যদি লিবারেলদের নতুন নেতা নির্বাচিত হনও, তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে থাকবেন।

যদি থিওরিটিকালি ধরেও নেওয়া হয়, খালিস্তানপন্থী নেতা জগমিত সিং-এর দল এনডিপি'র সাহায্য নিয়ে লিবারেলরা অনাস্থা ভোটে পাশ করে গেল, সে ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা মাত্র কয়েক মাস ক্ষমতায় থাকবে। কারণ এমনিতেও ২০২৫-এর অক্টোবরে কানাডায় সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু কানাডার সাধারণ মানুষের মুড ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা মাথায় রাখলে এটা পরিষ্কার যে, ভোট অক্টোবরের অনেক আগেই হতে চলেছে। এপ্রিল-মে মাসেই হয়ে যেতে পারে সাধারণ নির্বাচন। তার আগের সময়টুকুতেও ট্রাম্প কানাডার উপর নানা রকম চাপের কৌশল বজায় রাখবেন। ফলে আমেরিকাকে সামলাতে হিমসিম কানাডা তখন অন্তত ভারতকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাবে না।

পিয়ার পলিয়েভার ক্ষমতায় এলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ফিরবে কি না তা নির্ভর করবে কয়েকটি বিষয়ের উপর। কনজারভেটিভদের সঙ্গে ভারতের ও খালিস্তানিদের সম্পর্ক।

তবে কনজারভেটিভ নেতা পলিয়েভার চাইছেন এখনই নির্বাচন হোক। খাদ্য সহ সব জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, বাসস্থানের সংকট, বাড়তে থাকা অপরাধ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আর এই জায়গাটাতেই মধ্যবিত্তদের মধ্যে আশা জাগাতে তাঁর দল সফল। ট্রুডোর প্রগতিশীল ভাবমূর্তি, ক্লাইমেট চেঞ্জ, জেন্ডার ইকুয়ালিটি, ইনডিজিনিয়াস বা আদি জনগোষ্ঠীর জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা প্রশংসিত হলেও এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক সংকটে থাকা কানাডিয়ানদের কাছে এসব গুরুত্ব পাচ্ছে না।

পিয়ার পলিয়েভার ক্ষমতায় এলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ফিরবে কি না তা নির্ভর করবে কয়েকটি বিষয়ের উপর। প্রথমত, কনজারভেটিভদের সঙ্গে ভারতের ও খালিস্তানিদের সম্পর্ক। এবং ভারত-কানাডা বাণিজ্য। আর দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পলিয়েভারের অগ্রাধিকারের তালিকা। ট্রুডো যখন নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে ভারতকে অভিযুক্ত করেছিলেন, তখন পলিয়েভার ট্রুডোকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ট্রুডোকে বলেছিলেন এই অভিযোগের সপক্ষে যা যা প্রমাণ আছে, সেগুলি প্রকাশ করতে। ঠিক যে কথা নয়াদিল্লিও অটোয়াকে একাধিকবার বলেছে।

তা ছাড়া, এই মুহূর্তে কনজারভেটিভরা ২০ পয়েন্টের ব্যবধানে লিবারেলদের থেকে এগিয়ে আছে। তাই শিখ ও খালিস্তানপন্থীদের ভোটের দরকার এখন অন্তত তাদের নেই। তাই তারা তোষণের রাজনীতির পথে যে যাবে না এটা ধরেই নেওয়া যায়। এর আগে শেষ বার কানাডায় যখন কনজারভেটিভ সরকার ছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্টিফেন হার্পার। তাঁর জমানার অনেক আগে ১৯৮৫ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার কনিষ্ক বিমানটি খালিস্তানিরা যেভাবে বোমায় উড়িয়ে ৩২৯ জন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছিল, হার্পার তার কঠোর নিন্দা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কানাডা কখনও খালিস্তানিদের সমর্থন ও আশ্রয় দেবে না। তাঁর সময় ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যও অনেকগুণ বেড়েছিল।

জিতে এলে পলিয়েভারের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও দুর্মুখ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সামলানো। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই বলেছেন, কানাডা আমেরিকায় যা রপ্তানি করবে, তার উপর ২৫ শতাংশ হারে তিনি কর বসাবেন। এটি বাস্তবায়িত হলে কানাডার অর্থনীতির আরও বেহাল দশা হবে। জাস্টিন ট্রুডোকে তিনি কৌতুকমিশ্রিত অপমান করে এ-ও বলেছেন, কানাডা যেন আমেরিকার ৫১তম স্টেট হয়ে সে দেশের অংশ হয়ে যায়। সুতরাং, কানাডার অর্থনীতিকে ফের উদ্ধার করা পিয়ার পলিয়েভারের কাছে আরও এক বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানেও ভারত সাহায্য করতে পারে। এই মুহূর্তে ভারত ও কানাডার মুক্ত বাণিজ্যনীতি নিয়ে বৈঠক থমকে আছে। সদিচ্ছা থাকলে পলিয়েভার সেটা ফের চালু করতে পারেন। কানাডা ন্যাচারাল গ্যাস, ইউরেনিয়াম আর ডালের রপ্তানি ভারতে বহুগুণ বাড়াতে পারে।

মোটের উপর বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, ট্রুডো অর্থনীতি সহ কানাডার সামগ্রিক পরিস্থিতিকে যে অবস্থায় রেখে পদত্যাগ করেছেন, তাকে মোটামুটি সঠিক অবস্থায় আনতে পলিয়েভারকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। তার পাশাপাশি, তাঁকে আমেরিকা তথা ট্রাম্পের মতো একজন প্রতিবেশী প্রেসিডেন্টকে বাগে আনতে হবে। ভারত এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি, কানাডার গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং পার্টনার ও কানাডায় বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক ভারতীয় থাকার কারণে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির দিকটাও তাঁকে দেখতে হবে। তার মানে এই নয় যে, নিজ্জর হত্যা নিয়ে তাঁর অবস্থান অথবা খালিস্তানি তোষণ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। তবে পলিয়েভার হয়তো অন্যভাবে এই স্পর্শকাতর দিকটি সামলাবেন। আপাতত, এইটুকু আশা রেখেই চলতে হবে নয়াদিল্লিকে।

(লেখক সাংবাদিক ও অনুবাদক। কানাডার টরন্টোর বাসিন্দা)

আজ

১৯৮৮

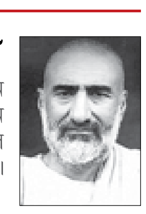

আজকের দিনে প্রয়াত হন আবদুল গফফর খান।

১৯২১

বিশিষ্ট দার্শনিক শিবনারায়ণ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ছেলেকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানান, তবে তার আগে ভালো হিন্দু বানান। আর বাড়িতে একটা করে ধারালো অস্ত্র রাখুন। নিজের ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষা করতে না পারলে ডাক্তার, ব্যারিস্টার যাই হোক ফুটে যাবে। উদ্বাস্তু হয়ে অন্য কোথাও যেতে হতে পারে তাকে।

- সুকান্ত মজুমদার

ভাইরাল/১

শীতকালে ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে জলই যথেষ্ট। মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে প্রয়াগরাজ স্টেশনে ট্রেনের সিট পেতে বহু মানুষ হুড়োহুড়ি শুরু করে। শেষে এক রেলকর্মী পাইপে করে জল নিয়ে তাঁদের দিকে ছিটোতে থাকেন। ঠান্ডায় জলস্পর্শ পেতেই উধাও ভিড়।

ভাইরাল/২

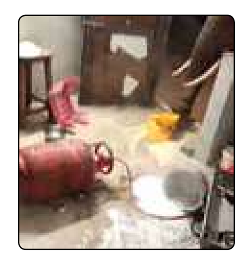

কোয়েম্বাটোরের এক বাড়িতে শ্রমিকরা রান্না করছিলেন। একটি হাতি সেখানে ঢুকে পড়তেই তাঁরা গ্যাস বন্ধ করে সরে আসেন। হাতিটি খাবারের খোঁজে ঘর তছনছ করে। ব্যাগে রাখা চাল খেয়ে চলে যায়। ভিডিও ভাইরাল।

জনমন
জনমত

তরুণ প্রজন্মের মুখের বুলি

কিছুদিন আগে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছি, সেই সময় চার-পাঁচটি ছাত্রকে দেখি তারা স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষা করছে। দুজন ছাত্রের মুখের ভাষা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তাদেরই সহপাঠীর মাকে উদ্দেশ্য করে একজন ছাত্র অপর ছাত্রের সঙ্গে কথোপকথন চালাচ্ছে আর বাকিরা তার মজা নিচ্ছে। কী নোংরা, অশ্লীল ওদের মুখের ভাষা! বড়জোর তারা নবম কিংবা দশম শ্রেণির ছাত্র। ইয়ার্কি, তামাশা করতে করতে তরুণসমাজ স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করতে ভুলে যাচ্ছে।

আকছার আমরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে গিয়ে এই প্রজন্মের মুখ থেকে বিভিন্ন নোংরা কথা শুনছি। কী ছেলে, কী মেয়ে নির্দ্বিধায় তারা এইসব শব্দ প্রয়োগ করছে। পাশ দিয়ে হাঁটতে নিজেরই লজ্জা বোধ হয়। ছোট ছোট শিশুরাও এইসব বুলি করায়ত্ত করছে। রাস্তার মোড়ে, বিভিন্ন মুদিখানা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পানমশলা দিয়ে, হাতে একটা সিগারেট গুঁজে, খিস্তি দিতে দিতে চলে আড্ডার মজলিশ। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোনও বয়স্ক পথচারীকে দেখেও ওদের মুখের ভাষার কোনও পরিবর্তন হয় না। আর রাত বাড়লে চলে এদের বাইক দৌরাত্ম্য। নোংরা বুলি জোরে বলতে বলতে তারা বাইক দাপিয়ে চলে। এদের নেই কোনও ভাষার জ্ঞান, নেই মুখের লাগাম। ভালো স্কুল, ভালো পরিবেশ থেকে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরাও আজ যেন বেয়াদব হয়ে উঠেছে।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

বন্ধ হয়ে গেল বইমেলা

ধূপগুড়ি ব্লক এখন মহকুমায় পরিবর্তিত হয়েছে। প্রায় সবকিছুই উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমি ধূপগুড়িবাসী হিসেবে একটু অবাক হলাম। বিগত বছর ধরে শীত এলেই শুরু হত সাতদিনের বইমেলা। স্কুল জীবনে হাফ দামের টিকিটে ঢুকে পড়তাম বইমেলা প্রাঙ্গণে। কত বই নেড়েঘেঁটে দু'একটা নিতাম। এখন সেসব স্মৃতির পাতায় আবদ্ধ।

প্রথম দিকে ছিল ধূপগুড়ি বইমেলা, পরে নাম পরিবর্তন করে হল গ্রন্থমেলা। যাইহোক, বইয়ের দোকান তো সারি সারি থাকত। গত দু'বছর আগে ধূপগুড়িতে শেষবার জেলা বইমেলা বসেছিল। তারপর সব ইতি। কিন্তু কী কারণে বইমেলা বন্ধ হল তা অজানা। শিক্ষিত লোকের অভাব না অনীহা, নাকি অন্য কিছু জানি না। তবে আশা রাখছি, আবার ধূপগুড়ি বইমেলা হবে।

মনোজকুমার রায়
ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আগ্রহ দিন-দিন কমছে টেক্সট বই পড়ার

কলেজ পড়ুয়াদের মনোভাব পালটে যাচ্ছে। আগের সঙ্গে এই প্রজন্মের মনোভাবে ফারাকে ভালো-খারাপ দুই-ই রয়েছে।

রম্যাণী গোস্বামী

সংক্রান্তির পরেই শীতটা জাঁকিয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গে। কলেজে কলেজে এখন প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নেওয়ার হিড়িক চলছে। পলাশ ইলেক্ট্রিক কেটলিতে ওদের সবার জন্য চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে বেজার মুখে বলল, 'দু'একজন ছাড়া কেউই তো রেগুলার ক্লাসে আসে না, পড়াশোনায় আগ্রহ কমেছে। এমনকি প্র্যাকটিকালগুলো প্র্যাকটিস করার ডেট দিলাম থিওরি পরীক্ষার পর, সেখানেও কারও দেখা নেই। আর এখন ল্যাবে এসেই স্যর এটা পারছি না, ওটা কীভাবে করব, উফ অসহ্য! এটা পরীক্ষা না প্রহসন?'

মিতালি ল্যাবরেটরি নোটবুকগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তবু তো স্বীকার করল যে পারছে না। কয়েকজন তো বুক ফুলিয়ে বলছে, ক্লাসে আসেনি কারণ কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রাইভেটে গুচ্ছের টাকা দিয়ে কোচিং নিচ্ছে। অথচ প্রোগ্রামিংয়ের একটা লাইন কোড লিখতে পারেনি। তবুও কী অকুতোভয়! কী ক্যাজুয়াল হাবভাব! আমরা কখনও এমনটা কল্পনাও করতে পারতাম বল?'

মিতালিকে সমর্থন এল অন্যদিক থেকে। 'ঠিক বলেছিস। মাঝে মাঝে মুখে মুখে ওরা এমন তর্ক করে স্যর-ম্যাডামদের সঙ্গে, দেখলে অবাক লাগে! কিন্তু বেশি কিছু বলাও যায় না, আজকালকার ছেলেমেয়ে। এ তো আর আমাদের যুগ নয় যে হেডস্যরের চড়থাপ্পড় খেয়ে দিন শুরু হবে। আবার স্যরেদের সঙ্গেই স্কুল মাঠে ফুটবল পিটিয়ে দিন শেষ। কী বলুন ম্যাডাম?'

শিরিন মিত্র মিটিমিটি হেসে বললেন, 'এর চাইতেও সাংঘাতিক বদল আমি খেয়াল করেছি।' চায়ের কাপে ছোট্ট চুমুক দিয়ে যোগ করলেন, 'তোমরা তো অনেক ছোট। আমাদের আমলের সঙ্গে যদি তুলনা করো, তবে বলি এখনকার ছাত্রছাত্রীদের বই পড়তে বড়ই অনীহা। সে টেক্সট বই হোক বা রেফারেন্স বই। তারা সকলেই টেকস্যাভি। সুতরাং স্মার্টফোনে রেডি মেটিরিয়াল নামিয়ে নিতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যুগটাই হলো শর্টকাটের। প্রচুর পরিশ্রম করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বই খুঁজে বিষয়টার গভীরে ঢোকার চাইতে চট করে চ্যাটজিপিটিকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া বা ইউটিউবে ধাঁ করে টিউটোরিয়াল দেখে নেওয়াটা এখন অনেক সোজা।'

কলেজ অধ্যাপকদের কথোপকথন কাল্পনিক শোনাতে পারে, তবে এটাই বাস্তব।

যতদিন যাচ্ছে লাইব্রেরিগুলোতে ছাত্রদের যাতায়াত হুহু করে কমছে। আর পিডিএফের দৌলতে কলেজপাড়ায় বইয়ের দোকানগুলো খাঁখাঁ করছে ভাঙা হাটের মতো। কোথায় গেল আগেকার সেই রমরমা?

শিক্ষকদের সম্মান করার জায়গাটায় আজকের দিনে অনেকখানি ঘাটতি এসেছে মানছি। কিন্তু তার জন্য পুরোপুরিভাবে ছাত্রদের দোষ দেওয়া যায় কি? ক'জন শিক্ষক সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন? তাছাড়া এই দুর্নীতির প্রথায় চাকরিবাকরির ব্যাপক অনিশ্চয়তার আবহে এখনকার ছাত্রছাত্রীরা প্রতিমুহূর্তে কী পরিমাণ হতাশা আর মানসিক চাপের মুখোমুখি হচ্ছে, সে খেয়াল কি আমরা রাখি?

একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে দুজনেই কলেজ পড়ুয়া। নিজেরা কোন সকালে টিউশন পড়িয়ে এতটা দূরে আসে ক্লাশ করতে। কলেজের কাছে ভাড়া থাকার সাধ্য নেই ওদের। নিজেদের পড়ার খরচ চালানো, পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা আগে যেমন ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, এখন আর নেই, তেমনটা ধরে নেওয়াও ভুল।

বরং শিক্ষকদের সঙ্গে বর্তমান পড়ুয়াদের মেলামেশা এখন অনেক সহজ সরল। আগেকার মতো অহেতুক ভয় বা জড়তা নেই। সেটা বেশ লাগে। তবে কিছু কিছু বদল বড্ড চোখেও লাগে। ভাবি, বই পড়ার অভ্যেসটা যদি বাড়ত। সে পিডিএফেই পড়াই হোক না কেন।

(লেখক অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। অত্যাচার, পীড়ন ৪। দিন, সারাদিন ৫। আপস, মীমাংসা ৭। ভারতের এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৮। প্রশ্ন, জেরা, প্রার্থনা ৯। ঝগড়া, তিরস্কার ১১। কাহিনি, গল্প-উপাখ্যান ১৩। পূর্ণিমা তিথি, প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ১৪। দেনাদার, ঋণী, জলাশয়, খাত, গর্ত, পরিখা ১৫। পয়গম্বর, নবি, হজরত মহম্মদ, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

উপর-নীচ : ১। ইংরেজি বছরের মাস ২। অমৃত, মদ, সুরা ৩। স্থায়ীভাবে থাকা, বাস ৬। বাংলা বছরের মাস ৯। বড় নৌকা ১০। ফুল কাটা জরিদার এক ধরনের রেশমি কাপড় ১১। খনি, উৎপত্তিস্থান ১২। কৃত্রিম, ঝুটা, জাল, প্রতিলিপি, কপি।

সমাধান ■ ৪০৪৩

পাশাপাশি : ১। কিংশুক ৩। কাবাব ৫। মনোনিবেশ ৭। তফাত ৯। বসতি ১১। পরামানিক১৪। ঘটিকা ১৫। রমরমা।

উপর-নীচ : ১। কিসমত ২। করম ৩। কাহিনি ৪। বন্দিশ ৬। বেতস ৮। ফাতরা ১০। তিলোত্তমা ১১। পরিঘ ১২। মালিকা ১৩। কড়ার।

বিন্দুবিসর্গ

দুয়ারে পুলিশ

শাশুড়ি-বৌমার বিবাদ মেটাল ‘পুলিশ বন্ধু’ শিবির। ঘরের কাজ করা নিয়ে বিবাদ বাধে। বধূ নির্যাতনের মামলাও করেন বৌমা। শেষে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর আর কোর্টকাছারি হয়নি।

ডিজের তাণ্ডব

কাটোয়ায় দুই পুজো কমিটির ডিজে বাজানোর তাণ্ডবে গ্রেপ্তার হল আটজন। উচ্চগ্রামে ডিজে বাজানোয় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। তারপরেই পুলিশে খবর দেন।

পাকড়াও তরুণ

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ ধরা পড়ে বিহারের তরুণ। বিহারের গয়ার বাসিন্দার থেকে সেভেন এমএম দেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

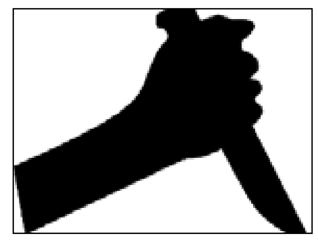

খুন

প্রতিবেশী তরুণের অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হল মহিলার। জখম হলেন তাঁর মেয়ে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির কারণে বিবাদ বাধে।

সুকান্তর মঞ্চ খুলে দিল পুলিশ

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : সুকান্তর স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে দলেই প্রশ্ন!

প্রসূতি মৃত্যুর জন্য জুনিয়ার ডাক্তারদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার সুকান্তর স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে রাজ্য বিজেপিতে সমন্বয়ের অভাব আবার স্পষ্ট হল। একদিকে, সোমবারের কর্মসূচিতে পুলিশের অনুমতি না দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, আচমকা সোমবার স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা নিয়েও দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। যার জেরে সোমবারের কর্মসূচিতে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতি নিয়ে নিশ্চিত করে জানাতে পারছে না দল। বিশেষত কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আদৌ থাকবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়।

প্রসূতি মৃত্যু কাণ্ডে ১২ জুনিয়ার ডাক্তারকে সাসপেন্ড করেছে রাজ্য সরকার। সেই সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে দুপুরে স্বাস্থ্য ভবনে বিক্ষোভ দেখাবে সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বিজেপি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কর্মসূচি নিয়ে পুলিশের কোনও অনুমতি মেলেনি। সন্ধ্যায় সুকান্ত নিজেই তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য ভবনের সামনে কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিচ্ছে। কোনও মঞ্চ বাঁধা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই কর্মসূচি নিয়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

এদিকে সুকান্তর বিক্ষোভ কর্মসূচির মঞ্চ খুলে জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। মঞ্চ খোলা নিয়ে পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা বাধে। পুলিশের ভূমিকার নিন্দা করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন সুকান্ত। পুলিশকে কার্যত দলদাস (চটিচাটা) বলে কটাক্ষ করলেন তিনি। এত কিছুর পরেও সোমবার বেলা ১টায় কর্মসূচি হবে বলে জানিয়েছেন সুকান্ত।

কংগ্রেস প্রশ্নে মতভেদ সিপিএমের অন্দরে

ছাব্বিশের কৌশল রাজ্য সম্মেলনে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : তেল-সাবানের মতো এবার দলের রাজনৈতিক লাইন নিয়েও জনমত সমীক্ষা করতে চলেছে সিপিএম। রাজ্যে সিপিএমের মূল প্রতিপক্ষ বিজেপি না তৃণমূল? দল কোন রাজনৈতিক লাইনে এগোবে? দলের সদ্য অনুষ্ঠিত দু’দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও এটাই ছিল আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। রাজ্যে সিপিএম কোন পন্থায় এগোবে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তবে কংগ্রেসের হাত ধরবে কি না তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে সিপিএমের অন্দরে। এই বিষয়গুলি আগেও উঠে এসেছে বৈঠকে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই প্রথমবার দলের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা প্রকাশ্যে আনতে চলেছে সিপিএম।

সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। ২০১১ সালের পর থেকে এই রাজ্যে সিপিএমের রক্তক্ষরণ অব্যাহত। জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে দলের নির্বাচনি কৌশল ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ্যে আনতে চলেছে সিপিএম। নিজেদের কৌশল সামনে এনে জনগণের থেকে মতামত চাইবে। এতদিন দল কোন কৌশলে এগোবে, তা পার্টির অন্দরে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু প্রথমবার নির্বাচনি কৌশলের পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। ফেব্রুয়ারিতে ডানকুনিতে রাজ্য সম্মেলন রয়েছে। ওই সময়ও এই বিষয়ে আলোচনা হবে।

শুক্রবার থেকে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শুরু হয় নিউটাউনে। রবিবার তা শেষ হয়েছে। এপ্রিলে দলের পার্টি কংগ্রেসের আগে চূড়ান্ত রণনীতি ঠিক করতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের সিপিএমের নেতারা অংশ নেন। বৈঠকে উঠে এসেছে সিপিএমের সাংগঠনিক পরিস্থিতি কী পর্যায়ে রয়েছে এবং পরবর্তীতে দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি এড়াতে কোন পদ্ধতিতে এগোনো হবে সেই বিষয়গুলি। রাজ্য সম্মেলনের সময় ভোট কৌশল প্রকাশ্যে এনে জনগণের কাছে জানতে চাওয়া হবে কোন পদ্ধতিতে এগোলে ভালো হয়। অর্থাৎ জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে জনগণের দরবারে পৌঁছোনোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু এই রাজ্যে নয়, দেশের নিরিখেই এই কাজ চলবে।

> সমস্ত স্তরে দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবনা আনা হচ্ছে। যা ১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে আনা হবে। দলের রাজনৈতিক কৌশল তাতে সামনে আসবে এবং মানুষের থেকে মতামত জানতে চাওয়া হবে।
>
> **প্রকাশ কারাত**

এই রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ জোরদার করতে হবে বলেই মত উঠে এসেছে। যদিও নেতাদের একাংশের বক্তব্য, বিজেপির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেও তা তৃণমূলের ক্ষেত্রেও কম হবে না। তবে কংগ্রেসকে সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় সিপিএম নেতারা কড়া মনোভাব দেখালেও বঙ্গ সিপিএমের একাংশ কার্যত নরম ছিল। তাই আগামীদিনে রাজ্য সিপিএমে কংগ্রেস নিয়ে অবস্থান কী হবে, তা নিয়েও একপ্রস্থ আলোচনা চলেছে। এই কয়েক বছরে সিপিএমের নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি হয়নি বলে বৈঠকে মন্তব্য করেছেন সিপিএমের পলিটব্যুরো কোঅর্ডিনেটর প্রকাশ কারাত।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিজেপি বিরোধিতায় বিশেষ করে জোর দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা ও এক দেশ এক ভোট নীতি কার্যকর করা রুখতে প্রতিবাদ জারি রাখার বিষয়ে বলা হয়েছে। রবিবার প্রকাশ কারাত বলেন, ‘সমস্ত স্তরে দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবনা আনা হচ্ছে। যা ১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে আনা হবে। দলের রাজনৈতিক কৌশল তাতে সামনে আসবে এবং মানুষের থেকে মতামত জানতে চাওয়া হবে।’ জানা গিয়েছে, ২২ ও ২৩ মার্চ এই খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য আবার বৈঠকে বসবে কেন্দ্রীয় কমিটি।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ’২৬-এর নির্বাচনের আগে তৃণমূল-বিজেপির বিরোধিতায় আলোচনা হয়েছে। বামপন্থীদের একত্রিত করার চেষ্টাও চলছে।’

সামনেই প্রজাতন্ত্র দিবস। চলছে তারই প্রস্তুতি। রবিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

সাজা যাই হোক, অসন্তোষ পরিবারের

আজ সকলের নজর শিয়ালদা আদালতে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ১৬৫ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা করতে চলেছে শিয়ালদা আদালত। এই ঘটনায় শনিবার সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। তাকে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (ধর্ষণ করে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া), ১০৩ (১) (খুন) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে ধর্ষণ ও খুনের তদন্তে এখনও বহু উত্তর অধরা রয়ে গিয়েছে বলে মনে করছে নির্যাতিতার পরিবার, আন্দোলনকারী ডাক্তাররা ও নাগরিক সমাজ। সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করলেও ঘটনার নেপথ্য কারণ এখনও উদঘাটন হয়নি বলে মনে করছেন তাঁরা।

আরজি কর কাণ্ড রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্র, তদন্তকারী সংস্থা ও রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকায় একাধিক প্রশ্ন খাড়া করেছে। তাই দ্রুত সাজা ঘোষণা হলেও এই ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বেশকিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকছে বলেই মনে করছে নির্যাতিতার পরিবার। সাজা ঘোষণার আগে ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে নির্যাতিতার মা বলেন, ‘সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট এনেছে। তাই ওরই সাজা ঘোষণা হচ্ছে। আমরা মনে করি এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। বলতে গেলে তদন্ত এখনও শুরুই হয়নি। সিবিআই এখনও আমার মেয়েকে কোথায় খুন করা হয়েছে, সেটাই বার করতে পারেনি। সঞ্জয়ের সাজায় আমাদের খুশি হওয়ারও কিছু নেই, হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হবে না বলেই মনে করছি। বিচার চলবে।’

দিনভর খায়নি সঞ্জয়

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : মুখের সামনে থালায় খাবার সাজানো। একেবারে চুপচাপ বসে রয়েছে সঞ্জয় রায়। কারারক্ষীরা একাধিকবার কথা বলার চেষ্টা করলেও কোনও কথা বলেনি সে। শনিবার আদালত থেকে জেলে নিয়ে যাওয়ার পরই চুপচাপ হয়ে গিয়েছে সে। সোমবার তার বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করা হবে। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও খাবারই মুখে তোলেনি সে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ৩ নম্বর সেলে রয়েছে সঞ্জয়। সূত্রের খবর, জেলে ঢোকানোর পর থেকে সে চুপচাপ রয়েছে।

এখনও ‘সঞ্জয় একাই দোষী নয়’ বলে দাবি করছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিজেপি পরিষদীয় দলের নেতা শংকর ঘোষ বলেন, ‘সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণা বিচারপ্রক্রিয়ার একটি পর্ব মাত্র। তার অপরাধকে যাঁরা আড়াল করতে চেয়েছেন, তাঁদের যতদিন না শাস্তি হবে, ততদিন বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে না।’

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই তো বলেছি, সন্দেহ রয়েছে। পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর জড়িত রয়েছে। সিবিআইকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।’ তবে কিছুটা সাবধানি মন্তব্য করেছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘সাজা ঘোষণার আগে একটা কথা বলতে চাই, সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক।’

জুনিয়ার ডাক্তার অনিকেত মাহাতো বলেন, ‘আমার প্রশ্ন, সঞ্জয় ছাড়া আর কে? ডিএনএ রিপোর্টে যেখানে একাধিক ব্যক্তির জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছিল, সেখানে দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা কী করল? প্রমাণ লোপাটের জন্য অবিলম্বে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিয়ে তদন্ত শুরু হোক।’

সোমবার সাড়ে ১২টায় সঞ্জয় ও নির্যাতিতার পরিবারের বক্তব্য শুনবেন বিচারক অনির্বাণ দাস। তারপর তিনি চূড়ান্ত সাজা ঘোষণা করবেন দুপুর ২টো নাগাদ। রায়ের কপিতে নির্দিষ্ট বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন তিনি।

তবে আইনজীবীরা মনে করছেন, সঞ্জয় একা, নাকি দলগত অপরাধ, সেই বিষয়ে বিচারক কী পর্যবেক্ষণ রাখেন, সেটাই দেখার।

পুরোনো নেতা-কর্মীদের সামনের সারিতে চান মমতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের সামনের সারিতেই চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁদের নিয়ে তৃণমূল দলটা শুরু করেছিলেন তাঁদের কাছে পেতে চাইছেন। দলে নবীনদের পাশাপাশি প্রবীণদের সমান গুরুত্ব চান তিনি। জেলা থেকে শহর যেখানেই যাচ্ছেন তিনি, দলের স্থানীয় নেতাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। এ বিষয়ে বার্তাদূত হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীরই পুরোনো সতীর্থ-সহকর্মী দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে। সর্বত্র সেই বার্তা দিয়ে চলেছেন তিনি।

তৃণমূল সূত্রে রবিবারের খবর, আর একদিন বাদেই মুখ্যমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার কথা দু’দিনের জন্য। জেলা প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি দলের সমাবেশও করবেন সেখানে। তাঁর আসার আগেই দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের এককাট্টা করে মুখ্যমন্ত্রীর সমাবেশ-প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন দলের স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীও রবিবার ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর কাছে বিষয়টি এড়িয়ে যাননি। জেলা ও জেলা সংলগ্ন এলাকায় দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আনতে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন তিনি। নেত্রীর বার্তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাঁর মতো করে।

যদিও এই মুহূর্তে দলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলের কাছে নেত্রীর এই বার্তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কিছু কারণে দলের ‘সেনাপতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেত্রীর সামান্য যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেদিক থেকে নেত্রীর এই বার্তা নতুন আলোচনার ইন্ধন জুগিয়েছেন দলে। নবীনদের পাশাপাশি প্রবীণদের সমান গুরুত্ব যে নেত্রী দিতে চান, সেকথা প্রকাশ্যেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ মহলকে। বরাবরই দলে প্রবীণদের তুলনায় নবীনদেরই বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এই অভিযোগ দলেই একাংশের পক্ষ থেকে উঠেছে। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী সেটাই এখন ঘোচাতে উঠেপড়ে লেগেছেন।

আজ টিভিতে

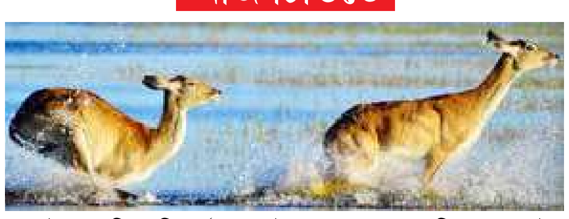

ওয়াইল্ড আফ্রিকা রিভার্স অফ লাইফ দুপুর ২.১৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১.০০ সেজ বউ, বিকেল ৪.০০ শিকারি, সন্ধে ৭.৩০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩০ চালবাজ, ১.০০ গোলেমালে পিরিত কোরো না
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সন্তান, বিকেল ৪.১৫ দাদা, সন্ধে ৭.১০ গোলমাল, রাত ১০.১০ লাঠি
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ ১০০% লভ, দুপুর ২.৩০ তারিণী তারা মা, বিকেল ৫.০০ মেজ বউ, রাত ৯.৩০ অনুতাপ, ১২.০০ আজকের শর্টকাট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মানিক
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কলঙ্কিনী
সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.০০ নো পার্কিং, দুপুর ১.৩০ পুলিশওয়ালা, বিকেল ৪.৪৫ পোস্টার বয়েজ, সন্ধে ৭.১৫ পেয়ার কিয়া নেহি জাতা, রাত ১০.০০ রামপুরি দামাদ
কালার্স সিনেপ্লেক্স : বেলা ১১.৫৭ বেটিং রাজা, দুপুর ১.৫৯ গডফাদার, বিকেল ৫.০৬ যুদ্ধ, রাত ৮.০০ দ্য ওয়ারিয়র, ১০.২৫ পিচাইকরন
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৪ দ্য লেজেন্ড অফ টারজান, ২.১২ কুং ফু হাসল, বিকেল ৩.৩৬ ভেনম-লেট দেয়ার বি কারনেজ, সন্ধে ৭.১৪ বেবি ড্রাইভার, রাত ৯.০০ মনস্টার হান্টার, ১০.৪৬ বুলেট ট্রেন

১০০% লভ বেলা ১১.৩০ জি বাংলা সিনেমা

রক্ষা বন্ধন দুপুর ১.৪৫ অ্যান্ড পিকচার্স

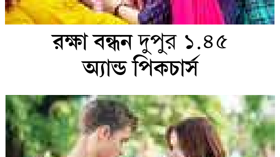

দ্য গিভার রাত ১১.৪৩ মুভিজ নাউ

পিকনিক পর্ব

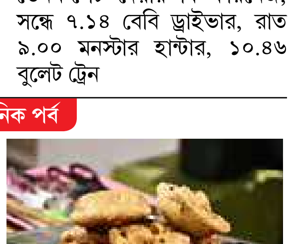

চম্পা রায় শেখাবেন **অমৃতসরি পিনডি ছোলে এবং ধুমকা।**
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ফেব্রুয়ারিতে পদ্মের নয়া রাজ্য সভাপতি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই রাজ্য বিজেপির নয়া সভাপতি নির্বাচন। সঙ্গে রাজ্য স্তরে দলের রদবদল প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা। রবিবার গেরুয়া শিবিরের খবর, যেভাবে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে, তাতে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজ্য পর্যায়ে এই রদবদল চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। রাজ্য দলের একাধিক শীর্ষ নেতার নিশ্চিত ধারণা অন্তত সেটাই। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর ১৫ জানুয়ারি সরকারিভাবে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হয়েছে রাজ্যে। এবার শুরু হয়েছে দলের বুথ কমিটি নির্বাচন। তারপর মণ্ডলগুলির গঠন। এই দুই সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলতি জানুয়ারিতেই শেষ হওয়ার কথা।

তারপর বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে রাজ্য স্তরে সভাপতি ও কমিটি গঠনে হাত দিতে হবে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে। দলের সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য স্তরে সভাপতি ও কমিটির পদাধিকারীদেরও ওই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে আসতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার থেকে শুরু করে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা, প্রত্যাহার সহ আনুষ্ঠানিক সব কিছুই থাকবে।

সেক্ষেত্রে রাজ্যে নয়া সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারী পদে নির্বাচনের জন্য লড়াইও থাকবে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারীর নির্বাচনও চূড়ান্ত করা হতে পারে। বলা যায়, দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া বজায় রেখেও আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে রাজ্য সভাপতি ও পদাধিকারীদের চূড়ান্ত করার চলও রয়েছে বিজেপিতে।

দিল্লি থেকে দলীয় সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আর বেশিদিন পিছিয়ে রাখতে রাজি হচ্ছেন না দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটা বড় অংশ। এবছর কাটলেই সামনের বছর ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোট। তার আগে এখনই দলের নয়া সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারীকে দায়িত্বে না আনতে পারলে বাস্তবে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে। দলের নতুন রাজ্য নেতৃত্বকে ভোটের আগে দলকে গুছিয়ে তোলার জন্য একটা সময় দিতে হবে। এটা ভেবে সম্ভবত ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে ভোটাভুটি এড়িয়ে বিজেপির নয়া রাজ্য সভাপতি চূড়ান্ত করতে চলেছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

যা জানা গিয়েছে

- রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আর বেশিদিন পিছিয়ে রাখতে রাজি হচ্ছেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটা বড় অংশ
- দলের নতুন রাজ্য নেতৃত্বকে ভোটের আগে দলকে গুছিয়ে তোলার জন্য সময় দিতে হবে
- এটা ভেবে সম্ভবত ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই নয়া রাজ্য সভাপতি চূড়ান্ত করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

রাজ্যে দলের প্রবীণ শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষ সহ একাধিক প্রথম সারির নেতারও এই সম্ভাবনার কথায় সায় মিলেছে। দিলীপবাবু বলেন, ‘সময় বেশি আর কোথায়। এক বছর বাদেই তো ভোট। নেতৃত্বে নতুন লোক আনতে হলে পার্টিকে গোছাতে তাঁদের সময় দিতে হবে।’

এদিন দলীয় সূত্রে খবর, একেবারে নতুন কাউকে দলের রাজ্য সভাপতি করতে চাইছেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পুরোনো কাউকে রাজ্য সভাপতি করার দিকেই সমর্থন বেশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। যিনি তাঁর অতীত অভিজ্ঞতায় ভোটের আগে পার্টিকে গুছিয়ে তুলতে সমর্থ হবেন।

উত্তেজনা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : এক কিশোর ক্রিকেটারের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তেজনা ছড়ায় এসএসকেএম হাসপাতালে। অভিযোগ, শনিবার সকাল থেকেই দেব ঘোষ (১৫) নামে ওই ক্রিকেটার নিখোঁজ ছিল। এদিন সকালে বাড়ির লোকজন খবর পান, এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে দেব। কিন্তু দুপুরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। দেবের পরিবারের দাবি, তাঁদের না জানিয়েই মর্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দেহ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে।

মদনের নিশানায় কাউন্সিলাররা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : তৃণমূলের পোশাক খুলে নিলে খেতে পাবেন না কাউন্সিলাররা। বক্তা মদন মিত্র। শনিবার বেলঘরিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এভাবেই কাউন্সিলারদের আক্রমণ করেন তিনি। স্বভাবতই তাঁর এই মন্তব্যে নতুন করে জলঘোলা শুরু হয়েছে।

> মানুষের আশীর্বাদে গায়ে শাল জড়িয়ে কাউন্সিলার হয়ে গিয়েছেন এঁরা। কাল যদি গা থেকে তৃণমূলের কাপড়টা কেড়ে নেওয়া হয়, খেতে পাবে না। অনেকে আছেন আমি জানি।
>
> **মদন মিত্র**

শনিবার রাতে বেলঘরিয়ায় দলীয় এক অনুষ্ঠানমঞ্চে দাঁড়িয়ে কাউন্সিলারদের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক। দলীয় কর্মী, সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন,‘কোনও কাউন্সিলার যদি আপনাদের তুল্যমূল্য বিচার করেন, চাকরবাকর মনে করেন, কী হল না হল পরোয়া না করেন, সেই কাউন্সিলারকে পাত্তা দেওয়ার কোনও দরকার নেই। সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি কাউন্সিলারদের কায়দা মারা বের করে দেব।’

তিনি আরও বলেন, ‘মানুষের আশীর্বাদে গায়ে শাল জড়িয়ে কাউন্সিলার হয়ে গিয়েছেন এঁরা। কাল যদি গা থেকে তৃণমূলের কাপড়টা কেড়ে নেওয়া হয়, খেতে পাবে না। অনেকে আছেন আমি জানি।’ তখনই রীতিমতো বেপরোয়াভাবে বলেন, ‘এখানে প্রেস আছে হয়তো। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে দেবেন, আমি বলেছি। কোনও কাউন্সিলারকে পরোয়া করার দরকার নেই।’ তাঁর এই ভঙ্গিতে কথা বলায় শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বিশেষ করে ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে দেবেন’ কথার মধ্যে অনেকেই ঔদ্ধত্যের ভাব লক্ষ্য করেছেন।

মেদিনীপুর হাসপাতালে বিক্ষোভ জারি

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : স্যালাইন কাণ্ডে ১৩ জন ডাক্তারকে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। তবে হাসপাতালে রোগী পরিষেবা স্বাভাবিকই রয়েছে। এভাবে ডাক্তারদের সাসপেন্ড করার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে সিনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। নদিয়ার পলাশিপাড়ার গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রবিবার নিষিদ্ধ স্যালাইন ‘রিংগার্স ল্যাকটেট’ ব্যবহারের অভিযোগ উঠল।

এদিন বিক্ষোভরত জুনিয়ার ডাক্তাররা বলেন, মূল ঘটনাকে আড়াল করার জন্য আমাদের ওপর কোপ দেওয়া হয়েছে। সাসপেনশন তুলে না নেওয়া পর্যন্ত অবস্থান চলবে। তবে তাঁরা কোনওরকম কর্মবিরতিতে যাননি। আর পাঁচটা দিনের মতো স্বাভাবিক রয়েছে হাসপাতালের রোগী পরিষেবা।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে সামান্য মতবিরোধ। বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক শান্তি। মিথুন : অতিরিক্ত কথা বলতে গিয়ে অপমানিত। বিদ্যুৎ ও আগুন ব্যবহারে সাবধান। কর্কট : পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা পূর্ণ হবে। কানের সমস্যায় ভোগান্তি। সিংহ : কেউ আপনার নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে। পাওনা আদায়ে জোরাজুরি করবেন না। কন্যা : অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। তুলা : শিল্পীদের জন্যে দিনটি শুভ। মায়ের শরীর ভালো হওয়ায় স্বস্তিলাভ। বৃশ্চিক : নতুন কোনও সম্পর্ক নিয়ে হঠাৎ সমস্যা। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। ধনু : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। প্রেমে শুভ। মকর : প্রশিক্ষণে সাফল্য মিলবে। অভিনয় ও সংগীতশিল্পী হলে আজ ভালো যোগাযোগ হতে পারে। কুম্ভ : আজ দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হবে। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। মীন : নতুন কোনও কাজের সুযোগ মিলবে। কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ৩০ পৌষ, ২০ জানুয়ারি, ২০২৫, ৬ মাঘ, সংবৎ ৬ মাঘ বদি, ১৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১১। সোমবার, ষষ্ঠী দিবা ৯।১৭। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৮।১০। সুকর্মাযোগ রাত্রি ২।৫১। বণিজকরণ দিবা ৯।১৭ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।২১ গতে ববকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।১০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ৯।১৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ৯।১৭ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।৪৭ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ২।৩০ গতে ৩।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৯ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৯।১৭ গতে মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৮।১০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৯।১৭ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দেশভক্ত শরৎচন্দ্র বসুর প্রয়াণ দিবস (২০ জানুয়ারি)। সাধক কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ২।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

গঙ্গায় ডিঙি উলটে মৃত ৩, নিখোঁজ ১০

কিশনগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : কাটিহারের গঙ্গায় ডিঙি উলটে ১৩ জন তলিয়ে গেলেন। সেটিতে মোট ১৭ জন নারী, পুরুষ ও শিশু ছিল। তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। চারজনকে উদ্ধার করে কাটিহার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি দশজন এখনও নিখোঁজ। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম পবন কুমার (৬০), সুধীর মণ্ডল (৭০)। এক বছরের একটি শিশুর মৃতদেহও উদ্ধার হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, ডিঙিতে বাড়তি যাত্রী থাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মৃতদের ওয়ারিশকে চার লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

রবিবার সকালে কাটিহারের অমাদাবাদের করিমুল্লাহপুর দিয়ারার মেঘুঘাট থেকে ১৭ জন যাত্রী নিয়ে ডিঙিটি গড়াই দিয়ারার দিকে যাচ্ছিল। মাঝগঙ্গায় বাড়তি ওজন ও জলের ঢেউয়ে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ডের সকরি থেকে ১৭ জন নৌপথে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এ সময় ডিঙিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গোলাঘাটের কাছে উলটে যায়। মনিহারির মহকুমা শাসক কুমার সিদ্ধার্থ ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মনোজ কুমার, অমাদাবাদ থানার আইসি কুন্দন কুমারের নেতৃত্বে নিখোঁজদের সন্ধানে দিনভর নদীতে তল্লাশি চালানো হয়। তীব্র জলস্রোত ও গভীরতার জন্য অভিযানে বেগ পেতে হয়।

অন্য এক সূত্রের দাবি, যাত্রীরা দিয়ারায় নিজেদের চাষের খেত দেখে সকরি যাচ্ছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, নৌকায় বাড়তি যাত্রী পরিবহণ বন্ধে প্রশাসন এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিল। এদিনের ঘটনার পর প্রশাসনকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা যায়।

কামরা পরিবর্তন করতে গিয়ে প্রৌঢ়ের মৃত্যু

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : ট্রেনের টিকিট মিলেছিল ফরাক্কা পর্যন্ত। মধ্যরাতে ট্রেন সেখানে পৌঁছাতেই টিটি কামরা পরিবর্তন করতে বলেছিলেন। ২ মিনিটের হল্ট-এ কামরা পরিবর্তন করতে গিয়ে রেললাইনে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে।

মৃত ব্যক্তির নাম দীনেশচন্দ্র হাজং (৫১)। বাড়ি মেঘালয়ের সাউথ ওয়েস্ট গারোহিল জেলার জেকাবাড়িতে। পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গয়াতে পিণ্ড দিতে গিয়েছিলেন দীনেশবাবু ও তাঁর দাদা। অভিযোগ, ট্রেনের টিকিট না মেলায় কোনও এক দালালকে ধরে নিউ ফরাক্কা স্টেশন পর্যন্ত এসি কোচের টিকিট মিলেছিল। ট্রেন নিউ ফরাক্কা স্টেশন পৌঁছানোর ঠিক আগের মুহূর্তে টিটি দীনেশবাবু ও তাঁর দাদাকে জায়গা ছেড়ে দিতে বলেন।

তাঁরা টিটিকে বাকি যাত্রার জন্য জেনারেল টিকিট থাকার কথা জানালে টিটি তাঁদের জেনারেল কামরায় চলে যেতে বলেন। নিউ ফরাক্কা স্টেশনে ২ মিনিটের হল্ট থাকায় কামরা পরিবর্তন করতে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েন দুজন। এসি কামরা থেকে জেনারেল কামরা পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। দীনেশবাবুর দাদা রত্নেশ্বর হাজং কোনওমতে ট্রেনে উঠলেও দীনেশবাবু পিছলে রেললাইনে পড়ে যান। ট্রেন মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছালে তড়িঘড়ি ট্রেন থেকে নেমে গাড়ি ভাড়া করে ভাইয়ের খোঁজে ফরাক্কায় ছোটেন তাঁর দাদা। অনেকক্ষণ পর জানা যায়, তাঁকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, চিকিৎসকরা দীনেশবাবুকে মৃত ঘোষণা করেছেন।

গ্রেপ্তার দুই

করণদিঘি, ১৯ জানুয়ারি : কোচবিহারের ছিট মহলে বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয়েছিল ডালখোলা থানার চান্দপুর গ্রামের এক তরুণের দেহ। তদন্তে নেমে ডালখোলা থানার রানিগঞ্জ থানার সুশিলাপুর থেকে সরফরাজ সহ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ । আটক করা হয়েছে একটি চার চাকার গাড়ি। মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেছে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা।

কনফারেন্স

বুনিয়াদপুর, ১৯ জানুয়ারি : দুয়ারে সরকার নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স হল বংশীহারী ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের। ২৪ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই ক্যাম্প। এই সময়ের মধ্যে ৩৭টি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদন জানানো যাবে।

দখলমুক্ত করতে নোটিশ প্রশাসনের

সরকারি বিলে মাখনা চাষ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ জানুয়ারি : মাখনা, জেলার অন্যতম অর্থকরী ফসল। আর এই মাখনা চাষকে কেন্দ্র করে এবার বিতর্ক দানা বাঁধল মাখনার আঁতুড় হরিশ্চন্দ্রপুরে। সরকারি বিল দখল করে লাগাদার ১০ বছর ধরে মাখনা চাষের অভিযোগ উঠল এলাকারই কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে। যেখানে এই বীজের দাম ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা কুইন্টাল সেখানে সরকারকে ফাঁকি দিয়ে উলটে সরকারের বিল দখল করে বছরের পর বছর ধরে চাষ করা হল মাখনা। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ। বিরোধীদের অভিযোগ, এর পিছনে শাসকদলের প্রভাব রয়েছে। যদিও এই বিল দখলমুক্ত করতে অভিযোগ দায়ের করলেন আবার তৃণমূলেরই পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা। প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে ওই বিল দখলমুক্ত করতে করা হল নোটিশ জারি।

মাখনা চাষের জন্য দখল হয়ে যাচ্ছে বিল। - সংবাদচিত্র

হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার জাবরা বিল। প্রায় ২০০ বিঘা এই বিল। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে এই বিল দখল করে মাখনা চাষ করার অভিযোগ উঠেছে আমিনুল হক, করিম, আনোয়ার, আফতাবউদ্দিন সহ বেশ কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বিরোধীদের অভিযোগ এরা প্রত্যেকেই তৃণমূলের। তৃণমূল এবং প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদতে দখল হয়ে রয়েছে এই বিল। কিন্তু এতদিন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। এদিকে এই নিয়ে আবার অভিযোগ দায়ের করেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা স্বপন আলি। এই নিয়ে কোর্টে মামলা করা হয়। চাঁচল মহকুমা শাসকের কাছে শুনানি হয়। তারপরেই সম্প্রতি বিল দখলমুক্ত করতে নির্দেশ জারি করে প্রশাসন। নোটিশে স্পষ্টভাবে বলা হয় সরকারি সেই বিলে কোনওরকম কৃষিকাজ করা যাবে না। এদিকে খোদ তৃণমূল নেতা বিল দখল হওয়া নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলছেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর- ১ ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয় শংকর ভট্টাচার্য বলেন, 'ওই বিল নিয়ে ইতিমধ্যেই মামলা করা হয়েছে। দখলকারীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবিলম্বে ফসল তুলে নিতে এবং আগামীদিনে যাতে কোনওরকম চাষ করা না হয় সেদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় আমরা ওদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

অভিযোগকারী শাসকদলের হরিশ্চন্দ্রপুর -১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মক্রম আলি জানান, 'হয়তো প্রশাসন এবং কোনও প্রভাবশালী মহলের একাংশের প্রশ্রয়ে এই ঘটনা ঘটছে বারবার। ওটা সরকারি জমি। সরকারকে ফাঁকি দিয়ে কিছু অসাধু ব্যক্তি এই কাজ করছে। আমরা এই দখলদারি মানব না। আমরা চাই সরকারি জমি, সরকারের দখলে থাকবে।'

কংগ্রেস নেতা জিয়াউল হকের কথায়, 'এর আগে প্রশাসন তো নিজেই পিটিশন করেছিল যে ওটা সরকারি সম্পত্তি তারপরও কীভাবে ওখানে প্রকাশ্য দিবালোকে চাষ হয়ে যাচ্ছে?'

জেলা বিজেপি নেতা রূপেশ আগরওয়ালের বক্তব্য, 'তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তো সরকারি জমি জবরদখল করছে ওদের দলের নেতারাই। সঠিক তদন্ত হলে দেখা যাবে ওদের দলের লোকই জড়িয়ে আছে।'

জঙ্গিপুর ও সামশেরগঞ্জে চূড়ান্ত পর্বের দুই ক্রিকেট খেলায় জাকির হোসেনের পাশে শ্রাবন্তী। - অর্ণব চক্রবর্তী

হাঁসুয়ার কোপে মৃত্যু ভাইয়ের

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : দাদার হাঁসুয়ার কোপে মৃত্যু ভাইয়ের। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার ঘাসিনগর এলাকায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় পরিবারের তরফে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। মৃতের নাম দীপঙ্কর সরকার (২৫)। বাড়ি পুখুরিয়া থানার ঘাসিনগর এলাকায়।

অভিযোগ, শনিবার বিকেলে দীপঙ্করের সঙ্গে বড় দাদা কমলের বিবাদ বাধে। সেই সময় কমল হাঁসুয়া নিয়ে দীপঙ্করের হাতে কোপ মারে। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন প্রথমে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতাল এবং পরে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যায়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক দীপঙ্করকে মৃত বলে জানান।

জাকিরকে দফায় দফায় জেরা

কালিয়াচক, ১৯ জানুয়ারি : যদুপুর খুন কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত জাকির শেখকে জেরা শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। এসডিপিও ফায়সাল রাজা সহ পুলিশ আধিকারিকরা রবিবার তাকে দফায় দফায় জেরা করেছে। খুনের দিন ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র কোথায় রাখা হয়েছে, কী কারণেই খুন জেরা করে এসব বিষয়ে পরিষ্কার হতে চাইছে পুলিশ। যদিও খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি এখনও উদ্ধার হয়নি। কালিয়াচকের এসডিপিও ফায়সাল রাজা জানান, আগ্নেয়াস্ত্রটিও খুব শীঘ্রই উদ্ধার হবে।

উচ্ছেদের পরে আবার দখলদারি শুরু কালিয়াচকে

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৯ জানুয়ারি : কালিয়াচক চৌরঙ্গি এলাকায় ফের জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা। অনেকেই দোকানের সামনে গর্ত হয়ে থাকা জায়গাগুলি বুজিয়ে দিয়ে দোকানের মালপত্র লাগিয়ে বিক্রি করতে শুরু করেছে। আবার অনেক ব্যবসায়ী নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে ঠেলাগাড়ি নিয়ে ওই সমস্ত জায়গায় দোকান লাগাতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ধীরে ধীরে চৌরঙ্গি এলাকা আবার দখল হতে যাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদেরকে প্রশাসনিকভাবে কোনও বার্তা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে আবারও চৌরঙ্গি এলাকায় ফুটপাথ দখল হতে চলেছে।

গত পয়লা নভেম্বর কালিয়াচক চৌরঙ্গি এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। জাতীয় সড়কের ধারে যত দোকানপাট ছিল সমস্ত কিছু ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। যাতে করে ব্যবসায়ীরা আর বসতে না পারে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছিল। নভেম্বর মাসে অভিযান চালানোর পরে ডিসেম্বর মাস পেরিয়ে জানুয়ারি মাস শেষ হতে চলল। ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার পর এখনও পর্যন্ত সেই জায়গাগুলি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ওই জায়গাগুলিতে পরিকল্পনামূলক কাজ হয়নি। তাই ধীরে ধীরে ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা আবার জায়গা দখল করতে শুরু করেছে।

এসডিও পঙ্কজ তামাংকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'চৌরঙ্গি এলাকায় যে জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, সেগুলি জাতীয় সড়কের জায়গা। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামীদিনে যখন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিটিং করা হবে, তখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।' কালিয়াচক ১ ব্লকের বিডিও সত্যজিৎ হালদার বলেন, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনও নির্দেশ না দিচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারছি না।'

'বাংলাদেশি'

প্রথম পাতার পর

১৩ তলায় বলি অভিনেতা সইফ আলি খান ও তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী করিনা কাপুরের ফ্ল্যাটে ঢুকে ছিল শেহজাদ। ঢোকার সময় ফ্ল্যাটের মালিকদের পরিচয় জানত না। ফ্ল্যাটে ঢুকতেই সইফদের গৃহকর্মী ফিলিপ লিমার নজরে পড়ে যায়। শেহজাদকে দেখেই চিৎকার করে ওঠেন লিমা। তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শেহজাদ। তখনই ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সইফ। শেহজাদকে বাধা দেন। ধস্তাধস্তির মধ্যে সইফকে একের পর এক কোপ মারতে থাকে শেহজাদ। লিমাও আহত হন। তবে গুরুতর আঘাত লাগে সইফের। শরীরের ৬ জায়গায় চোট নিয়ে তিনি অটোয় চেপে সোজা লীলাবতী হাসপাতালে হাজির হন। ৫ ঘণ্টার জরুরি অস্ত্রোপচার করে তাঁকে বিপণ্মুক্ত করেন চিকিৎসকরা। এখনও হাসপাতালেই রয়েছেন সইফ।

বলিউড অভিনেতার ওপর হামলার খবর পেয়ে সক্রিয় হয় মুম্বই পুলিশ। আততায়ীকে ধরতে পুলিশের ৩৫টি দল গঠন করা হয়েছিল। সইফের আবাসন সহ নানা জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। সেই সূত্রেই জানা যায়, বৃহস্পতিবার দাদার থানার অন্তর্গত একটি দোকান থেকে হেডফোন কিনেছিল অভিযুক্ত। এরপর তাকে দেখা যায় বান্দ্রা রেলস্টেশনে। বান্দ্রা ও তার আশপাশের থানা এবং রেলপুলিশকে সতর্ক করা হয়। এদিকে টিভির খবরে গৃহকর্তার পরিচয় জানতে পেরে সতর্ক হয় শেহজাদও। মুম্বই থেকে পালিয়ে থানেতে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। পুলিশি সক্রিয়তায় সেই চেষ্টা ভেস্তে যায়। শনিবার পুলিশের কাছে বয়ান রেকর্ড করেছেন করিনা কাপুর। তিনি বলেন, 'অভিযুক্ত তরুণ হিংস্রভাবে সইফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ক্রমাগত কোপ মারছিল। বাড়ির সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছে। জেহ (সইফ-করিনার ছোট ছেলে) এখনও আতঙ্কে রয়েছে।'

মালদায় আজ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : মালদায় সরকারি সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করবেন মুরগির বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন প্রকল্প। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে। মঙ্গলবার ডিএসএ ময়দানের মঞ্চ থেকে একইদিনে তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

শহরের এক প্রান্তে মকদুমপুরে রয়েছে সরকারি মুরগির খামার। প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে এই খামার মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এক বছর আগে চালু হয়। বর্তমানে এখানে এক লক্ষ মুরগি থেকে প্রতিদিন প্রায় ৮০ হাজার ডিম উৎপাদিত হয়। চলতি বছরে তিনটি ইউনিট পুরোদমে চালু হয়ে গেলে দুই লক্ষ ৪০ হাজার ডিম উৎপাদিত হবে। ডিম উৎপাদনকারী মুরগির সংখ্যা হবে প্রায় তিন লক্ষ।

যদিও মুরগি খামারের একটি সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ মুরগি থেকে বিষ্ঠা এবং লিটার (তরল পদার্থ) উৎপন্ন হয়। শীতের সকালে বাতাস তুলনামূলকভাবে ভারী থাকায় মুরগির ওই সব বর্জ্য থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। ওই এলাকার মানুষ এই নিয়ে অভিযোগ তোলে। সমস্যা মেটাতেই ২৫ কোটির বায়ো মিথেনেশন প্ল্যান্টের উদ্বোধন

মুরগির বর্জ্য থেকে জৈব সার

করবেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে জেলা শাসকের হস্তক্ষেপে মুরগির বিষ্ঠা ও লিটার মহদীপুরে একটি জায়গায় ফেলা হচ্ছে। প্রাণীসম্পদ দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, এই বর্জ্য পদার্থগুলিকে ফেলে না দিয়ে উন্নত প্রযুক্তিতে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে চাষের কাজে ব্যবহারযোগ্য জৈব সারে রূপান্তরিত করা হবে। বায়ো মিথেনেশন প্ল্যান্টের প্রয়োজনটা এখানেই।

এব্যাপারে প্রাণীসম্পদ দপ্তরের এলডিসিএল-এর এমডি উৎপল কর্মকার কলকাতা থেকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, 'মকদুমপুরের সরকারি মুরগি ফার্ম থেকে প্রত্যেকদিন মুরগির বিষ্ঠা থেকে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ ও লিটার উৎপন্ন হচ্ছে। এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জৈব সার তৈরির প্রকল্পের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।'

এখানে তিনটি বায়ো মিথেনেশন ইউনিট তৈরি হয়েছে। সম্পূর্ণ জাপানি প্রযুক্তিতে এই প্ল্যান্টটি তৈরি হয়েছে। ওইসব বর্জ্য পদার্থগুলিকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জৈব সারের রূপান্তরিত করা হবে। প্রতিদিন প্রায় চার কুইন্টাল জৈব সার উৎপাদিত হবে। এই সার ফসলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত লাভদায়ক । এখান থেকে গৌড়বঙ্গের তিন জেলার চাষিদের সুলভ মূল্যে জৈব সার দেওয়া হবে।

মিনি ম্যারাথন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ জানুয়ারি : ছয় বছর বাদে হরিশ্চন্দ্রপুরে বসতে চলেছে মিনি ম্যারাথনের আসর। আগামী ২৩ জানুয়ারি সকালে শুরু হবে পুরুষ ও মহিলাদের এই দৌড় প্রতিযোগিতা। ম্যারাথনের উদ্যোগ নেয় হরিশ্চন্দ্রপুর সংগঠন সমিতি। মালদা জেলা সহ বাংলার ও ভিনরাজ্যের অনেক অ্যাথলিট ম্যারাথনে অংশ নিতেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অনুপ দাস জানান, 'চার দশক ধরে এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতা চলছিল। কিন্তু রাস্তা খারাপের জন্য বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। এ বছর আবার এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে।

রক্তদান শিবির

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচির অধীনে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল কালিয়াগঞ্জ থানার ট্রাফিক বিভাগ। রবিবার সকালে কালিয়াগঞ্জ থানা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই রক্তদান শিবিরে ১৯ জন রক্তদান করেন।

মেডিকেল কলেজ তৈরি করতাম

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন দলবদলু বিজেপি নেতা সত্যেন্দ্রনাথ রায়। এই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থান অধিকার করে সিপিএমের নন্দলাল হাজরা। তিনি যদি গঙ্গারামপুরের বিধায়ক হতেন তাহলে তিনি কী কী করতেন।

পেতাম যদি সিংহাসন

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৯ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুর বিধানসভা এলাকায় রয়েছে পর্যটনশিল্পের বিপুল সম্ভাবনা। বাণগড়, কালদিঘি, ধলদিঘি সহ বেশ কিছু দিঘি। রয়েছে ক্রিকেট স্টেডিয়াম। যদিও তার অবস্থা বেহাল। রয়েছে সরকারি ডিগ্রি কলেজ, গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল। রয়েছে রেলস্টেশন।

গঙ্গারামপুর বিধানসভা এলাকার মানুষদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু, চেন্নাই সহ ভিনরাজ্যে যেতে হয়। এ প্রসঙ্গে নন্দলাল হাজরা বলেন, 'গঙ্গারামপুর বিধানসভা এলাকার মানুষকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরু, চেন্নাই যেতে হয়। আমি বিধায়ক হলে গঙ্গারামপুরে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করতাম।'

গঙ্গারামপুর বিধানসভা এলাকা তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আরও একটি সমস্যা শিল্প না থাকা। ফলত শিল্পবিহীন জেলায় তরুণ-তরুণীরা বেকার। বাধ্য হয়ে তাদেরকে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়তে হয়। এ প্রসঙ্গে

নন্দলাল হাজরা।

একনজরে

- গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্র গঠিত হয় ১৯৫১ সালে
- গঙ্গারামপুর পুরসভা ও গঙ্গারামপুর ব্লকের চারটি অঞ্চল, সঙ্গে তপন ব্লকের ছয়টি অঞ্চল নিয়ে বিধানসভা এলাকা
- মোট ভোটার : ২ লক্ষ ২৪ হাজার ৪০ জন (২০২১ বিধানসভা)
- গঙ্গারামপুর বিধানসভা এলাকাটিতে দুটি থানা গঙ্গারামপুর ও তপন

সিপিএম নেতা বলেন, 'আমাদের জেলা শিল্পবিহীন জেলা। তাই এখানে কলকারখানার জন্য জোর দিতাম। বেকার ছেলেমেয়েরা নিজের এলাকাতেই কর্মসংস্থান পেত।'

গঙ্গারামপুরে এই মুহূর্তে একটি মাত্র হিমঘর রয়েছে। তাতে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকদের শস্য রাখতে হিমসিম খেতে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, বিধায়ক হলে বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দ্বিতীয় একটি হিমঘর তৈরি করে দিতাম।' সেই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য ১০০ দিনের কাজকে ২০০ দিনের কাজে পরিবর্তনের জন্য লড়াই করতাম।' কৃষকেরা ফসলের সহায়ক না পাওয়ায় তাঁর যথেষ্ট আক্ষেপ রয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, দুই শাসক প্রতিশ্রুতি দিলেও পূরণ করে না ।

বিধায়ক হলে তিনি আর কী করতেন, তা জানাতে গিয়ে নন্দলাল বলেন, 'বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, গণতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে রক্ষা করতে লড়াই চালিয়ে যেতাম।' এছাড়াও জেলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কেন এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি সে বিষয়ে তিনি সোচ্চার হতেন বলে জানিয়েছেন। সোচ্চার হতেন জেলার একমাত্র রেললাইন হিলি পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ শেষ না হওয়া নিয়েও।

দুষ্কৃতী ধরে সম্মানিত মালদার দুই পুলিশকর্মী

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : বাবলা সরকার খুনের মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন মানিকচক থানার আইসি সুবীর কর্মকার। একইভাবে হরিশ্চন্দ্রপুরের এক নাবালিকা অপহরণের কিছুক্ষণ পরেই তাকে উদ্ধার এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারে সাফল্য পেয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার এসআই জাকির শেখ। মালদা জেলার এই সফল দুই পুলিশকর্মীকে পুরস্কৃত করলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। পুরস্কার বাবদ তাঁদের হাতে ৫০ হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয়।

এবছরের গত ২ জানুয়ারি মালদা শহরে খুন হন তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি বাবলা সরকার। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তে নামে পুলিশ। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় নাকা চেকিং। খুনের মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে মানিকচকের ভাঙা সেতু এলাকায় একটি বেসরকারি বাস থেকে গ্রেপ্তার করা হয় অন্যতম এক অভিযুক্ত সামি আখতারকে। সে পোশাক পরিবর্তন করে বাসে করে মানিকচকের উদ্দেশে রওনা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, কাটিহার চলে যাওয়া। কিন্তু পথে নাকা চেকিংয়ে ক্ষুরধার ওই পুলিশকর্তা সুবীর কর্মকারের চোখ এড়াতে পারেনি সামি। নানা প্রশ্নের জবাবে বিভ্রান্তিকর উত্তর পাওয়া যায় তার

জাকির শেখ

সুবীর কর্মকার

কাছ থেকে। এরপরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলায়। সে জামা বদল করে বিহারে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। অন্যদিকে, এক নাবালিকাকে অপহরণের একবেলার মধ্যেই সাফল্য পেয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ২০২৪ সালের ২১ ডিসেম্বর সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর সালালপুরের বাড়ির সামনে থেকে বাইকে করে অপহরণ করা হয় ওই এলাকার এক ব্যবসায়ীর সাত বছরের নাবালিকাকে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ অ্যাপের সাহায্যে পুলিশ করণদিঘি থেকে দুই অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার করা হয় ওই নাবালিকাকে। এই সাফল্যের পিছনে জাকির শেখের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শুক্রবার ডিজি দুজনকে সম্মাননা জানান।

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদ সভা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ জানুয়ারি : কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে হরিশ্চন্দ্রপুরের সোনাকল হাই মাদ্রাসার মাঠে রবিবার এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রে আসীন শাসকদলের বিরুদ্ধে সংবিধানবিরোধী আচরণের অভিযোগ তোলা হয়। সমালোচনা করা হয় রাজ্যের শাসকদলেরও।

এদিনের সভায় আইনজীবী এনামুল ইসলাম বলেন যে, 'কেন্দ্রে বিজেপি সরকার সংবিধানকে সম্মান করে না। সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মনে করছে কেন্দ্র সরকার। বিজেপির স্বৈরাচারী আচরণের জন্যই দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিপদের মুখে।' তাঁর কথায়, 'সংবিধানের প্রস্তাবনা দেশের চোখ। বিজেপি সরকার প্রস্তাবনার সেই আদর্শ অনুসরণ করছে না।'

শাহিদুল ইসলাম জোরের সঙ্গে জানান, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিল একটা ষড়যন্ত্র। উদ্দেশ্যে মুসলিমদের সম্মতি বাজেয়াপ্ত করা। রাজ্যের শাসকদলের সদস্য নাদিমুল ইসলাম অধিকাংশ মিটিং-এ অনুপস্থিত হয়ে বকলমে এই সংশোধনীকে সমর্থন করছে। যা বাংলার মুসলিমদের জন্য হতাশাজনক।'

এদিনের সভায় ছিলেন, অধ্যাপক মোঃ ইসমাইল, আইনজীবী মাসুদ করিম, অধ্যাপক সাহাদাত আনোয়ার, আসিফ কারিম। এদিন একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়। যেখানে শতাধিক মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং ৩০ জন রক্তদান করেন।

মৌমাছির হানায় আক্রান্ত তিনজন বাড়ি ফিরলেন

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে মৌমাছি হানায় অসুস্থ হওয়া তিনজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। এদিকে, গতকালই সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ১৪টি মৌচাক কাটার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রবিবার সকালের মধ্যে সেগুলো শেষ হয়েছে। এদিকে ১৪টি মৌচাক কাটা হলেও আবার নতুন করে একটি মৌচাক হাসপাতালে আটতলায় জানলার পাশে তৈরি হয়েছে। যা নিয়ে আবার কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আবার মধু সংগ্রহকারীদের খবর দেওয়া হবে বলেই হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ জানিয়েছেন।

হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য নিজে টাকা দিয়ে মৌচাকগুলো কাটিয়েছি। নতুন একটি মৌচাক হয়েছে বলে শুনেছি। সেটাও আবার কাটার জন্য মধু সংগ্রহকারীদের সঙ্গে কথা বলব। মৌমাছির কামড়ে যারা অসুস্থ ছিলেন তারা ছুটি হয়ে বাড়ি গেছেন।'

গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ

রতুয়া, ১৯ জানুয়ারি : শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রতুয়া-২ ব্লকের পুখুরিয়া থানার খোলসন্না গ্রামে। যদিও অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়, শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ তুলেছেন বধূর বাপেরবাড়ির লোকজন। বাড়তি পণ দিতে না পারায় খুন করা হয়েছে বলে দাবি পরিজনদের। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মৃত গৃহবধূর নাম ফেন্সি খাতুন (২২)। তাঁর বাপের বাড়ি ইংরেজবাজারের নরহাট্টা গ্রামে। প্রায় দেড় বছর আগে ফেন্সি খাতুনের বিয়ে হয় খালসান্না গ্রামের তরুণ শেখ সানুয়ারের সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল লেগেই থাকত। স্বামী বারবার তাঁর স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা চাওয়ার কথা বলত, এনিয়ে মাঝেমধ্যেই গণ্ডগোল হত বলে অভিযোগ। এরপর শনিবার সন্ধ্যায় গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজন নয়, এলাকাবাসী গৃহবধূর বাপের বাড়িতে ফোন করে জানায়, ফেন্সি খাতুন আত্মহত্যা করেছে। এদিকে পুখুরিয়া থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠায়।

এদিকে, এই ঘটনায় স্বামী সহ মোট ছয়জনের নামে অভিযোগ করবেন বাপেরবাড়ির লোকজন।

গৃহবধূর ভাইয়ের অভিযোগ, 'টাকাপয়সার জন্য আমার বোনের উপর ওরা অত্যাচার চালাত। দিদি আত্মহত্যা করতে পারে না। আমার বোনকে খুন করা হয়েছে। '

ছোট্ট তারা

গঙ্গারামপুর শহরের দুর্গাবাড়ির সৃণিকা চক্রবর্তী (৭)। চিত্তরঞ্জন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চে নৃত্যে সুনাম অর্জন করেছে।

উপভোক্তাদের পরিষেবা দিতে সোমবার মালদা শহরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। অপরদিকে, তাঁর বিভিন্ন প্রকল্প তুলে ধরতে যে ছোটো ছোটো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে জমছে ধুলো।

মকদুমপুরে হেলে পড়েছে কন্যাশ্রী পার্কের মডেল। - সংবাদচিত্র

অবহেলায় পড়ে কন্যাশ্রী পার্ক

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্প কন্যাশ্রী। বছর কতক আগে মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল কন্যাশ্রী পার্ক। কিন্তু সেই পার্ক আজ জরাজীর্ণ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পার্কের চারপাশে এখন আবর্জনার স্তূপ। জ্বলে না আলো। পার্কের মডেল হয় ভেঙে গিয়েছে, না হয় জমেছে পুরু ধুলোর আস্তরণ। যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মালদার মানুষ।

মালদা শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র মকদুমপুর। সেখানেই রয়েছে মালদার প্রাচীনতম মেয়েদের স্কুল বার্লো বালিকা বিদ্যালয়। যখন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন নীহাররঞ্জন ঘোষ, সেই সময় তাঁর উদ্যোগে ওই পার্ক গড়ে তোলা হয়। পার্ক সাজিয়ে তোলা হয় নানারকম কন্যাশ্রী মডেল দিয়ে। শুধু তাই নয়, এখানে বসে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের মর্মর মূর্তি। কিন্তু আজ তাঁর সেই মূর্তি পড়ে রয়েছে অবহেলায়।

কন্যাশ্রী পার্কের বেহাল দশা নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন দলেরই প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা চাঁচলের বর্তমান বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'কন্যাশ্রী দিদির সাধের প্রকল্প। তাই মেয়েদের স্কুলের সামনে আমার সময় গড়ে তুলেছিলাম কন্যাশ্রী পার্ক। কিন্তু জানি না কেন আমি সরে যাওয়ার পর ওই পার্কের আর দেখভাল করা হল না। আমি মনে করি, এই ঘটনা কন্যাশ্রী প্রকল্পকে অপমান করা, দিদিকে অপমান করা।'

প্রতিদিন মেয়েকে নিয়ে বার্লো স্কুলে আসেন মধুমিতা সাহা। তাঁর মেয়ে ওই স্কুলে পড়ে। মধুমিতাদেবীর অভিযোগ, 'মালদা শহরে ফাঁকা জায়গা থাকলেই প্রোমোটারদের নজরে পড়ে যায়। এক্ষেত্রেও কি তাই হচ্ছে? জানি না, সময় কথা বলবে। শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী আসছেন কালকে। তিনি যদি বিষয়টির ওপর নজর দেন ভালো হয়।'

শিক্ষক তন্ময় দাসের কটাক্ষ, 'অবহেলায় পড়ে রয়েছে পার্কটি। কিছুদিন আগে পরিষ্কারের নামে নির্বিচারে এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে কেটে ফেলা হয়েছে বহু গাছ। আশা করব, বর্তমান শাসক এই পার্ককে বৈজ্ঞানিকভাবে সাজাবে।' যদিও এখনও পর্যন্ত কন্যাশ্রী পার্ক নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত আদরি-রাধারা

> **স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে বহুবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করেছি। এখনও টাকা ব্যাংকে ঢুকছে না। আমাদের জন্য আদৌ সরকার কিছু ভাবছে কি না বলতে পারছি না।**
>
> **আদরি হালদার,** উপভোক্তা, পুরাতন মালদা

পুরাতন মালদা, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার সরকারি পরিষেবা তুলে দিতে মালদায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনে তুমুল ব্যস্ততা। তবে শহরে মুখ্যমন্ত্রীর সফরে হেলদোল নেই আদরি, রাধাদের।

এদের মধ্যে কেউ পায়নি বার্ধক্যভাতা, কারও কপালে জোটেনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, আবাসের ঘর। প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে জুতোর শুকতোলা ক্ষয়ে গিয়েছে। আদৌ তারা পরিষেবা পাবে কিনা, জানে না। মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরের আগে এমনই প্রশ্ন তুললেন আদরি, রাধারা।

শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আদরি হালদার বা ওই ওয়ার্ডেরই সুড়িপাড়ার বাসিন্দা রাধা বসাক। কেউ বিধবা, কেউ স্বামী পরিত্যক্তা, কেউবা গৃহবধূ। রাধার বয়স ৬০ পেরিয়ে গিয়েছে। এক ছেলে ছিল। ছেলেকে চিরকালের জন্য হারিয়েছে বৃদ্ধা। ছেলের বৌয়ের কাছে থাকেন। বিধবাভাতা আজও জোটেনি। ফলে আক্ষেপ চেপে রাখতে পারছেন না।

একই দশা আদরি হালদারের। বেশ কয়েক বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আজও মেলেনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। এরকম অনেকেরই আজও আবেদন গৃহীত হয়নি। সরকারি দপ্তরে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আদরি, রাধারা একটা উদাহরণ মাত্র। এরকম অনেক মহিলা আছেন, যাঁরা সরকারি পরিষেবা থেকে আজও অনেক দূরে রয়েছেন।

শনিবার কাজকর্ম শেষ করে বাড়ির সামনে বসে শীতের রোদ পোহাচ্ছিলেন বৃদ্ধা রাধা বসাক। পাশে বসেছিলেন গায়ত্রী, পুষ্পরা। তারা ভাতার বিষয়টি নিয়ে চর্চা করছিলেন। বৃদ্ধা বলেন, 'স্বামী নেই। নেই ছেলে। ছেলের বৌয়ের সঙ্গে থাকি। দিন দিন বয়স বাড়ছে। কিছুদিন পর হয়তো মরেই যাব। বিধবা ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জুটবে কি না জানা নেই।'

এবিষয়ে স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য শিবু কর্মকার জানিয়েছেন, 'অনেকেই বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু টাকা ছাড়া হচ্ছে না। ফলে অনেকে বঞ্চিত।'

এবিষয়ে পুরাতন মালদার বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নেবেন।'

মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে শহরে প্রস্তুতি। রবিবার মালদা শহরের ডিএসএ মাঠে। - অরিন্দম বাগ

দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াতে চারাগাছ বিক্রি চার কন্যার

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : শহরে নন্দন আয়োজিত ৩৯তম ফুলমেলায় সকলের নজর কেড়ে নিল একটি বিশেষ স্টল। অন্য স্টলের মতো এই স্টল থেকেও বিক্রি হয়েছে নানা ধরনের চারাগাছ। তবে এই স্টলের বিশেষত্ব হল, চারাগাছ বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দুঃস্থদের জন্য ব্যয় করা হবে। এই মহতী উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছেন চার গাছপ্রেমী নারী — আহূতি সরকার রায়, পারমিতা সাহা, অনিতা বিশ্বাস মজুমদার ও চন্দ্রাণী সরকার মজুমদার।

পরিবেশের পাশাপাশি সমাজসেবা এই তরুণীদের। - সংবাদচিত্র

মেলার যুগ্ম সম্পাদক অরূপকান্তি ঘোষ বলেন, গাছের প্রতি ভালোবাসা এই চার নারীর বেশ সুগভীর। পরিবেশ রক্ষা করতেও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি তাঁরা সমাজের প্রতিও যে দায়বদ্ধ, সেই বার্তা দিতে নিজেদের স্টল থেকে বিক্রি করেছেন চারাগাছ। বিক্রি করে প্রাপ্য অর্থ থেকে দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেবে খাদ্য, বস্ত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস।'

পারমিতা সাহা বলেন, 'লকডাউনে আমাদের মধ্যে ডিজিটাল যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ি। বিনামূল্যে গাছ বিলি থেকে শুরু করে, পুজোর আগে দুঃস্থদের নতুন পোশাক দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সেই সময় মানুষের কাছে হাত পাততে হত। স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে আমরা নিজেরাই গাছ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিই, যাতে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সমাজসেবা চালিয়ে যেতে পারি।'

তাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রায়গঞ্জ বণিকসভার সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি বলেন, 'পরিবেশ ও সমাজসেবার এমন সমন্বয় সত্যিই প্রশংসনীয়।' মেলায় আগত সাধারণ ক্রেতারাও এই চার নারীর মহৎ উদ্যোগের কথা শুনে আগ্রহ সহকারে চারাগাছ কিনছেন।

৪ বন্ধু একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে শুধু সবুজায়নই নয়, দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর যে সংকল্প নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে সমাজের জন্য এক অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

খালি চোখে মঙ্গল দর্শন রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : শনিবার হালকা শীতের আকাশে খালি চোখে একাধিক গ্রহ ও নক্ষত্র দেখতে পেয়ে চরম উত্তেজনা দেখা গেল রায়গঞ্জের মানুষদের মধ্যে। এদিনের আকাশে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই চারটি গ্রহ খালি চোখেই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এছাড়াও, কালপুরুষ, লুব্ধক, মিথুন রাশির ক্যাস্টর ও পোলাক্স এবং ক্যাসিওপিয়ার মতো নক্ষত্রমালাও উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান ছিল। এভাবে আকাশ দেখে খুশি শহরের খুদে পড়ুয়া থেকে আকাশ পর্যবেক্ষকরা।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভদ্র বলেন, 'আকাশ চেনা খুবই জরুরি। গ্রহ, নক্ষত্র ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে জ্যোতিশশাস্ত্রের মিথ্যা বিশ্বাস এবং পাথর ধারণের মতো কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।'

তিনি আরও বলেন, 'বর্তমানে মঙ্গলগ্রহ সবচেয়ে উজ্জ্বল অবস্থায় রয়েছে, কারণ, এটি সূর্যের ঠিক বিপরীতে অবস্থান করছে। এই সময় গ্রহ পর্যবেক্ষণ একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা। রায়গঞ্জের বাসিন্দারা শীতের সন্ধ্যায় ছাদে উঠে বা খোলা মাঠে বসে এই মহাজাগতিক দৃশ্য দেখতে ভিড় জমান। এতে শিশু থেকে প্রৌঢ়, সকলেই টেলিস্কোপ ছাড়াই খালি চোখে এই চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করছেন।'

বিজ্ঞানকর্মী অনিরুদ্ধ সিনহার মতে, 'এই ধরনের অভিজ্ঞতা তরুণ প্রজন্মকে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলবে এবং কুসংস্কার থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে।'

বিজ্ঞানকর্মী সূর্যনারায়ণ চক্রবর্তীর কথায়, 'আকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষ যেন মহাবিশ্বের বিশালতার সৌন্দর্যকে অনুভব করেন এবং বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হন। বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। তারা বলছেন, নভোথিয়েটার বা গবেষণাগারে না গিয়েও, খালি চোখে রাতের আকাশের দিকে তাকালেই আমরা মহাবিশ্বের অপার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারি।'

ডিআরএম-কে ডেপুটেশন

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি ডেমু এবং রাধিকাপুর-তেলতা লিংক ট্রেন গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে কুয়াশার কারণে বন্ধ করে দিয়েছে রেল দপ্তর। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন হাজার হাজার রেলযাত্রী। অথচ কুয়াশার দেখা নেই। মাঝেমধ্যে নানা কারণ দেখিয়ে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবিলম্বে দুটি ট্রেন পরিষেবা চালুর দাবিতে আজ উত্তর দিনাজপুর রেল উন্নয়ন মঞ্চের তরফে রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে কাটিহারের ডিআরএমকে ডেপুটেশন দেওয়া হল। রেল উন্নয়ন মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক অঙ্কুশ মৈত্র বলেন, 'আমরা এর আগে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে ট্রেনগুলি চালুর দাবি জানিয়েছিলাম। উনি জানিয়েছিলেন শীঘ্রই চালু হবে। কিন্তু দেখছি ট্রেনগুলি চালুর ব্যাপারে কারও কোনও উদ্যোগ দেখছি না। তাই আমরা আজ স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে কাটিহারের ডিআরএমকে ডেপুটেশন দিলাম। ট্রেনগুলি চালু না হওয়ায় সাধারণ মানুষ ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন।'

তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'অন্য রুটের ট্রেনগুলি বন্ধ হয় না, কিন্তু রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি ও কলকাতা ট্রেন নানা অছিলায় বন্ধ করে দেয়। এভাবে চলতে পারে না। রেল পরিষেবা নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।'

দখল হওয়া সরকারি জমি পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের জের, দখল হয়ে যাওয়া সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্যোগ নিল জেলা সেচ দপ্তর। ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি বালুরঘাট থানা ও পুরসভাকে জমি দখলমুক্ত করার জন্য দেওয়া হল চিঠি। সরকারি জমিতে অবৈধভাবে করা দোকান সরিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। যদিও বালুরঘাট পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, এখনও তারা কোনও চিঠি হাতে পাননি। চিঠি পেলে প্রশাসনিকভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা তারা নেবেন।

বালুরঘাট শহরের আন্দোলন সেতু বা জোড়া ব্রিজের দুইপাশে বেশ কিছু দোকান আগে থেকেই ছিল। আবার ওই এলাকায় নতুন করে দোকান গজিয়ে উঠছে। এই আন্দোলন সেতুর মাঝ বরাবর গিয়েছে আত্রেয়ী খাঁড়ি। এবার সেই খাঁড়ির সরকারি জমি দখলের চেষ্টা চলছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সেই সরকারি জায়গা দখল করে দোকান করছেন। এমন অভিযোগ পেতেই সেচ দপ্তরের তরফে ওই এলাকায় আধিকারিকরা গিয়েছিলেন। তারা সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি ওই জায়গায় মাপজোখের জন্য ভূমি দপ্তরের সাহায্যও নিতে চলেছেন সেচ দপ্তর। তবে ওই জায়গা যে সরকারি জমি, তা একেবারেই নিশ্চিত সরকারি আধিকারিকরা।

> বালুরঘাট শহরের জোড়া ব্রিজের কাছে সরকারি জায়গা দখল করে নতুন করে কিছু দোকান নির্মাণের অভিযোগ এসেছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখেছি। পাশাপাশি ওই দোকানগুলি সরানোর জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়েছি।
>
> **অঙ্কুর মিশ্র**
> অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সেচ দপ্তর

ওই এলাকায় সরকারি জায়গা যেভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে, তা দেখে রীতিমতো ক্ষিপ্ত শহরের বিশিষ্ট সচেতন নাগরিকরা। সম্প্রতি এনিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ করেছেন। চিঠির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন আধিকারিককে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারি জমি খালি করা হয়। এনিয়ে শহরজুড়ে পুরসভা ও প্রশাসনের তরফে বারবার অভিযান চালানো হয়। কিন্তু এরপরেও কীভাবে ওই জমিগুলি অবৈধভাবে দখল হচ্ছে, তা নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলেছেন। তাই দ্রুত ওই সরকারি জমি দখলদারির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তারা। এর পেছনে কোনও প্রভাবশালী লোক রয়েছে বলেই দাবি তাদের। সরকারি জায়গা টাকার বিনিময়েই অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছে। সম্প্রতি এই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে সেচ দপ্তর ও প্রশাসন। সরকার জমি পুনরুদ্ধারের জন্য এবার উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন।

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, 'এনিয়ে এখনও কোনও চিঠি হাতে পাইনি। চিঠি পেলে পরে এনিয়ে প্রশাসনিক যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেওয়া হবে।'

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণার কথায়, 'এনিয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

প্রতিবাদ সভা

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : মালদা শহরজুড়ে পোস্টার। কোনও পোস্টারে লেখা, 'স্টপ রেপ', কোনও পোস্টারে লেখা, 'আরজি কর ইস্যুতে জড়িত সকল দোষীদের শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে', 'সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশে গাফিলতি কেন, সিবিআই জবাব দাও।'

রাত পোহালেই মালদায় দুদিনের সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই একই দিনে অর্থাৎ সোমবার আরজি করের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রাইয়ের সাজা ঘোষণা। ঠিক তার আগে রবিবার ফের মালদায় পথে নামলেন রাত দখলে অংশ নেওয়া মহিলারা।

এদিন সন্ধ্যায় শহরের রাজ হোটেল রোড মোড়ে রাত দখলে অংশগ্রহণকারীদের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ সভা করা হয়।

নন্টে-ফন্টে আর বাঁটুল দি গ্রেট...। বইমেলায় দুই বন্ধুর গল্প।- অরিন্দম বাগ

কথা, হাসি, গানে বিকেলের ব্যালকনি

চিরশ্রী দাশগুপ্ত

ডেস্টিনেশন মালদা কলেজ মাঠ। আচমকাই সাতদিনের জন্য পরিচয় বদলে যায় 'বইমেলার মাঠে। 'মেলায় পা রাখতেই এক টুকরো আমার শহর। আজন্ম চেনা মুখগুলো একমুখ হাসি নিয়ে যেন আমারই অপেক্ষায়। মফসসলি সংস্কৃতির বইমেলায় নিজের জায়গা করে নেওয়া পুরো বিকেল আর সন্ধ্যাজুড়ে আলোতে ঢাকা স্বপ্নের ব্যালকনি। সাতদিনের জন্য বই-অবই, কথা-হাসি-গান আর আড্ডার অস্থায়ী ঠিকানা ২০ বাই ৪০-এর এই প্যাভিলিয়নটা। একঝাঁক ঝরঝরে মুখ একডাকে হাজির গিটার কাঁধে, ওরা চঞ্চল... ওরা নতুন... ওরাও মফসসল... এই শহরেই পড়াশোনা... ফেসবুকের পোস্ট থেকে ব্যালকনিতে পা... প্রথম দেখা, প্রথম পরিচয়। গানে-কবিতায়, সুর-ছন্দে-আড্ডায়।

বিকেল পাঁচটায় ব্যালকনির দরজা খোলে আর রাত দশটায় বন্ধ। মাঝের এই চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় আলোর গতিতে বয়ে যায়। 'ফেসবুক', বইয়ের 'পাতা' থেকে 'পড়শির দরজায় কড়া নাড়া' থেকে 'প্রেম' নিয়ে তর্কে-বিতর্কে অনায়াস যাতায়াত আড্ডার মঞ্চে আট থেকে আশির। প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করেও শীতের সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে ব্যালকনিতে আর আবারও ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সুরের জোয়ারে। অপ্রয়োজনীয় কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে প্রচুর নতুন নতুন মুখ এখন নিজেই নিজের প্রতিভা প্রকাশের আগ্রহ দেখায় এখানে। স্বপ্নের শুরুটা ঠিক কখন হয়েছিল, কেউ বলতে পারে না। থাকে শুধু স্বপ্ন দেখাটা। ঠিক যেমন এই স্বপ্নটাও। সেদিনের মতোই অভিনবত্বে প্রথম পরিচয়েই নজর আর মন দুটোই কেড়ে নেয় আজও। শৈশবের গন্ধ ছাড়িয়ে এখন রীতিমতো ঝলমলে রাইকিশোরী। সংগীত-সৌরভ আর মহাশ্বেতাদের সাতদিনের ঘরবাড়ি, আবেগ, মান-অভিমানের অন্য নাম বিকেলের ব্যালকনি। আর সেইসব উদ্দাম জীবন, যারা বাঁধভাঙা আনন্দে ভেসেও... প্রচণ্ড কষ্টে ভেঙে টুকরো হয়েও তীব্র সমালোচনাকে অস্বীকার করেই জানায়... তারাই ছিল, আছে আর রইল। সাতদিনের মেলাযাপন শেষ হয়ে ফেরার পালা আসছে ভাবতেই মনখারাপ দীপায়ন-গোপাল-জয়দীপের। আবার সেই 'থোড় বড়ি খাড়া' জীবনে আর আবারও বছরভর অপেক্ষা আর অপেক্ষার প্র্যাকটিস। ততদিনের জন্য রসদ রইল ঝুলিতে। স্বপ্ন দেখার যে কোনও কপিরাইট হয় না।

শতাধিকের রক্তদান

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : স্বর্গীয় শরৎকুমার রায় ও স্বর্গীয় শান্তিলতা রায়ের স্মরণে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস মালদা জেলা শাখার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। এদিন ৯ জন মহিলা সহ ১১০ জন রক্তবন্ধু রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন ডাঃ পার্থ দাশগুপ্ত।

দাতাদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন মালদা মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস মালদা জেলা শাখার জেলা রক্তদান শিবির আহ্বায়ক অনিলকুমার সাহা।

নোটিশ

আমমোক্তারনামা

বিনীত নিবেদন আমার মক্কেল শ্রী ননী গোপাল কুন্ডু, পিতা- নন্দলাল কুন্ডু, সাকিন- মনিবাগ, পোঃ ও থানা- কালিয়াগঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, আমমোক্তার বলে শ্রী মিন্টু কুন্ডু, পিতা-মৃত নিত্যানন্দ কুন্ডু, সাং ও পোঃ- জোড়দিঘী, থানা- বংশীহাড়ী, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, গত ইং- ২৭/১১/২০০২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত IV নং বহির ১৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) আন্না কুন্ডু, স্বামী- নিত্যানন্দ কুন্ডু, ২) রত্না কুন্ডু, স্বামী- বংশীধর কুন্ডু, ৩) দ্বিপ্তী কুন্ডু, স্বামী- সুভাষ কুন্ডু, ৪) রমা কুন্ডু, স্বামী- সমরেন্দ্র কুন্ডু, সকলের সাং, পোঃ ও থানা- কালিয়াগঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর। সকলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যাহার তপশীল জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বংশীহাড়ী, মৌজা- মহুগ্রাম, জে.এল.-২১১, খতিয়ান নং- ২৩৪, এল.আর. দাগ নং- ১৯৬০,২০০২, ২০০৩, এক আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান- ২২৮ শতক। গত ইং- ২৫/০৩/২০০৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৬১১ নং বিক্রয় কবলা দলিল মূলে শ্রী ননী গোপাল কুন্ডু, পিতা- নন্দলাল কুন্ডু, সাকিন- মনিবাগ, পোঃ ও থানা- কালিয়াগঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর-কে বিক্রয় করে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক ১ মাসের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ইতি-
Somnath Kar (Advocate)
Dist. Judge's Court, Raiganj, U/D
En.No.-F-1043/902
Mobile - 8653704232

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শিবির রামকৃষ্ণ মিশনে

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : ওষুধ ছাড়াই ব্যথা-বেদনা সহ একাধিক রোগমুক্তির দিশা দেখাচ্ছে আয়ুর্বেদিক অগ্নিকর্ম চিকিৎসা। মালদা রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকেন্দ্রের পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ১৮-২০ জানুয়ারি তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে আয়ুর্বেদিক বিশেষ চিকিৎসা শিবির। শিবিরে বিশেষ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি অগ্নিকর্ম যা রোগীদের অন্যান্য ওষুধ ছাড়াই সুস্থ জীবনের দিশা দেখাচ্ছে। উপকৃত হচ্ছেন বহু রোগী। বিশেষ শিবিরে ন্যূনতম প্রবেশমূল্যে আয়ুর্বেদ ডাক্তারেরা রোগী দেখছেন। সঙ্গে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রোগীদের মধ্যে কেউ এসেছে উত্তর দিনাজপুর কেউবা দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে। অগ্নিকর্ম ছাড়াও আয়ুর্বেদের ভিন্ন চিকিৎসা পেতে রোগীদের ভিড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের আয়ুর্বেদকেন্দ্রে।

এই আয়ুর্বেদকেন্দ্রে শেষ পাঁচ বছর ধরে প্রতি শনিবার সেবামূলক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে ন্যূনতম মূল্যে আয়ুর্বেদ ভাষায় অগ্নিকর্ম চিকিৎসা, পঞ্চকর্ম চিকিৎসা যার মধ্যে মূলত বিভিন্ন ধরনের স্নেহন ও স্বেদন বস্তি চিকিৎসা (কটি বস্তি, জানু বস্তি, গ্রীবা বস্তি, নস্যকর্ম, রক্তমোক্ষণ চিকিৎসা, শিরোধারা রসায়ন চিকিৎসা) পরিষেবা দিয়ে থাকে। রোগীরা নির্দিষ্ট চিকিৎসা পেয়ে উপকৃত। ভরসা রাখছেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায়।

ওষুধ ছাড়া রোগমুক্তির দিশা

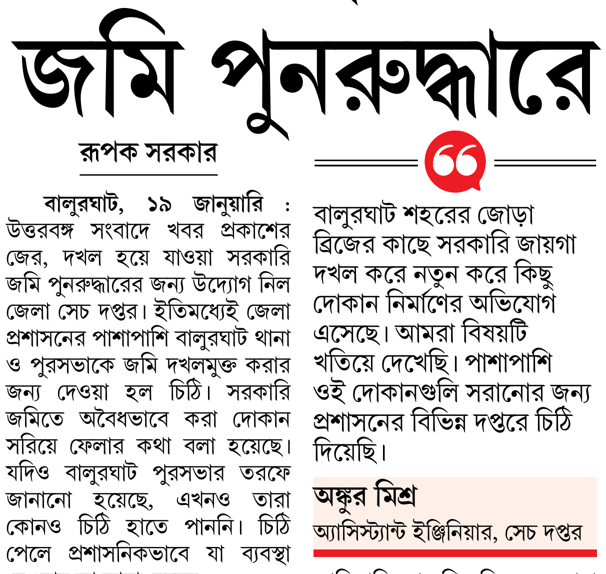

অগ্নিকর্ম চিকিৎসা করাতে আসা রায়গঞ্জের কাকুলি পাল জানান, 'বহু ওষুধ খেয়েছি কিন্তু তারপরেও সারেনি। নেটে এই আয়ুর্বেদের চিকিৎসা পদ্ধতি দেখেছি। মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শিবিরে অগ্নিকর্ম চিকিৎসা করলাম। ডাক্তারবাবুরা ভালো পরামর্শ দিয়েছেন। আশাবাদী উপকৃত হব। এর আগেও মুখের নীচের তিলের এই অগ্নিকর্ম চিকিৎসা করিয়েছি। ডাক্তারবাবুরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিষেবা দিয়েছেন। আমি সবার উদ্দেশেই বলতে চাই ক্ষণিকের অ্যালোপ্যাথিতে না থেকে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করান। গোরা থেকে নির্মূল হবেই।'

আয়ুর্বেদকেন্দ্রের পঞ্চম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন মালদা জেলার সিএমওএইচ ডাঃ সুদীপ্ত ভাদুড়ি। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার (আয়ুষ) ডাঃ কল্যাণ মুখোপাধ্যায় সহ অন্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা।

এই চিকিৎসা বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, 'মালদা জেলা তথা উত্তরবঙ্গের মধ্যে এটি একমাত্র আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকেন্দ্র যেখানে এক ছাদের তলায় সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ একেবারে ন্যূনতম মূল্যে জনগণ আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পাশাপাশি অগ্নিকর্ম, পঞ্চকর্ম ইত্যাদি পরিষেবা পাচ্ছেন।'

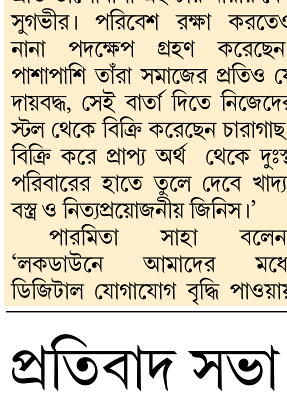

- ভারতে সন্ধান পাওয়া প্রায় ৫০ হাজারের বেশি উদ্ভিদে পাওয়া গিয়েছে ভেষজ গুণ
- প্রত্যহ জীবনে একটু বদল আনলেই তা অনায়াসে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে যার সমস্তটাই রয়েছে আয়ুর্বেদে

আজ শপথগ্রহণ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৯ জানুয়ারি : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে সোমবার শপথগ্রহণ করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ভবনে আয়োজিত সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্ন করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি বিদায়ি জো বাইডেন সরকার। প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্পের প্রথম দফার শেষপর্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, এবার যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে নজর দিয়েছেন খোদ বাইডেন। বহুস্তরীয় নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ক্যাপিটল ভবন।

এদিকে সোমবার ওয়াশিংটনে তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে ক্যাপিটল চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে ভবনের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য যে ২.২ লক্ষ জন টিকিট কেটেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র ৭০০ জনের সামনে থেকে ট্রাম্পকে শপথ নিতে দেখার সুযোগ হবে। বাকিরা ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে জায়েন্ট স্ক্রিনে শপথপর্বের সাক্ষী থাকবেন। শপথগ্রহণের পরে অবশ্য ট্রাম্প সেখানে এসে সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

শনিবারই সপরিবারে রাজধানীতে পা রেখেছেন ট্রাম্প। ফ্লোরিডার পাম বিচ থেকে তাঁকে আনতে বায়ুসেনার বিশেষ বিমান পাঠিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। শনিবার সন্ধ্যায় বিমানটি ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে ভার্জিনিয়ার একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ট্রাম্পের সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প, মেয়ে ইভাঙ্কা ও তাঁর স্বামী জ্যারেড কুশনার। বিমান থেকে নেমেই সোজা ভার্জিনিয়ার স্টার্লিং গলফ ক্লাবে চলে যান ট্রাম্প। সেখানে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী এলভিস প্রিসলের অনুরক্ত গায়ক লিও ডেজ ট্রাম্প ও পরবর্তী ফার্স্ট লেডি মেলানিয়াকে স্বাগত জানান। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। দর্শকদের মধ্যে ট্রাম্প পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ক্রীড়াবিদ, হলিউডের অভিনেতা, অভিনেত্রী, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার কর্ণধার এবং নতুন সরকারের ভাবী কর্মকর্তারা ছিলেন। রবিবার ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল ওয়ান এরিনায় সমর্থকদের এক জমায়েতে বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। এদিন রাতে ঘনিষ্ঠদের একাংশকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি, তাঁর স্ত্রী নীতা আম্বানি, অ্যামাজনের সিইও জেফ বেজোস প্রমুখ।

দিনভর হাসিমুখে জনসংযোগ করতে দেখা গিয়েছে ট্রাম্পকে। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তিনি যে যথাসম্ভব জনসংযোগ সেরে নিতে চাইছে। তবে সোমবার শপথগ্রহণের পর আরও একটি জমকালো নৈশভোজের আয়োজন করেছেন 'নতুন' প্রেসিডেন্ট। সেখানে হাজির হতে গেলে চড়া দামে টিকিট কাটতে হবে। টিকিটের সর্বোচ্চ দাম রাখা হয়েছে ৮.৬৫ কোটি টাকা। টিকিট কাটলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ।

শপথের আগে ডিনার পার্টিতে ট্রাম্পের সঙ্গে সস্ত্রীক মুকেশ আম্বানি।

একনজরে

- **উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :** ট্রাম্পের শপথগ্রহণ সোমবার ভারতীয় সময় রাত ১০.৩০ মিনিটে। শপথ পরিচালনা করবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি
- **উদ্বোধনী মধ্যাহ্ন ভোজ :** ক্যাপিটলের স্ট্যাচুয়ারি হলে থাকবে সুস্বাদু খাবার। গলদা চিংড়ির সঙ্গে স্টেক ও মিষ্টি। পদ থাকবে উপসাগরীয় কুচো চিংড়ির
- **জাতীয় প্রার্থনা :** আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা। মঙ্গলবার। এর মধ্যে দিয়েই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। আয়োজক ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথিড্রাল
- **শপথগ্রহণের স্থান পরিবর্তন :** ঐতিহ্যগতভাবে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের সামনে প্রেসিডেন্ট শপথ নেন। প্রচুর মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে তা দেখেন। এবার প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে ক্যাপিটলের অন্দরে হবে
- **সংগীতানুষ্ঠান :** মঞ্চ আলোকিত করবেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীরা। হবে জাতীয় সংগীত গড ব্লেস দ্য আমেরিকা

একের পর এক তাঁবুতে আগুন তখন ছড়িয়ে পড়ছে। রবিবার প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে।

খোঁজ নিলেন মোদি, ঘটনাস্থলে যোগী

সিলিন্ডার ফেটে মহাকুম্ভে অগ্নিকাণ্ড

প্রয়াগরাজ, ১৯ জানুয়ারি : বিপুল আয়োজন এবং সেইসব নিয়ে বিস্তর প্রচার সত্ত্বেও দুর্ঘটনা এড়াতে পারল না প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা। রবিবার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটল মেলা প্রাঙ্গণের ১৯ নম্বর সেক্টরের ক্যাম্পসাইট এলাকায়। আগুনের গ্রাসে ভস্মীভূত হয়েছে অন্ততপক্ষে ১৮টি তাঁবু। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঘটনাস্থলে রয়েছেন পুলিশ, দমকলের শীর্ষ আধিকারিকরাও। মেলায় উপস্থিত দমকল, পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তৎপরতায় আগুন দ্রুত আয়ত্তে চলে আসে। কোনও হতাহতের খবরও পাওয়া যায়নি।

কীভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে গীতা প্রেসের একটি তাঁবুতে আগুন লেগে যায়। নিমেষে সেই আগুনের গ্রাসে চলে আসে পাশের আরও কিছু তাঁবু। প্রয়াগরাজ জোনের এডিজি ভানু ভাস্কর বলেন, 'মহাকুম্ভ মেলার ১৯ নম্বর সেক্টরে দু-তিনটি সিলিন্ডার ফেটে যায়। তার থেকেই ওই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। কেউ হতাহত হননি।' যাঁরা তাঁবুতে ছিলেন তাঁদের নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মহাকুম্ভ মেলা কর্তৃপক্ষের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'অত্যন্ত দুঃখজনক। মহাকুম্ভে আগুন লাগার ঘটনা সবাইকে চমকে দিয়েছে। প্রশাসন দ্রুত উদ্ধার অভিযানে নেমে পড়েছে। আমরা মা গঙ্গার কাছে সবার সুরক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করছি।' আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের অন্তত ১৫টি ইঞ্জিন কাজে লাগানো হয়েছে। কুম্ভমেলার মুখ্য দমকল আধিকারিক প্রমোদ শর্মা বলেন, 'আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। গোটা এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।'

গত ৬ দিনে ত্রিবেণীসঙ্গমে সাড়ে ৭ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী স্নান করেছেন। যোগী সরকারের আশা, মহাকুম্ভে এবার দেশ-বিদেশ থেকে অন্তত ৪৫ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী আসবেন। এই বিপুল মানুষের ভিড় সামলাতে যোগী প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার আয়োজনেও কোনওরকম ফাঁকফোঁকর রাখা হয়নি। পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ, দমকল, অ্যাম্বুল্যান্স, উদ্ধারকারী দল-আয়োজনে ফাঁক ছিল না এতটুকু। প্রতিনিয়ত চলছে নজরদারিও। তারপরও সিলিন্ডার ফেটে এত বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে মেলার প্রস্তুতি।

'এমন প্রচার দেখেনি দিল্লি'

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : প্রচার চলাকালীন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গাড়ির ওপর পাথর হামলার ঘটনায় পদ্মশিবিরের সঙ্গে ঝাড়ুবাহিনীর তর্জা শুরু হয়েছে। এবার মুখ খুললেন খোদ কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, 'একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, এমন নির্বাচনি প্রচার দিল্লিতে কখনও দেখা যায়নি। আমরা এবার যে ধরনের প্রচার দেখছি, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু আমার জীবন দেশের জন্য সমর্পিত। বিজেপি এবারের ভোটে হারছে। ওরা এই ধরনের প্রচারে অভ্যস্ত। আমি মানুষের উন্নয়নের জন্য যোজনা করছি।'

আপের তরফে শনিবার থেকেই দাবি করা হচ্ছে, কেজরিকে হারাতে পারবে না বুঝতে পেরেই তাঁকে

পাথর হামলায় সরব কেজরি

হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী অতিশী এদিন বলেন, 'পাথর হামলা কাণ্ডে জড়িতদের মধ্যে একজন রাহুল ওরফে শাঙ্কিকে বিজেপি প্রার্থী পরবেশ সাহিব সিং বর্মার সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায়। তাছাড়া যাঁরা কেজরিকে আক্রমণ করেছেন, তাঁদের নামে ডাকাতি, খুনের চেষ্টা সহ একাধিক অভিযোগে মামলা আছে।' রবিবার কেজরিওয়াল বলেন, 'দিল্লির সাফাই কর্মচারী এবং সরকারি কর্মীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জমি বরাদ্দ করে দিক। আমাদের সরকার তাঁদের জন্য ঘর তৈরি করে দেবে। মাসিক কিস্তি দিয়ে ওই বাড়ি কিনতে পারবেন সরকারি কর্মীরা। এটা শুরু হবে সাফাই কর্মচারীদের দিয়ে। বিষয়টি জানিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি লিখেছি।'

স্পিকারকে ক্ষমতা ছাড়তে চেয়েছিলেন হাসিনা!

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি : পাঁচমাস আগে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান। তারপর থেকে পদ্মাপাড়ে শুরু হয়েছে ইউনূস-রাজ। আগামীদিনে ঢাকা নয়াদিল্লি থেকে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে কিনা সেটা এখন লাখটাকার প্রশ্ন। এই পরিস্থিতিতে হাসিনা মন্ত্রীসভার সদস্য মহীবুল হাসান চৌধুরী নওফেল জানিয়েছেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি শেষমেশ ছাড়তে রাজি হয়েছিলেন হাসিনা। দেশজুড়ে লকডাউন জারি করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পিকার শিরিন শরমিন চৌধুরীকে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি।

প্রাক্তন স্পিকার শিরিন চৌধুরী।

সর্বভারতীয় একটি ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নওফেল বলেন, অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে হাসিনার পদত্যাগ চেয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন যখন চরমে তখন স্পিকার শিরিন শরমিন চৌধুরীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন শেখ হাসিনা। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় সেইজন্য সেনাবাহিনী লকডাউনের পরামর্শও দিয়েছিল।' বাংলাদেশের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা গণভবনে উপস্থিত ছিলাম। কীভাবে প্রতিবাদ, আন্দোলন থামানো যায় সেইব্যাপারে পরিকল্পনা করছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিলেন হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। সেই কারণে লকডাউনেরও পরিকল্পনা করা হয়েছিল।'

এদিকে চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিন চেয়ে রবিবার মামলা হয়েছে বাংলাদেশ হাইকোর্টে।

যুদ্ধবিরতির পর ঘরছাড়ারা ফিরে আসছেন নিজের শহরে। রবিবার গাজার রাফাহ শহরে।

৩ পণবন্দিকে মুক্তি দিল হামাস

হামলা শেষে যুদ্ধবিরতি গাজায়

গাজা, ১৯ জানুয়ারি : 'আপাতত' গাজা যুদ্ধে ছেদ পড়ল। রবিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ১৫ থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর করেছে ইজরায়েলি সেনা এবং প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাস। যদিও সকাল ৮টা থেকেই চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। সেটা সম্ভব হয়নি। ঠিক ওই সময়েই প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে নতুন করে হামলা চালায় ইজরায়েলি বায়ুসেনা। গাজার অন্তত ৩ জায়গায় আছড়ে পড়েছে তাদের বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র। কমপক্ষে ১০ প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। গুরুতর আহত ২৫ জন। গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, উত্তর গাজায় ইজরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন তিনজন। গাজা সিটিতে নিহত হয়েছেন ছয়জন। রাফায় নিহত হয়েছেন একজন।

হামলার কারণ ব্যাখ্যা না করলেও হামাসকে চাপে রাখতেই যে যুদ্ধবিরতির সন্ধিক্ষণে হামলা চালানো হয়েছে, ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্রের কথায় সেই ইঙ্গিত মিলেছে। ড্যানিয়েল হাগারি নামে ওই সেনা আধিকারিক বলেন, 'ইজরায়েলি বাহিনী এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে দেরি হচ্ছে কারণ, এদিন ইজরায়েলের যে নাগরিকদের ছেড়ে দেবে বলে হামাস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। ওরা চুক্তির বাধ্যবাধকতা মানছে না।' ইজরায়েলি টেলিভিশনে পাঠ করা বিবৃতিতে হাগারি স্পষ্ট বলেন, 'সরকারের তরফে ইজরায়েলি সেনাকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বিলম্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত গাজায় ইজরায়েলি হামলা জারি থাকবে।'

হাগারি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশ হল, হামাস প্রতিশ্রুতি পূরণ না করলে কখনই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে না।' এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ৩ ইজরায়েলি পণবন্দির নাম ঘোষণা করেন হামাসের সশস্ত্র শাখা ইজ্জেদিন আল কাসেম বিগ্রেডের মুখপাত্র আবু ওবেইদা। তিনি বলেন, 'চুক্তি অনুযায়ী আমরা রবিবারই ৩ ইজরায়েলিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাঁদের নাম রোমি গোনেন, এমিলি দামারি ও দোরোন স্টেইনব্রিচার।'

এরপর বেলা ১১টা নাগাদ ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর করার কথা ঘোষণা করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এদিন বিকালে ৩ ইজরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। আরও ৩০ জনকে ছেড়ে দিতে পারে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠনটি। ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের ওপর বেনজির হামলা চালায় হামাস জঙ্গিরা। ১,২০০-র বেশি ইজরায়েলি নাগরিক প্রাণ হারান। প্রায় আড়াইশোজনকে পণবন্দি করে গাজায় নিয়ে যায় জঙ্গিরা। গাজায় পালটা হামলা শুরু করে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ১৫ মাসের বেশি সময় ধরে চলা সংঘর্ষে ৪৬ হাজার প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। গত কয়েকমাসে ইজরায়েলের বেশ কয়েকজন বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। এদিন মোট ৩৩ জন ইজরায়েলি বন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার কথা রয়েছে।

একনজরে

- রবিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ১৫ থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি
- এদিন সকালে গাজার ৩ জায়গায় ইজরায়েলি হামলা
- নিহত ১০ প্যালেস্তিনীয়
- ৩ ইজরায়েলি পণবন্দিকে মুক্তি হামাসের

নজরুলের নাতি প্রয়াত অগ্নিদগ্ধ হয়ে

ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি : রবিবার হাসপাতালে চিকিৎসা চলার মধ্যেই প্রয়াত হলেন বিদ্রোহী কবি তথা বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলামের নাতি বাবুল কাজি। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ঢাকার জাতীয় বার্ন এবং প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় বনানীতে নিজের বাসভবনের বাথরুমে গ্যাস লাইটার বিস্ফোরণে দগ্ধ হন বাবুল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় শনিবার রাতে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।

চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানিয়েছেন, বাবুল কাজির শরীরের ৭৪ শতাংশই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। শ্বাসনালিও পুড়ে যায়। বাবুল কাজির বোন খিলখিল কাজি জানান, ভাইয়ের মরদেহ বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে রাতেই গুলশানের আজাদ মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে বনানীতে বাবুল কাজির বাড়িতে। সোমবার তাঁর শেষকৃত্য হবে। কাজি নজরুল ইসলামের ছেলে কাজি সব্যসাচীর কনিষ্ঠ সন্তান বাবুল। তাঁর দুই বোন খিলখিল ও মিষ্টি কাজি।

বছরের প্রথম 'মন কি বাত'

মহাকুম্ভ ঐক্যের প্রতীক, নেতাজিকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : আর ক'দিন পরেই ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মেতে উঠবে গোটা দেশ। তার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে উদযাপন। প্রয়াগে চলছে মহাকুম্ভ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার বছরের প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এই সমস্ত বিষয় ছুঁয়ে গেলেন। মহাকুম্ভ মেলাকে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক' বলে বর্ণনা করে মোদি বলেন, এ হল মানবতার এক অবিস্মরণীয় সমুদ্র, সাম্য ও সম্প্রীতির সংগম। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উৎসবে এবার বিপুল সংখ্যায় তরুণ প্রজন্ম অংশ নেওয়ায় উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলার কথাও উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে।

শুধু মহাকুম্ভ নয়, ১১৮তম 'মন কি বাত'-এ দেশের ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজি জন্মবার্ষিকী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের ভোটপ্রক্রিয়া আধুনিক ও শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রশংসাও তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে। জাতীয় ভোট দিবস, স্টার্ট আপ-এ মহিলাদের ব্যাপক সংখ্যায় এগিয়ে আসার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি।

ভারতীয় সংবিধান বাস্তবায়নের ৭৫তম বর্ষপূর্তি এবছরেই। মোদির কথা, 'আমি গণপরিষদের সেই মহান ব্যক্তিদের প্রণাম জানাচ্ছি, যাঁরা আমাদের পবিত্র সংবিধানটি গড়েছেন।' প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন জাতীয় ভোটার দিবস। দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। ওই দিনই জাতীয় নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সংবিধান প্রণেতারা আমাদের নির্বাচন কমিশনকে সংবিধানে ও জনগণকে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, নির্বাচন কমিশন প্রযুক্তিগত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের ক্ষমতা আরও বাড়িয়েছে। বহুদিন থেকেই কমিশন নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে আধুনিক করার জন্য একের পর এক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলেছে। স্বচ্ছ নির্বাচন করানোয় কমিশনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সাধারণত মাসের শেষ রবিবার প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' সম্প্রচারিত হয়। এবার শেষ রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবস পড়ায় এক সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হল।

রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর

গুয়াহাটি, ১৯ জানুয়ারি : ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলায় এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল। গুয়াহাটির পানবাজার থানায় ওই এফআইআরটি দায়ের করেছেন মনজিৎ চেটিয়া। ভারতীয় নাগরিক সংহিতা (বিএনএস)-এর ১৫২ এবং ১৯৭ (১) ডি ধারায় ওই এফআইআর করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, 'রাহুল গান্ধি বাকস্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন এবং জাতীয় সুরক্ষাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন। ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অভিযুক্ত যে বিপজ্জনক ন্যারেটিভ খাড়া করেছেন, তাতে অসন্তোষ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা মাথাচাড়া দিতে পারে।' কংগ্রেসের নতুন সদর দপ্তরের উদ্বোধনের সময় রাহুল ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত মন্তব্যটি করেছিলেন।

লালু-রাহুল সাক্ষাতে ঐক্যের বার্তা

পাটনা, ১৯ জানুয়ারি : ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসকে নিয়ে যতই সমস্যা থাকুক, বিহারের বিরোধী মহাজোটে তার কোনও প্রভাব আপাতত পড়ছে না। এই ব্যাপারে কংগ্রেস তো বটেই, আরজেডি-ও তৎপর। শনিবার পাটনায় আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ১০ নম্বর সার্কুলার রোডের বাসভবনে গিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ওই সৌজন্য সাক্ষাতে লালুর পরিবারের সঙ্গে রাহুলের যে হৃদ্যতার ছবি ফুটে উঠেছে তাতে পরিষ্কার, মহাজোটের দুই প্রধান শরিকের মধ্যে সম্পর্ক মসৃণই রয়েছে। সম্প্রতি ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দেওয়া নিয়ে তেজস্বী যাদব যে মন্তব্য করেছিলেন বা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ইন্ডিয়া জোটের রাশ তুলে দেওয়ার ব্যাপারে লালু যে কথা বলেছিলেন, তাতে বিরোধী শিবিরে হইচই পড়ে গিয়েছিল। বিহারে আরজেডি-কংগ্রেসের আসনবণ্টন নিয়েও টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল।

বিহারে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিধানসভা ভোট। তার আগে মহাজোটে যাতে কোনও আঁচ না লাগে, সেদিকে নজর রাখছে আরজেডি-কংগ্রেস। শনিবার সংবিধান সুরক্ষা সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবার পাটনায় আসেন রাহুল। ঘটনাচক্রে শনিবারই ছিল আরজেডি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি পাটনায় আছেন শুনে সোজা তাঁর হোটেলে চলে যান তেজস্বী। রাহুলকে তাঁদের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণও জানান বিহারের বিরোধী দলনেতা। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দলীয় কর্মসূচি শেষে লালুর বাসভবনে যান রাহুল। ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান আরজেডি সুপ্রিমো।

আরজেডির সর্বময় কর্তা তেজস্বী

শনিবার আরজেডির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে তেজস্বীকে কার্যত দলের সর্বময় কর্তা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এবার থেকে লালুর সমান মর্যাদা পাবেন তিনি। আগামীদিনে আরজেডির ব্যাটন যে তেজস্বীর হাতেই যাচ্ছে সেটাও বৈঠকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এখন থেকে তেজস্বীর হাতে।

নীতীশকে নিশানা

পাটনা, ১৯ জানুয়ারি : মহিলাদের সম্পর্কে ফের কুকথা বলার অভিযোগ উঠল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে। শনিবার আরজেডি সমাজমাধ্যমে জেডিইউ সুপ্রিমোর একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। তাতে নীতীশকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'মেয়েরা এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা এখন অনেক ভালো কথা বলেন এবং সুন্দর পোশাক পরেন। আগে কি ওঁদের এত ভালো কাপড় পরতে দেখেছেন?'

মুখ্যমন্ত্রী শনিবার বেগুসরাইয়ে প্রগতি যাত্রায় বেরিয়ে ওই কথাগুলি বলেন। তাঁর ওই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন তেজস্বী। তিনি বলেন, 'ওঁর এই ধরনের কথাবার্তা অত্যন্ত নিন্দাজনক এবং লজ্জাজনক। এর আগে কি বিহারের মা-বোনেরা কাপড় পরতেন না? ওঁর উচিত বিহারের মহিলাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া।'

প্যারাগ্লাইডিংয়ে মৃত্যু তরুণীর

পানাজি, ১৯ জানুয়ারি : উত্তর গোয়ায় প্যারাগ্লাইডিংয়ে গিয়েই মৃত্যু হল এক পর্যটক ও প্রশিক্ষকের। ২৭ বছর বয়সি পর্যটক শিবানী দাবলে পুনের বাসিন্দা। প্রশিক্ষক সুমন নেপালি (২৬)-র বাড়ি নেপালে। গোয়ার কেরি গ্রামে পাহাড়ের খাদের কাছে অবতরণের চেষ্টা করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে। অবৈধভাবে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস নিয়ে কাজ করে মানুষের জীবন বিপন্ন করার জন্য প্যারাগ্লাইডিং সংস্থার মালিক শেখর রায়জাদার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

সামিকে ছন্দে ফেরাতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া

ছক্কা হাঁকানোর অনুশীলনে হার্দিক

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : এই শহর জানে তাঁদের সবকিছু। এই শহর জানে তাঁদের সব গোপন কথাও!

ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক বিকেল ৪টা। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে এসে দাঁড়াল টিম ইন্ডিয়ার টিম বাস। সবার প্রথমে বাস থেকে নেমে এসে সাজঘরের অন্দরে সেঁধিয়ে যাওয়ার আগে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর একবার ঘুরে তাকালেন পিছন দিকে। হয়তো ফিরে দেখতে চাইলেন ইডেন গার্ডেন্সে তাঁর সোনালি অতীত।

মহম্মদ সামি টিম বাস থেকে নেমেই দলের ফিজিয়োকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন ইডেনের জিমে। সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে ঢুকলেন ভারতীয় দলের সাজঘরে। পরে মাঠে হাজির হলেন। সেই ইডেন, যেখানে তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারে উত্থান শুরু। সেখানেই বুধবার আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন তিনি। সামিকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে প্রত্যাশার শেষ নেই। কিন্তু তিনি কি পারবেন সেই প্রত্যাশাপূরণ করতে?

জবাব সময়ের গর্ভে। কিন্তু তার আগে আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মূল আকর্ষণ ছিলেন সামিই। প্রথমে ইডেনের মূল বাইশ গজের ঠিক পাশের অনুশীলন পিচে ছোট রানআপে বোলিং করলেন। পরে মূল নেটে সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বোলিং। অন্তত চল্লিশ মিনিটের বোলিংয়ের পর সামি সামান্য সময় জিরিয়ে নিলেন। পরে ফের মূল পিচের ধারের পিচে ছোট রানআপে বোলিং শুরু করলেন। তিন দফায় প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় বল হাতে সন্ধ্যার ইডেনে ঘাম ঝরালেন সামি। তাঁর বোলিংয়ে বারকয়েক পরাস্ত হয়েছেন সঞ্জু, তিলকরা। কিন্তু তারপরও সামির বোলিং দেখে এখনই দারুণ আশ্বস্ত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। দলের বোলিং কোচ মরনি মরকেল যেভাবে সামির সঙ্গে টানা পড়ে ছিলেন, তারপর বলতেই হচ্ছে সামির ছন্দ ও ফিটনেস নিয়ে সংশয় পুরো কাটেনি এখনও। উপরি হিসেবে সামির বাঁপায়ের হাঁটুতে মোটা স্ট্র্যাপ জড়ানো ছিল সারাক্ষণ। হতে পারে সতর্কতার কারণে হাঁটুতে স্ট্র্যাপ জড়িয়ে রেখেছিলেন সামি। কিন্তু তারপরও সামিকে নিয়ে সংশয় থাকছেই। হার্দিক পান্ডিয়াকে আজ ভারতীয় দলের অনুশীলনে দীর্ঘসময় ছক্কা হাঁকানোর অনুশীলন করতেও দেখা গিয়েছে।

সামিকে ছন্দে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা শুরুর পাশে আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শুরুতে চমকপ্রদ ফিল্ডিং ড্রিলও নজরে এসেছে। দলের এক সাপোর্ট স্টাফ ব্যাট দিয়ে টেনিস বল আকাশে তুলে দিচ্ছিলেন, তিলক মাথায় হেলমেট পরে সেই বলে ফুটবলের স্টাইলে হেড করছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়ানো কোনও সতীর্থ ধরছিলেন সেই ক্যাচ। ভারতীয় দলের আজকের অনুশীলনে দলের সকলেই থাকলেও ছিলেন না অর্শদীপ সিং। জানা গিয়েছে, আজ রাতেই তিনি কলকাতায় হাজির হয়েছেন।

হাঁটুতে স্ট্র্যাপ বেঁধে বোলিংয়ে মহম্মদ সামি। - ডি মণ্ডল

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষেই বিরাটদের ভাগ্যনির্ধারণ

হার্দিককে ডেপুটি, গম্ভীরের দাবিতে 'না' রোহিতের

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি : কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কোনওরকম মতবিরোধ নেই। পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্কে দুজনেই বিশ্বাসী। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচনের পর শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই দাবি করেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

যদিও রোহিতের দাবি বাস্তবে কতটা সঠিক প্রশ্ন উঠছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় সাজঘরে গম্ভীর বনাম রোহিত 'যুদ্ধ'র উত্তাপ বারবার বাইরে এসেছে। দলের মধ্যে ফাটলের কথা প্রকাশ্যে আসা নিয়েও জল অনেকদূর গড়িয়েছে। সেই আগুনের উত্তাপ হাজির শনিবারের নির্বাচনি বৈঠকেও।

দল বাছতে বসে একাধিক ইস্যুতে মতপার্থক্য সামনে চলে আসে। বৈঠকে তীব্র বাদানুবাদ, তর্কবিতর্কও হয়। সূত্রের খবর, সহ অধিনায়ক হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়াকে চেয়েছিলেন গম্ভীর। যুক্তি, হার্দিক অতীতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অভিজ্ঞ। আগামীর ভাবনায় হার্দিককেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

হার্দিককে নিয়ে কোচের যে যুক্তি মানতে রাজি হননি রোহিত। নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সমর্থন রোহিতের পক্ষে থাকায় হার্দিককে সহ অধিনায়ক করার গম্ভীরের প্রস্তাব ধোপে টেকেনি।

শুভমান গিল অগ্রাধিকার পান।

আগরকার দায়িত্বে আসার পর লিডারশিপ গ্রুপ থেকে হার্দিককে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু। রোহিত টি২০ থেকে অবসরের পর হার্দিকের হার্দিক-চালের পিছনে 'শত্রুর শত্রু বন্ধু' নীতি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পর্বে রোহিত-হার্দিক ঝামেলা সবার জানা। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে অনেক বিতর্ক ধামাচাপা পড়লেও ফাটল সহজে করছে কেরলের উইকেটকিপার-ব্যাটার। ওডিআই ফর্ম্যাটেও সুযোগ প্রাপ্য এবার। যদিও রোহিত-আগরকার জুটি গম্ভীরের সেই প্রয়াস আটকে ঋষভকেই চ্যাম্পিয়ন্স

কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে মতভেদ বাড়ছে নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকার ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার।

বদলে সূর্যকুমার যাদবকে দায়িত্ব পান। এবার ওডিআই ফর্ম্যাটে শুভমানকে সহ অধিনায়ক। রোহিত সরলে পঞ্চাশের ক্রিকেটে গিলকেই তাঁরা পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে ভাবছেন। আর এখানেই ঠিক আপত্তি ছিল গম্ভীরের।

ক্রিকেটমহলের যুক্তি, গম্ভীরের যাওয়ার নয়। গম্ভীর যা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন বিতর্কিত হার্দিককে সামনে আনার চেষ্টা চালিয়ে।

সঞ্জু স্যামসন-ঋষভ পন্থের মধ্যে কে সুযোগ পাবেন, তা নিয়েও রীতিমতো উত্তপ্ত নির্বাচনি বৈঠক। কোচের ভোট ছিল সঞ্জুর দিকে। টি২০ ফর্ম্যাটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম ট্রফিগামী দলে অন্তর্ভুক্ত করেন।

বৈঠকে দ্বিতীয়বার 'হার' হজম করতে হয় যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমানদের হেডস্যরকে। মূলত কোচ-অধিনায়কের মতপার্থক্যের কারণে লম্বা সময় ধরে চলে দল বাছাইয়ের পর্ব। দুপুর বারোটা নাগাদ শুরু হয়ে শেষ হয় প্রায় তিনটে নাগাদ। প্রায় তিন ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকের পর জট কাটে।

দল বাছাইয়ের জট কাটলেও কোচ-অধিনায়কের মতপার্থক্য নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য আদর্শ বিজ্ঞাপন নয়। বিগত কয়েকটি সফরে দলের ব্যর্থতার পিছনে অনেকে সাজঘরের পরিবেশকেও কাঠগড়ায় তুলছেন। আর কথায় আছে 'যা রটে, তা কিছুটা হলেও বটে'।

এদিকে বিরাট কোহলি, রোহিতের কেরিয়ার নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ প্রতিক্রিয়া নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারের। জানান, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই বসবেন। পারফরমেন্স খতিয়ে দেখে সেই মাফিক পদক্ষেপ। অর্থাৎ, ফের ব্যর্থতা মানে বাতিলের তালিকায়। সাফল্য পেলে রোহিত-বিরাটরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিতকে পাশে নিয়েই আগরকার বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এখনও মাসখানেক বাকি। ওডিআই ফর্ম্যাটে ওরা (বিরাট ও রোহিত) অবিশ্বাস্য পরফর্মার। চ্যাম্পিন্স ট্রফির পরই সবকিছু খতিয়ে দেখা হবে। হাতে সময় নিয়ে বসব এবং দলের প্রত্যেকের পারফরমেন্স দেখা হবে। কোনও একজন, দুজনের নয়। আপাতত ফোকাস ওডিআই ক্রিকেট এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।'

নির্বাচনি উত্তাপ

অতীত অভিজ্ঞতার কারণে হার্দিক পান্ডিয়াকে চেয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। কোচের যে যুক্তি মানতে রাজি হননি রোহিত।

টি২০ ফরম্যাটে ধারাবাহিকতার কারণে সঞ্জু স্যামসনকে চেয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। রোহিত-অজিত আগরকার সেই প্রয়াস আটকে দেন।

জাদেজা-পন্থ টক্কর রনজিতে

রাজকোট, ১৯ জানুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের আগে বাইশ গজের টক্করে মুখোমুখি ঋষভ পন্থ ও রবীন্দ্র জাদেজা। ২৩ জানুয়ারি ষষ্ঠ রাউন্ডের রনজি ট্রফির ম্যাচে রাজকোটে দিল্লি-সৌরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। রনজির প্রত্যাবর্তনে দিল্লিকে নেতৃত্ব দেবেন ঋষভ।

প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশিকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত জাদেজার। নিটফল, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নামার আগে চোখ সতীর্থ এবং তাঁর দলকে হারানো। অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে লম্বা বিশ্রাম কাটিয়ে রবিবার ক্রিকেট কিটস নিয়ে সোজা রাজকোট স্টেডিয়ামে পা রাখেন জাদেজা। সৌরাষ্ট্রের রনজি দলের সতীর্থদের সঙ্গে লম্বা সময় অনুশীলন সারেন। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি জয়দেব শা জানান, জাদেজা দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। পরের ম্যাচেও খেলবেন।

জাদেজা শেষবার রনজি খেলেন ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে। অর্থাৎ, বছর দুয়েক পর ঘরোয়া রনজি প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে। ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পর বোর্ড একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। যার মধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেট অন্যতম। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ব্যাটে-বলে ঝালিয়ে নেওয়াও গুরুত্ব পাচ্ছে। দুইয়ে দুইয়ে চার- বছর দুয়েক পর রনজিতে জাদেজা।

সূর্য-ফ্যাক্টর হাতছাড়ায় অবাক রায়না

ভারত নয়, সানির বাজি পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গতকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করেছে ভারত। ১২ জানুয়ারি প্রাথমিক সময়সীমার দিন সাতেক পর দল বাছাই। যদিও অজিত আগরকারদের তৈরি যে দলও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

সুনীল গাভাসকার তো বলেও দিলেন, রোহিত শর্মার ভারত নয়, তার বাজি পাকিস্তান। সুরেশ রায়না আবার অবাক সূর্যকুমার যাদবের মতো 'এক্স ফ্যাক্টর'-কে হাতছাড়া করা নিয়ে। যশস্বী জয়সওয়ালের অন্তর্ভুক্তি, সঞ্জু স্যামসনের সুযোগ না পাওয়া বা মহম্মদ সিরাজের বাদ-প্রশ্ন একাধিক।

গাভাসকারের সোজাসাপটা পর্যবেক্ষণ, 'ফেভারিট তকমা আমি পাকিস্তানকে দেব। কোনও দলকে তাদের ঘরের মাঠে হারানো কঠিন। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছিল ভারত। তার আগে নিখুঁত পারফরমেন্সে টানা ১০টি ম্যাচ জেতে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমার ধারণা আয়োজক পাকিস্তানই ফেভারিট।'

রায়নার মতে, সূর্যকুমারের '৩৬০ ডিগ্রি' ব্যাটিং তুরুপের তাস হতে পারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। উপমহাদেশীয় উইকেটে সূর্যের তুরীয় ব্যাটিং ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। যদিও হাতে থাকলেও নির্বাচকরা সেই 'এক্স ফ্যাক্টর' হাতছাড়া করলেন।

প্রাক্তনের মতে, 'যথেষ্ট শক্তিশালী দলই গড়েছে ভারত। বিশ্বাস, রোহিতের দল সাফল্য আনবে। তবে সূর্যের না থাকা আমাকে অবাক করেছে। ভারত কিন্তু 'এক্স ফ্যাক্টর'কে মিস করবে। ২০২৩ বিশ্বকাপে সূর্যের পারফরমেন্স দেখেছি। মাঠের সর্বত্র রান করতে পারে, তাই তো ও মিস্টার ৩৬০। গেম চেঞ্জার। সেরা দলের বিরুদ্ধেও ওভার পিছু ৯ রানও তাড়া করার ক্ষমতা রাখে। নিশ্চিতভাবে রাখা উচিত ছিল সূর্যকে।'

রায়নার কথায়, এমন প্লেয়ার দরকার যে প্রতিপক্ষের ওপর ছড়ি ঘোরাবে। দুবাই স্টেডিয়ামের (ভারত যেখানে খেলবে) সামনের বাউন্ডারি ছোট। স্কোয়ার বাউন্ডারি তুলনায় বড়। সূর্য যা দারুণভাবে কাজে লাগাতে পারত। টপ অর্ডারের ওপর চাপ কমতে থাকত, যারা এই মুহূর্তে সেরা ছন্দে নেই।

যশস্বীকে প্রথম একাদশে কোথায় জায়গা দেবে গৌতম গম্ভীররা, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন 'মিস্টার আইপিএল'। রায়নার যুক্তি, রোহিত-শুভমান গিল ওপেনিং জুটি ঠিকঠাক। কেউ চোট পেলে যশস্বী। কিন্তু যশস্বীকে খেলাতে গেলে তিনে কিংবা ওপেনিংয়ে রাখতে হবে। চারে সেক্ষেত্রে বিরাট। আর যশস্বীকে বাইরে রাখা মানে ব্যাটিং অর্ডারে ঋষভ পন্থ একমাত্র বাঁহাতি। সবমিলিয়ে যশস্বীর মাথাব্যথা হতে চলেছে টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য।

সিরাজের পাশে দাঁড়ালেন নভজ্যোৎ সিং সিধু। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল দেখে মনে হচ্ছে নির্বাচকরা অলরাউন্ডারদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। চার-চারজন দক্ষ অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর। তিনজন পেসার জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি ও অর্শদীপ সিং। তবে আমি নির্বাচক হলে চার পেসার ও তিন স্পিনার নিতাম। সিরাজকে অবশ্যই রাখতাম। দুবাই, শারজায় স্পিনাররা খুব বেশি কার্যকর নয়। অতিরিক্ত স্পিনারের প্রয়োজন ছিল না। তবে সিরাজ-ইস্যু ছাড়া বাকি দল বেশ ভালোই হয়েছে।'

অনুশীলনের ফাঁকে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

ফের বড় ম্যাচে জয় বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগে বড় ম্যাচের রংও সবুজ-মেরুন। রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

কখনও ছোট ছোট পাস খেলে আবার কখনও লং বলে এদিন শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলার চেষ্টায় ছিল মোহনবাগান। প্রথম ৪৫ মিনিটে সাদা-কালো গোলরক্ষক শুভজিৎ ভট্টাচার্য বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত সেভ করেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময় টাইসন সিংয়ের আদায় করে নেওয়া পেনাল্টি থেকে বাগানকে এগিয়ে দেন সেরটো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ডান দিক থেকে সন্দীপ মালিকের ভাসানো বল মাথা দিয়ে নামিয়ে দেন পাসাং দোরজি তামাং। পায়ের টোকায় সেই বল জালে জড়ান সেরটো। পরিবর্ত হিসাবে নেমে ৬৩ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন টংসিন।

> রেফারিরা নিয়ম কানুন সব জানেন। ভারতীয় রেফারিদের প্রতি আমার একটা পরামর্শ, কারও পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ হন।
>
> **সুলে মুসা** মহমেডান কোচ

উলটোদিকে মহমেডানের বেশিরভাগ আক্রমণই প্রতিপক্ষ বক্সের সামনে গিয়ে হারিয়ে গেল। ৭০ মিনিটে লালথানকিমাকে বক্সের মধ্যে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় মহমেডান। যদিও সেই কিমাই স্পটকিক বাইরে মারেন। তাঁর আরও একটি শট রুখে দেন বাগান গোলরক্ষক প্রিয়াংশ দুবে। শেষদিকে দশজনের মহমেডানকে পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান।

এদিকে, ম্যাচ শেষে রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মহমেডান কোচ সুলে মুসা। তিনি বলেছেন, 'রেফারিরা নিয়মকানুন সব জানেন। ভারতীয় রেফারিদের প্রতি আমার একটা পরামর্শ, কারও পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ হন।' মহমেডান রিজার্ভ দলের কোচ হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেও হেডকোচ মুসার পরিবর্তে সরকারিভাবে উৎপল মুখোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে।

বাংলা রনজি দলে ঋত্বিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : সময়টা ভালো যাচ্ছে না বাংলা ক্রিকেটের। সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে ট্রফিতে ব্যর্থতা। রনজির প্রথম পর্বটাও ভালো যায়নি টিম বাংলার।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রনজির দ্বিতীয় পর্ব। ৫ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সেখানেও স্বস্তিতে নেই অনুষ্টুপ মজুমদাররা। উপরি হিসেবে বিস্তর চোট-আঘাত রয়েছে দলে। স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আঙুল ভেঙে রনজি ট্রফি থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েও রয়েছে প্রবল সংশয়। এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের জন্য বাংলার স্কোয়াডে আজ যুক্ত করা হল অলরাউন্ডার ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়কে। কল্যাণীর মাঠে আজ বাংলা দলের সঙ্গে তিনি অনুশীলনও করেছেন। যদিও হরিয়ানা ম্যাচে ঋত্বিক খেলবেন কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'দলে বেশ কিছু চোট-আঘাতের সমস্যা রয়েছে। ফলে বিকল্প হিসেবে স্কোয়াডে ঋত্বিককে যুক্ত করা হয়েছে আজ। দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত।'

সাকিবের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি : খারাপ সময় কাটছে না সাকিব আল হাসানের। বোলিং অ্যাকশন নিয়ে আইসিসি-র কোপে পড়েছেন। জায়গা হয়নি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে। বাইশ গজের বিড়ম্বনার পাশাপাশি এবার আইনি ঝামেলা। সাকিবের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল ঢাকা আদালত।

আর্থিক কারচুপির অভিযোগ। আইএফআইসি ব্যাংকের থেকে নিজের সংস্থার জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ ধার নিয়েছিলেন সাকিব। যা শোধ করতে দুটি চেকও জমা দেন। কিন্তু টাকা তুলতে গিয়ে চেক বাউন্স হয় অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার কারণে। এরপরই ব্যাংকের তরফে অভিযোগ করা হয় সাকিব এবং তাঁর সংস্থার নামে।

ছাত্র আন্দোলন, পালাবদলের পর থেকে দেশের বাইরে সাকিব। এর মধ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর চেক-কারচুপিতে নাম জড়ায় বাংলাদেশের কিংবদন্তি অলরাউন্ডারের। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই চূড়ান্ত সময়সীমা পেরোনোর পর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার করা হবে সাকিবকে।

দুর্ঘটনায় নিহত মনুর দিদা-মামা

হরিয়ানা, ১৯ জানুয়ারি : প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকেরের পরিবারে দুঃসংবাদ। রবিবার সকালে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তারকা শুটারের দিদা ও মামা।

হরিয়ানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে দাদরির মহেন্দ্রগড় বাইপাসের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। মনুর মামা ও দিদা একটি স্কুটিতে চেপে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি গাড়ি তাঁদের ধাক্কা মারে। স্কুটিটিকে কার্যত পিষে দেয় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। এদিকে সেই গাড়ির চালক পলাতক। গাড়িটিকেও এখনও শনাক্ত করা যায়নি। দিনদুয়েক আগেই অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু খেলরত্ন পুরস্কার পেয়েছেন। সেই রেশ কাটার আগেই নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর পরিবার।

রবিবার সকালে দাদরির মহেন্দ্রগড় বাইপাসে মনুর মামা ও দিদার স্কুটি চাপা পড়ে এই গাড়ির তলায়।

জকোভিচ-আলকারাজ দ্বৈরথ হচ্ছে কোয়ার্টারে

মেলবোর্ন, ১৯ জানুয়ারি : অঘটন না ঘটলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালেই যে নোভাক জকোভিচ-কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার দ্বৈরথ দেখা যাবে তা জানাই ছিল। চতুর্থ রাউন্ডে সহজ জয় সেটাই নিশ্চিত করে ফেললেন দুই তারকা। জকোভিচ জিতলেন স্ট্রেট সেটে। আলকারাজ ওয়াকওভার পেলেন।

রবিবার জোকার স্ট্রেট সেটে হারালেন চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহেকোকে। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৪, ৭-৬ (৭/৪)। প্রথম দুই সেট সহজে জিতলেও তৃতীয় সেটটি জিততে টাইব্রেকার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিককে। এদিন জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজার ফেডেরারের আরও একটি নজির ছুঁয়ে ফেললেন নোভাক। দুইজনেই ১৫ বার হার্ডকোর্টে গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন।

২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে জয় পাওয়ার পর অবশ্য কোর্টে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাক্তন আমেরিকান টেনিস তারকা জিম কুরিয়ারকে সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকার করেন জকোভিচ। তিনি শুধু দর্শকদের ধন্যবাদ দিয়েই কোর্ট ছাড়েন। তবে রড লেভার এরিনার টানেল দিয়ে বেরোনোর সময় ভক্তদের এগিয়ে দেওয়া ম্যাচ বল, টি-শার্টে অটোগ্রাফ দিতে দেখা যায় নোভাককে। পরে অবশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে জকোভিচ বলেছেন, 'ম্যাচে চড়াই উতরাই ছিল। তৃতীয় সেটে একটা গেম হারার পর আমি লেহেকোর সার্ভিস ব্রেক করেছি। আরও ব্রেক পয়েন্টের সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু যখনই ব্রেক করতে গিয়েছি লেহেকো নিজের সার্ভিসকে উন্নত করেছে। শেষপর্যন্ত চাপ সামলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পেরে আমি খুশি।'

কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর সেলিব্রেশন নোভাক জকোভিচের।

অন্য ম্যাচে দুই সেটের পরই ওয়াকওভার পান আলকারাজ। ৫-৭, ১-৬ গেমে পিছিয়ে থাকা জ্যাক ড্র্যাপার পিঠের চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দেন। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট আদায় করতে সেভাবে লড়তেই হয়নি আলকারাজকে। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবেন জকোভিচ ও আলকারাজ। এর আগে সাতবারের সাক্ষাতে জকোভিচের পক্ষে স্কোরলাইন ৪-৩। তবে প্রতিটাই ছিল সেমিফাইনাল অথবা ফাইনাল। এই প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালেই লড়বেন একে অপরের বিরুদ্ধে।

কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন আলেকজান্ডার ভেরেভও। চার সেটের লড়াইয়ে ৬-১, ২-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে উগো হামবার্টকে হারান জার্মান তারকা। চতুর্থ রাউন্ডে সহজ জয় পেয়েছেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কাও। মিরা আন্দ্রেভাকে স্ট্রেট সেটে হারান তিনি। ম্যাচের ফল ৬-১, ৬-২। মঙ্গলবার শেষ আটের লড়াইয়ে সাবালেঙ্কার প্রতিপক্ষ আনাস্তাসিয়া পাভলিচেঙ্কোভা।

এদিকে, মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন রোহন বোপান্না-ঝ্যাং শাউয়াই। এদিন তারা দ্বিতীয় রাউন্ডে টেলর টাউনসেন্ড-হুগো নিসের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পান।

বর্ণবিদ্বেষের শিকার বার্সা ডিফেন্ডার

মাদ্রিদ, ১৯ জানুয়ারি : ফের লা লিগায় বর্ণবিদ্বেষ বিতর্ক। এবার বার্সেলোনা ডিফেন্ডার আলেহান্দ্রো বালডে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হলেন। যার জেরে উত্তপ্ত স্প্যানিশ ফুটবল।

ভারতীয় সময় শনিবার গভীর রাতে লা লিগার ম্যাচে গেটাফের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল বার্সা। ম্যাচটি ১-১ গোলে শেষ হয়। জুলেস কুন্দের গোলে ৯ মিনিটে এগিয়ে যায় হ্যান্সি ফ্লিকের দল। ৩৪ মিনিটে মাউরো আরামব্বারি গোল শোধ করেন। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে বর্ণবিদ্বেষ মন্তব্য।

ম্যাচের পর বার্সেলোনা ডিফেন্ডার বালডে বলেছেন, 'প্রথমার্ধের খেলা চলাকালীন আমাকে লক্ষ্য করে গ্যালারি থেকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়। ম্যাচের বিরতিতে আমি বিষয়টি রেফারিকে জানাই।' এদিন লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ থামাতে গেতাফে সমর্থকদের সতর্ক করা হয়।

বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন বার্সোলোনা কোচ ফ্লিক। তিনি বলেছেন, 'ফুটবলে বর্ণবাদের কোনও স্থান নেই। যাঁরা এইসব কাজ করেন, তাঁদের উচিত বাড়িতে থাকা। আমরা সবসময় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।' লা লিগায় বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ নতুন নয়। গতবছর রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে স্প্যানিশ দ্বিতীয় ডিভিশনে এলচের ডিফেন্ডার বাম্বো ডিয়াবাই বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের শিকার হয়েছিলেন। এদিকে এই ম্যাচ ড্র করে বার্সেলোনা ২০ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সমসংখ্যক ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।

আলেহান্দ্রো বালডেকে (ডানে) মাঠে শুনতে হল বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য।

ফের হারের হ্যাটট্রিক ইস্টবেঙ্গলের

এফসি গোয়া-১ (ব্রাইসন)
ইস্টবেঙ্গল-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : এদিনের ম্যাচে শুধুই ইস্টবেঙ্গলের নয়, বোধহয় বাড়তি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরাও!

ইস্টবেঙ্গল জিতলে বা ড্র করলে তাদের লাভ। এক নম্বরে আরও একটু নিশ্চিন্ত হওয়া। সেখানে জিততে পারলে ইস্টবেঙ্গলের লাভ বলতে পয়েন্ট তালিকায় একটু এগোনো। আর সঙ্গে হারের হ্যাটট্রিকের হাত থেকে বাঁচা। শেষপর্যন্ত অবশ্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সাহায্য তো হলই না। কার্লোস কোয়াদ্রাতের পর অস্কার ব্রুজোঁর আমলেও ফের একবার হারের হ্যাটট্রিকের মুখোমুখি হল ইস্টবেঙ্গল।

মোহনবাগানকে হারানোর প্রধান কারিগর এদিনও মাত্র ১৩ মিনিটেই নিজের দলকে এগিয়ে দেন। বোরহা হেরেরার ফ্রি-কিকে নিখুঁত হেডে গোল ব্রাইসন ফার্নান্ডেজের। কিন্তু হিজাজি মাহের পাশে দাঁড়িয়ে কেন দর্শকের ভূমিকায় বা প্রভসুখান সিং গিল এগোবেন কী এগোবেন না এই দ্বিধা থেকে বলের ফ্লাইট কেন মিস করবেন, সেসব প্রশ্নের উত্তর বোধহয় আজকাল লাল-হলুদ সমর্থকরাও আর আশা করেন না। ২৭ মিনিটে নন্দকুমার শেখরের নীচু ক্রস ধরতে গিয়ে গোলের সামনে শরীরের ভারসাম্য হারালেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। সারা ম্যাচে কিছুই করতে পারলেন না। এসব তো আর রেফারির ভুল নয়! ভুল ফুটবলারদেরই। প্রায় প্রতি ম্যাচের পরই ইস্টবেঙ্গল কোচ-কর্তা-ফুটবলার-সমর্থকরা রেফারিং নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। এই দোষারোপের জন্য নিজেদের খারাপ পারফরমেন্স ঢাকতে ফুটবলারদের কি অজুহাত দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়ে যাচ্ছে না? ভেবে দেখুন সমর্থকরা। দ্বিতীয়ার্ধে এফসি গোয়া খেলতেই পারল না। এত সুযোগ, টানা আক্রমণের পরেও কেন গোল নেই, কেন জয় এল না, প্রশ্নটা এবার উঠুক।

দলে একাধিক ফুটবলারের চোট। স্বাভাবিকভাবেই এদিন হাতে বিশেষ ফুটবলার না থাকায় একমাত্র ক্লেইটন সিলভাকে বেঞ্চে রেখে সেরা একাদশ নামান ব্রুজোঁ। নন্দর দায়িত্ব ছিল উঠেনেমে খেলা। প্রথমদিন মাঠে নেমে রিচার্ড সেলিস বোঝালেন যে তিনি আনফিট নন এবং তাঁর দুই পা-ই চলে। গোটা দলকে খেলালেন। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে তাঁর বাড়ানো অসাধারণ থ্রু ধরে পিভি বিষ্ণু বক্সের মধ্যে দাঁড়ানো দিয়ামান্তাকোসের মাথায় ফেলার আগেই ক্লিয়ার করে দেন ওডেই ওনাইনডিয়া। এছাড়াও বেশকিছু দেখার মতো বল বাড়ান তিনি। ৫২ মিনিটে তাঁর বাঁ পায়ের শট বরিস সিং প্রায় গোললাইন থেকে বার করেন। ৬৭ মিনিটে ৬ গজের মধ্যে থেকে ডান পায়ে নেওয়া শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাঁচান ঋত্বিক তিওয়ারি। নাওরেম মহেশ সিংয়ের শটও তিনি ভালো বাঁচান। আসলে গোয়া ডিফেন্সকেও এদিন অত্যন্ত পলকা লেগেছে। বরং বেশ কয়েকবার নিরীহ আক্রমণের সামনেও দিশেহারা হয়ে কর্নার উপহার দিয়ে ফেলেন ওডেই-সন্দেশ ঝিংগানরা। ক্লেইটন নামার পর ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের চাপ বাড়ে। এই সময়টা ক্রমাগত ডিফেন্স করে গেছে গোয়া ডিফেন্স। ৩৫ মিনিটে গোয়ার ২-০ হতে পারত। মহেশের মিসহেড থেকে ইকের গুয়েরোচিনা উঁচু করে তোলা শট যদি না পোস্টে লেগে বেরিয়ে যেত! ফিরতি বল ব্রাইসনের শট কোনওক্রমে গিল বার করার পর আর্মান্দো সাদিকু ঠিকঠাক অনুসরণ করলেই গোল ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে তেমন সুযোগ নেই। ৭৫ মিনিটে ফাঁকা গোলে বল রাখতে পারেননি সাদিকু। ৯৫ মিনিটে দিয়ামান্তাকোসকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন তিনি। পরের ম্যাচে নেই নন্দকুমারও। ইস্টবেঙ্গলের অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হল না। সেই এগারো নম্বরেই থেকে গেল তারা। এফসি গোয়া অবশ্য ৩০ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠে এল।

ইস্টবেঙ্গল : গিল, নীশু, হিজাজি, নুঙ্গা, নন্দকুমার, মহেশ (জোথানপুইয়া), জিকসন, বিষ্ণু, সেলিস (সায়ন), দিয়ামান্তাকোস ও ডেভিড (ক্লেইটন)।

প্রথমদিনই নজরে পড়লেন সেলিস

দুই পায়েই সমান দক্ষ বোঝালেও রিচার্ড সেলিস গোল করতে পারলেন না।

ক্লান্তি ও শীর্ষস্থানে থাকা চাপ বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ক্লান্তির ছাপ চোখেমুখে স্পষ্ট। তবু ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শেষ দফায় এসে আর সেকথা মাথায় না রাখাই শ্রেয় মনে করছেন।

অনেক কিছুই এই মুহূর্তে মানতে রাজি নন টম অ্যালড্রেডরা। যেমন জামশেদপুর এফসি ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার পর সারারাত ধরে বাসে করে আসায় গোটা দলটার মধ্যে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু সেটা না কোচ, না ফুটবলাররা, কেউই স্বীকার করছেন না। বরং এখন যে খানিকটা রেগেই যাচ্ছেন তাঁরা। তেমনি লিগের শেষ পর্যায়ে এসে পয়েন্ট নষ্টের ফলে চাপ বাড়ছে কি না বা তাঁরা খানিকটা স্নায়ুর চাপে ভুগতে শুরু করেছেন কি না জানতে চাইলে অ্যালড্রেড বলেছেন, 'না, না একেবারেই আমরা স্নায়ুর চাপে ভুগছি না। আমাদের কাছে কোনও ম্যাচই সহজ নয়। কোচ আমাদের বলে দিয়েছেন, প্রতিটা ম্যাচকেই সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। সেভাবেই আমরা খেলছি। তবে বাড়তি স্নায়ুর চাপ নেই।' হাতে আর মাত্র আটটা ম্যাচ। দল এগিয়ে ছয় পয়েন্টে। এটাই কি লিগে অঙ্ক কষে এগোনোর সময়, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও মানতে নারাজ। তিনি রোজকার কথাই আউড়ে গেলেন, 'আমরা কোনও অঙ্ক কষতে চাই না। কারণ আমাদের কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হল পরবর্তী ম্যাচ। সেদিকেই মনোনিবেশ করা এবং ৩ পয়েন্ট তুলে নেওয়া একমাত্র লক্ষ্য। যাতে আমরা এক নম্বর জায়গাটা ধরে রাখতে পারি।'

কলকাতার কাদাপাড়ায় খুদেদের সঙ্গে ফুটবল খেলার পর পেত্রাতোস।

সোমবার কলকাতায় অনুশীলন করে চেন্নাই উড়ে যাবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচটা যে খুব সহজ হবে না, সেকথা অবশ্য শুধু বুঝছেন না, মানছেনও কোচ-ফুটবলাররা। বিশেষকরে যেখানে জেমি ম্যাকলারেনের পর্যায়ের স্ট্রাইকারও এত সুযোগ নষ্ট করছেন। অ্যালড্রেড অবশ্য বললেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় আমি জেমি, জেসন (কামিংস), গ্রেগ (স্টুয়ার্ট), দিমিত্রিস (পেত্রাতোস) সবার বিরুদ্ধে খেলেছি। ওরা সত্যিই আমাদের দলের জন্য কত বড় শক্তি, সেটা বুঝতে পারি। আমি জানি জেমির কী ক্ষমতা। ও নিজের সেরা ছন্দে নেই একথা ঠিক নয়। ও তো গোল পাচ্ছে। আগের ম্যাচে পারেনি, কিন্তু হয়তো চেন্নাইয়ের বিপক্ষেই ২ গোল করে দেবে।'

ঘটনা হল, দিমি-গ্রেগ স্টুয়ার্টের চোটের পর থেকেই স্ট্রাইকারদের বল সরবরাহ করার লোকের অভাব। তবে দুজনেই এখন আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, নিজেদের সেরা ছন্দে ফিরতে। এদিনই যেমন মানসিকভাবে হালকা থাকতে, দিমি নিজের দুই ছেলেকে নিয়ে কাদাপাড়ার মাঠে তাঁর পুরোনো ছোট্ট বন্ধুদের সঙ্গে খেলে এলেন। হয়তো স্নায়ুর চাপ থেকে বেরোতেই এই ভাবনা তাঁর। চেন্নাইয়ান ম্যাচের আগে এই হালকা হওয়ার চেষ্টাই বোঝাচ্ছে কতটা চাপে এখন বাগান ফুটবলাররা।

ব্রাইটনের কাছে হার ব্রুনোদের

লন্ডন, ১৯ জানুয়ারি : ঘরের মাঠে ব্রাইটনের কাছে বিধ্বস্ত হল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। রবিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ব্রুনোরা হারলেন ৩-১ গোলে। ৫ মিনিটে ইয়ানকুবার গোলে এগিয়ে যায় ব্রাইটন। ২৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে সমতায় ফেরান ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। দ্বিতীয়ার্ধে কাউরু মিতোমা ও জিওর্জিনিও রুটার গোল করে ব্রাইটনের জয় নিশ্চিত করেন।

গোল হজম করে হতাশ ওনানা।

এই ম্যাচ হেরে ২২ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে রইল রুবেন অ্যামোরিমের ছেলেরা।

এদিকে, শনিবার ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে উচ্ছ্বসিত লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। বলেছেন, 'যেভাবে সুযোগ নষ্ট আমরা করেছি, তাতে মনে গোল করতে পারব কিনা সন্দেহ ছিল। কিন্তু খেলোয়াড়রা আমাকে ভুল প্রমাণ করেছে। ডারউইন নুনেজ এদিন দুর্দান্ত খেলেছে। দুই গোল করে দলকে জিতিয়েছে।'

তবে অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও পয়েন্ট নষ্ট করায় হতাশ আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা। বলেছেন, 'ম্যাচের ফল দেখে আমি খুব হতাশ। দুইবার এগিয়ে থেকেও নিজেদের দোষে গোল হজম করতে হয়েছে। বরং প্রতিপক্ষ দল খুব ভালো পারফরমেন্স করেছে।' আপাতত ২১ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে লিভারপুল। একম্যাচ বেশি খেলে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আর্সেনাল রয়েছে।

চেন্নাইয়ে যোগ দিলেন প্রীতম

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : কেরালা ব্লাস্টার্স ছেড়ে আড়াই বছরের চুক্তিতে চেন্নাইয়ান এফসি-তে যোগ দিলেন প্রীতম কোটাল। তাদের জার্সিতে প্রাক্তন দল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে তাঁর অভিষেক হবে। প্রীতমকে ছেড়ে কেরালা থেকে বিকাশ ইউনাম সিংকে নিয়েছে চেন্নাইয়ান।

এদিকে, চলতি মাসে ডেভেলপমেন্ট লিগ শুরু হয়েছে। তাই সামনের মাসে কলকাতা লিগের বাকি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা নিচ্ছে আইএফএ।

শিলিগুড়িতে রাজ্য খো খো-য় দ্বিমুকুট জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : প্রথমবার রাজ্য খো খো-য় দল পাঠিয়েই ইস্টবেঙ্গল পুরুষ ও মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে রবিবার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে তারা ১১-১০ পয়েন্টে হারিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে। মহিলাদের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের জয় আসে ৭-৬ পয়েন্টে হুগলির বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গলের কো-অর্ডিনেটর অনুপ বসু বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই ক্লাবের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারের (নীতুদা) আমাকে ফোন করে দলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছে। আমাদের দলের অনেকেই এই মাসের শেষে জাতীয় খো খো খেলতে যাবে। তাই আগামী মাসে ওদের সুবিধা মতো সময়ে ডেকে নেওয়া হবে ক্লাবে।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলের পুরুষ ও মহিলা দল। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে রবিবার।

ভেটেরান্স ফাইনালে নদিয়া ৮-৬ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় হুগলিকে। ভেটেরান্স ও পুরুষদের সেমিফাইনালে উঠেছিল শিলিগুড়ি। কিন্তু সেখানেই যথাক্রমে হুগলি ৪-৫ পয়েন্ট এবং ইস্টবেঙ্গল ৪-১৩ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় শিলিগুড়িকে। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, মানিক দে, শোভা সুব্বা, মিলি শীল সিনহা, মহকুমা খো খো সংস্থার সভাপতি অলোক চক্রবর্তী প্রমুখ।

৫ উইকেট ধ্রুবর

বালুরঘাট, ১৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে রবিবার গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ১৫৮ রানে সিংহ ইন্ডিয়ানস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে গঙ্গারামপুর টসে হেরে ৪২ ওভারে ১৯৭ রান তোলে। সুশান্ত সরকার ২৮ রান করেন। মৌনব্রত দে ৩৯ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট। জবাবে সিংহ ১৭.২ ওভারে ৩৯ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা ধ্রুব রায় ২ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সায়ন সরকার (৪/২)।

ম্যাচের সেরা ধ্রুব রায়।

চ্যাম্পিয়ন শীতলপুর

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে শীতলপুর মোবারকপুর হাইস্কুল। - মুরতুজ আলম

সামসী, ১৯ জানুয়ারি : হরিরামপুর এএসডিএম হাইস্কুলের ফাউন্ডেশন কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল চাঁচলের শীতলপুর মোবারকপুর হাইস্কুল। রবিবার ফাইনালে তারা তারা ২১ রানে হরিরামপুর এএসডিএম হাইস্কুলকে হারিয়েছে। শীতলপুর টস জিতে ৮ ওভারে ১২০ রান তোলে। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা মুকুল দাস ৪৪ রান করেন। জবাবে হরিরামপুর ৯৯ রানে আটকে যায়। সেরা বোলার ও সেরা উইকেটশিকারিরও পুরস্কার পেয়েছেন মুকুল।

চ্যাম্পিয়ন পঞ্চানন্দপুর

সামসী, ১৯ জানুয়ারি : চাঁদপাড়া চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পঞ্চানন্দপুর একাদশ। রবিবার ফাইনালে তারা ৬-০ গোলে হরিশ্চন্দ্রপুর একাদশকে হারিয়েছে। মাদিয়া ব্রিজ লাগোয়া মাঠে হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন প্রতিযোগিতার সেরা শুভজিৎ ঘোষ। জোড়া গোল ঋজু মণ্ডলের। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১০ হাজার টাকা।

রায়গঞ্জে ক্যারাটে

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : সিগো কাই ক্যারাটে রবিবার রায়গঞ্জের ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন বয়স বিভাগের ক্যারাটেকারা অংশ নিয়েছিল।

উত্তরের খেলা

প্রথম মণিত

দিনহাটা, ১৯ জানুয়ারি : পূর্ব বর্ধমানে রাজ্য যোগাসনে রিদমিক ইভেন্টে দিনহাটার মণিত বর্মন ছেলেদের ৬-১০ বছর বিভাগে প্রথম হয়েছে। সৌহার্দ্য বিশ্বাস হয়েছে ষষ্ঠ। মেয়েদের ৬-১০ বছর বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছে জাগৃতি আচার্য। ১০-১৫ বছর বিভাগে অনির্বাণ কর্মকার পঞ্চম হয়েছে। ট্র্যাডিশনাল ইভেন্টে ছেলেদের ৬-১০ বছর বিভাগে বিশেষ দেবশর্মা ষষ্ঠ ও মণিত দশম হয়েছে। মেয়েদের বিভাগে জাগৃতি নবম হয়েছে।

রানার্স উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : রাজ্য ভলিবল সংস্থার রাজ্য মিনি ভলিবলে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে রানার্স হল উত্তর দিনাজপুর। ফাইনালে তারা ৩-২ সেটে হুগলির বিরুদ্ধে হেরে যায়।

চ্যাম্পিয়ন কাশিবাটি

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল কাশিবাটি হাইস্কুল। রবিবার ফাইনালে তারা ২৫-২০, ২৫-১০ পয়েন্টে কর্নজোড়া হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

সেরা রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : রবিবার বিকেলে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবের অলকানন্দ দে ট্রফি ফুটবলে সেরা হল রায়গঞ্জ অ্যাকাডেমি অফ ফুটবল। রবিবার ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৮-৭ গোলে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা বিপ্লব কিস্কু।

জয়ী রায়গঞ্জ

সামসী, ১৯ জানুয়ারি : চাঁদপাড়া চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের মহিলাদের প্রীতি ফুটবলে রবিবার রায়গঞ্জ মহিলা একাদশ ২-০ গোলে মালদা মহিলা একাদশকে হারিয়েছে। মাদিয়া ব্রিজ লাগোয়া মাঠে রায়গঞ্জের শম্পা মণ্ডল ও তনুজা প্রামাণিক গোল করেন।

চ্যাম্পিয়ন মালদা

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মালদা দল।

মালদা, ১৯ জানুয়ারি : পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরে বেঙ্গল অ্যামেচার কাবাডি সংস্থা আয়োজিত সিনিয়ার পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মালদা। ফাইনালে তারা ১২ পয়েন্টে হারিয়েছে হুগলিকে। কটকে অনুষ্ঠেয় জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য বাংলা দলে মালদা থেকে সরফরাজ আলম, সেলিম আখতার, রাহুল শেখ, বেলাল শেখ ও রাকেশ বর্মন জায়গা করে নিয়েছে বলে জেলা কাবাডি সংস্থার সচিব মহম্মদ আতাউল্লা জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা দীপক সাব - কে 22.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91G 41161 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ঈশ্বর আমার সমস্ত প্রার্থনা শ্রবন করেছেন এবং আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এখন একজন কোটিপতি। ঈশ্বর আমাকে পুরস্কার স্বরূপ এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ দিয়েছেন। এই বিশাল পরিমাণ সুযোগ প্রদানের জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।